পদচিন্তামণিমালা ।

বিজ্ঞাপন।

এই গ্রন্থ শ্রীরাধা শ্যামসুন্দরের ব্রজলীলা রস সম্বন্ধীয় বটে। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ কাঁটোয়া নগরে আমি যৎকালীন অবস্থান করি, সেই কালে অর্থাৎ সন ১২৭২ সালে আমার চিত্তে ব্রজলীলা রস সম্বন্ধীয় পদাবলী রচনা করিবার ইচ্ছা জন্মে।

শ্রীমদ্ভাগবত ও গোস্বামীপাদ এবং পূর্ব্বমহান্ সকলের পদাবলী গ্রন্থাদিতে, এই রসের পদ্ধতি যে বিধিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল বিধিকে সূত্রস্বরূপ রাখিয়া পদাবলী রচিত না হইলে, রসাভাস ও সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ দুইটী মহৎ দোষ হয়। এই দুইটী দোষ পদাবলীতে বিদ্যমান থাকিলে, ব্রজরস কমলবিহারী মধুকর-ভক্তসমাজ কেতকী কুসুমের ন্যায় তাহা পরিত্যাগ করেন। উক্ত রস-সম্বন্ধীয় পদাবলী প্রণয়নে যে সকল বিষয় জ্ঞাত থাকা আবশ্যক, তাহা আমি অনবগত থাকাতে, কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়তায়, ১২৭৩ সালের অধিকাংশ কাল গত হয়। এই কাল মধ্যে অনেক রসিক ভক্ত সমাজের কৃপা উপদেশ সংগ্রীহিত হয়, পরে পদাবলী আরম্ভ হইয়া, ১২৭৬ সালের কার্ত্তিক মাসে, পূর্ব্বরাগ-রস, মুগ্ধারসোদ্গারসহ ৪৫১ পদে সমাপ্ত হয়। তৎকালে অম্বিকাধাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ভগবান দাস বাবাজিউ মহাশয়, এই পুস্তক "পদচিন্তামণিমালা" নামে অভিহিত করেন।

এই গ্রন্থের পদাবলীর কবিত্ব ও লালিত্য এরূপ নহে যে, সর্ব্বসাধারণের তুষ্টিকর হইতে পারে। তথাপি ইহাতে হরি-গন্ধ থাকা প্রযুক্ত, ভক্তসমাজের কৃপা কটাক্ষপাত হওয়া অসম্ভব নহে।

ভক্তি তত্ত্বের আলোচনা করাই এগ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য; তাহার কণিকামাত্র স্পর্শ হইয়া থাকিলেও আমার এজীবনের সার্থকতা লাভ হইতে পারে।

এই খণ্ড সমাধা হওয়ার পর, বহুতর ভক্তসমাজ আমার এই উদ্যমে সন্তুষ্ট হইয়া, করুণা বিস্তারে এই গ্রন্থ খানি শ্রবণপূর্ব্বক, মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে সচেষ্ট হওয়ার অনুমতি প্রকাশ করেন। কিন্তু সাধারণের নিকট ইহা উপস্থিত করার যোগ্য কি না এই সংশয়ে আমি দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত ঐ অনুমতির অনুবর্ত্তী হইয়াছিলাম না। পরে শান্তিপুর ধাম নিবাসী ৺অদ্বৈত বংশোদ্ভব বিজ্ঞতম শ্রীযুক্ত মদন-গোপাল গোস্বামী প্রভু; বিগত ১২৮১ সালে এই গ্রন্থের সমালোচনা করিয়া মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে বিশেষ অনুমতি করাতে প্রভু সন্তানগণ এবং ভক্তসমাজের আজ্ঞা হেলন করা অবৈধ বিবেচনাতে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

এই গ্রন্থ পূর্ব্বতন মহাজন সকলের স্থাপিত প্রেম-রস ভাণ্ডারের এক কণার ছায়ার অনুকরণ মাত্র। ইহা ব্রজ বোল্ অর্থাৎ কৌশিকী ভাষাতে লিখিত হওয়ায়, সর্ব্ব সাধারণের বুঝিবার সুগমার্থে অধিকাংশ পদের নিম্নভাগে তাহার ভাবার্থ বাঙ্গলা ভাষায় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

ব্রজবোল্ ভাষার কোন অভিধান কিম্বা ব্যাকরণ নাই, কেবল মহান্ সকলের পদবলীই ইহার মূল। ঐ পদাবলীতে যেরূপ এক শব্দ কখন হ্রস্ব ও কখন দীর্ঘরূপে উচ্চারিত হওয়ার নিয়ম আছে, সেই নিয়ম আমিও এই পুস্তকে অবলম্বন করিয়াছি। যথা,—গিরল, শব্দ কোন কোন স্থানে হ্রস্ব ইকারে; কোন স্থানে দীর্ঘ ঈকারে ও ঐরূপ উপনীত শব্দ দীর্ঘ এবং হ্রস্বে প্রয়োগ হইয়া, যতি ও ছন্দ রক্ষা হইয়াছে।

পূর্ব্বমহান্ সকলের পদাবলী দৃষ্টে যে একটী নিয়ম লাভ হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিলাম, যথা—

"ভেল" শব্দের একার কোন স্থানে দীর্ঘ কোন স্থানে হ্রস্বরূপে পাঠ্য।

একটী শব্দের দুই অথবা তিনটী অক্ষর ক্রমে দীর্ঘ থাকিলে, কেবল শেষ অক্ষরটী দীর্ঘরূপে পাঠ্য। যথা, "আগোরল" শব্দের "আ" অক্ষর হ্রস্বরূপে ও গো অক্ষর দীর্ঘরূপে এবং "আধূনান" শব্দের আ এবং ধূ অক্ষর হ্রস্বরূপে ও না অক্ষর দীর্ঘরূপে প্রায়শঃ স্থলে পাঠ্য।

দুই পৃথক শব্দের মধ্যে প্রথম শব্দের পূর্ব্ব অক্ষর দীর্ঘ ও শেষ অক্ষর হ্রস্ব এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথমাক্ষর দীর্ঘ হইলে, প্রথম শব্দের প্রথমাক্ষর হ্রস্ব ও দ্বিতীয় শব্দের প্রথমাক্ষর প্রায়স্থলে গুরু স্বরে পাঠ্য। যথা, "নাহি পাওল" এই দুই শব্দের মধ্যে নাহির না অক্ষর হ্রস্ব ও পাওল শব্দের পা, অক্ষর গুরু স্বরে প্রায়শ স্থলে পাঠ্য।

দীর্ঘ ঈকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ প্রায়শঃ স্থলে হ্রস্ব ইকারে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা, "নারী স্থলে নারি" "কামিনী স্থলে কামিনি।"

"জান" শব্দ ও "মাহা" শব্দ কোন স্থলে হ্রস্ব, কোন স্থলে দীর্ঘরূপে পাঠ্য।

"রূপ এবং অদ্ভুত" শব্দের দীর্ঘ ঊকার ও হ্রস্ব উকার কোন স্থলে দীর্ঘ ও কোন স্থলে হ্রস্বরূপে পাঠ্য।

প্রত্যেক কলির অন্ত্যস্থিত যুক্তাক্ষর ব্যতীত অকারান্ত অক্ষরটী প্রায় হসন্তরূপে পাঠ্য। যথা, "যাব এবং রাব" স্থলে যাব্, রাব্।

"না এবং নাহি" শব্দের আকার কোন স্থলে দীর্ঘ কোন স্থলে হ্রস্বরূপে পাঠ্য।

পূর্ব্বমহান্ সকলের পদাবলীর কোন কোন স্থলে 'ঝা, শব্দের সহিত 'কি, শব্দের 'হো, শব্দের সহিত 'কো, শব্দের মিল রাখা হইয়াছে, ইহা ত্যাগ করা উৎকট ছিল না, কিন্তু কিঞ্চিৎ রসের মাধুর্য্য থাকা অনুভবে, এগ্রন্থেও তদ্রূপ রাখা হইয়াছে।

এই খণ্ডের ব্রজবোল শব্দের অন্তর্গত ক্রিয়াপদ শব্দের অন্ত্যস্থ অকার, স্বরের ওকারের ন্যায় উচ্চারিত হইবে। যথা, 'পায়ল, 'যায়ল, স্থলে 'পাওল, 'যাওল, রূপে পাঠ করিতে হইবে।

কলির অন্তর্গত শব্দের অন্ত্যস্থ একার ও আকার প্রায় হ্রস্বরূপে পাঠ্য। যথা, "গরিমে, নিরখিয়ে, তুয়া, বন্ধুয়া।"

এই সকল নিয়মের প্রতি মনোযোগ রাখিয়া, ব্রজবোল আধিক্য পদ সকল পাঠ করিলে ছন্দ মাত্রাগত থাকাই দৃষ্টি হয়। কিন্তু বাঙ্গলা শব্দ আধিক্য থাকা পদ সকলের ছন্দ প্রায় মাত্রাগত নহে।

কামার চিহ্ন পদাবলীতে যে আছে, তাহা প্রায়ই ছন্দবোধক, কচিৎ স্থলে অন্বয় বোধক।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রায় ১৫০ শত পদ প্রস্তুত হইয়াছে। জীবনে কুশল হইলে শেষ ভাগ সমাপ্ত করার ইচ্ছা রহিল।

আমার এই গ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে, জেলা নদীয়ার অন্তর্গত পোড়াঘাটী হুগলবেড়ীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন বিশ্বাস জিউ অনেক যত্ন ও উৎসাহ পূর্ব্বক মুদ্রাকার্য্য সমাধা করিয়াছেন। মুরারি আমাকে অত্যন্ত ভক্তি করিয়া থাকেন, আমিও তাহাকে যথোচিত স্নেহ করিয়া থাকি।

১৩২৭ সাল

শ্রীগুরুপ্রসাদ সেন গুপ্ত।
নিবাস ভাঙ্গাবাড়ী।
সবডিবিজন শিরাজগঞ্জ।

পদচিন্তামণিমালা।

প্রথম মণি।

বন্দনা।

রাগ মঙ্গল।

পামর জনগণ, পরম সুহৃত ধন, গুরু পদে করু পরণাম। কোমল নীরজ, পটল কলেবর, সরস প্রেমময় ধাম॥ কো জানে তোঁহারি, কৃপা বল লেশ। দেহ করুণ করি, ভূতল অবতরি, ভব তরি সম উপদেশ॥ যো জন সো তরি, বহি বহি যায়ত, মিলত যুগল নিধি পাশে। সুখময় যুগল, কেলি রস রঞ্জন, নিতি নিতি নিরখ উলাসে॥ স্মরণ মনন করি, তুয়া পদ পঙ্কজ, প্রসাদ দাস রস গাব। বঞ্চিত ভকতি, দুরিত মতি জানিয়ে, নাহি করুণ বিছুরাব॥ ১॥

ভাবার্থ।

শ্রীগুরু চরণ জীবের পরম সুহৃৎ বটে, যেহেতু শ্রীগুরুর কৃপালব্ধ উপদেশ ভব পারের তরী তুল্য, ঐ উপদেশ তরী ক্রমে ক্রমে পরিচালন বিষয়ে যে জীব যত্নশীল হন সেই জীব সচ্চিদানন্দ যুগল সিন্ধু পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া নিত্য সুখময় যুগল কেলি রস নিরীক্ষণ রূপ নিস্তার লাভ করেন।

মঙ্গল রাগ।

জয়তি অভেদ, কলেবর হরি হর, জয় জয় রসময়ি রাধা। জয় বলদেব, ধীর হরি অগ্রজ, পূরত পতিতক সাধা॥ রাধা কৃষ্ণ, বিজন (১) রস জীবন, সখিগণ জয়-জয় হোয়। সহচরি সবহুঁ, চরণ অভিবন্দিয়ে, কুশল বিধানব মোয়॥ মাঁগিয়ে চরণ সরজে উপদেশ। অগতি অসন্ত মতি, হীন ভকতি নতি, না জানি প্রেমক লেশ॥ যুগল ভজন ধন, বচন অগোচর, গাইতে উপজল আশ। কৃপা করি সবহুঁ, করহ সম্পুরণ, আরতি পরসাদ দাস॥ ২॥

বন্দনা।

গৌরী।

জয়তি জনার্দ্দন, নন্দ সুনন্দন, অভিনব জলদ সুঠাম। রাধা সুন্দরি, প্রেম অধীশ্বরি, হরিবর হ্লাদিনি (২) নাম॥ রোহিনি জয়তি জননি বলদেব। জয়তি যশোমতি তুলহ পুণবতি, গোলকপতি পদ সেব॥ জয় জয় কীর্ত্তিদা, শুভদা জগত জন, জননি প্রেমময়ি নারি। জয় জয় অঘটম ঘটন

ভাবার্থ।

(১) বিজন রস জীবন—রাধা কৃষ্ণের নিভৃত যুগল রসই কেবল সখিদিগের জীবনের অবলম্বন।

(২) হ্লাদিনী—হ্লাদিনী, সম্বিৎ, সন্ধিনী এই ত্রিবিধা অন্তরঙ্গা শক্তি, আনন্দাংশে হ্লাদিনী, চিদংশে সম্বিৎ, সদংশে সন্ধিনী।

বিধায়িনি, পূর্ণমাসি অবতারি ॥ জয় জয় শ্যামা, হর মন মোহিনি, জয় নিত্যানন্দ ধীরে। আদেশ তুহুঁ ধরি, গায়ত পরসাদ, ভাসত আনন্দ নীরে ॥ ৩ ॥

বিহগড়া।

জয়তি নৃপতি বর, নন্দ ব্রজেশ্বর, জনক ভুবন পতি কান। জয় জয় নৃপতি, (১) ভানু মধুরাকৃতি, প্রেম (২) জনক গুণবান ॥ জয় জয় গোপেশ্বর অনুপাম। জয় জয় রস পটু, বটু সুবলাদিক, যুগল প্রেমময় (৩) কাম ॥ বন্দে শ্রীজয়, রূপ সনাতন ভট্ট যুগল রঘুনাথ। সজল জলদ হরি, চরণ পরায়ণ, সরস সুধাময় বাত ॥ জয় জয় জীব, রসিক জন জীবন, তুহুঁ সভে মিনতি হামার। অতিহুঁ অকৃতি, পরসাদ দাস রতি, করুণে করহ বিস্তার ॥ ৪ ॥

শ্রীগৌর চন্দ্রস্য চরণ বন্দনা।

কামোদ।

অপরূপ গৌর, ভুবন মন মোহন, আনন্দ রসময়

ভাবার্থ।

(১) নৃপতি ভানু—শ্রীবৃষভানু মহারাজ।

(২) প্রেম জনক গুণবান—প্রেমময়ী শ্রীরাধার জনকত্ব গুণে গুণবান্।

(৩) প্রেমময় কাম—শ্রীসুবলাদি প্রিয় নর্ম্ম সখাদিগের কামনা কেবল যুগল প্রেম মাত্র।

ধাম। যা কর প্রকটে, প্রেম (১) পরিপূরল, ডগ মগ জগ অবিরাম॥ জয় জয় অভিনব চন্দ্র কিশোর। মন্দ মন্দ অবহসিতে সুচঞ্চল, জগজন হৃদয় চকোর॥ জ্ঞান (২) জনিত ফল, বাঢ়ি যুগল ধন, ভজন জপন রস সার। নাচি নাচি পুন, যাচি অযাচিতে, ঘরে ঘরে কয়ল বিথার॥ কত শত ভকত, মেলি হরি কীর্ত্তন, ভঙ্গি প্রেম পরকাশ। ঐছে পহুঁক, চরণে রতি না ভেল, দুরমতি পরসাদ দাস॥ ৫॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দস্য চরণ বন্দনা।

বেলোয়ার।

পতিত সুহৃত বর পহুঁজি নিতাই। প্রেম পরম ধন যাচি বিলাই॥ ধ্রু॥

লম্ফে ঝম্পে ঘন, ধরণি বিকম্পিত, সচি সুত গুণ রস গান। ঘূর্ণিত (৩) নয়ন, বহত মন্দাকিনি, অধম পতিতে রস দান॥ নিরমল লাবনি, করুণ শিরোমণি, অনুখন গদ গদ ভোর। ভাবক আবেশ, সঘন আলিঙ্গই, অবধুত সুনব কিশোর॥ যো জন চরণ, কমল আশ্রয় বিনু,

---

ভাবার্থ।

(১) প্রেম পরিপূরল—যেহেতু শ্রীমহাপ্রভু প্রেমাবতার।

(২) জ্ঞান জনিত ইত্যাদি—যুগল রস সম্পদ জ্ঞান উপাসনার ফল হইতেও অতীব সুখকর, কেননা জ্ঞানোপাসনাতে সুখানুভবের অভাব আছে।

(৩) ঘর্ণিত নয়ন - গৌর রসে মত্ত।

করত প্রেম অভিলাষ। সাগর তেজি রতন (১) খুজি ফেরত, কহতহিঁ পরসাদ দাস॥ ৬॥

শ্রীপ্রভু অদ্যৈত চরণ বন্দনা।

গৌরী।

মধুর মধুর অদ্যৈত কলেবর, চরণ যুগল রস ধাম। জয় জয় সীতা, মাতা নন্দিনি, জঙ্গলি পদে পরণাম॥ সুরধনি তীরে বৈঠি পহুঁ ভোর। রস (২) অনুগুণ ঘন, রব হুঙ্কারল, ক্ষিতি অবতারল নন্দ কিশোর॥ পবিত নবদ্বীপে, প্রকটল সচি সুত, জয় জয় মঙ্গল গান। প্রেম সুধা রসে, ত্রিভুবন পূরল, ঘরে ঘরে পুলক বিধান॥ সো পহুঁ চরণ, শিরে ধরি ঘন ঘন, বন্দয়ে পরসাদ দাস। কৃপা করি দীন, হীন জনে তারল, সো অব বলবত আশ॥ ৭॥

শ্রীগৌরচন্দ্রস্য সহগণ চরণ বন্দনা।

ধানশী।

জয়তি গদাধর, হৃদয় গৌরবর, জয়তি জয়তি শ্রী-

ভাবার্থ।

(১) রতন খুজি ফেরত—প্রেম রত্ন শ্রীমন্নিত্যানন্দ সাগরেই লব্ধ হন।

(২) রস অনুগুণ—শ্রীঅদ্যৈত প্রভুর হুঙ্কার রবে রসময় শ্রীমহাপ্রভু অবতীর্ণ হন, সুতরাং ঐ হুঙ্কার রব রসের অনুগুণ না হইলে রসময় মূর্ত্তির আবির্ভাব অসম্ভব!

বাস। যা সঞে অনুখন, গায়ল সচি সুত, কীর্ত্তন বরজ বিলাস॥ জয় জয় শ্রীহরি দাস পবিত মতি, পরম শুদ্ধ চিত যাহু। সোই চরণ গুণ বরণি বিধানব, ঐছে শকতি রহু কাহু॥ শ্রীরঘুনন্দন পদে পরণাম। জয় জয় নরহরি, ঠাকুর গুণধর, গৌর প্রেম রস কাম॥ পতিত প্রসাদ দাস মন মানস, করব যুগল রসংগান। নিজ গুণে চরণ সরজ রজ দেইয়ে করহ উচিত কল্যাণ॥ ৮॥

বন্দনা।

কেদার।

জয়তি মিশ্র কুল, জগন্নাথ বর, মাতা সচি বলি যাই। জয় জয় শ্রী, পদ্মাবতি সুন্দরি, পণ্ডিত গুণিন হা- রাই॥ জয়তি লক্ষি সতি, বিষ্ণু পিয়া ধনি, প্রণয়িনি গৌর বিলাসে। জয় বসু জাহ্নবা, জগত সুদুর্লভা, প্রকটল জগত উলাসে॥ জয় জয় লাভা দেবি কুবের। জনক জননি দুহুঁ, শ্রীঅদ্যৈত পহুঁ, প্রণতি করিয়ে বেরি বের॥ শ্রীবিরভদ্র জয়তি গঙ্গা সতি, ভকতি দানে সব মূল। করত কৃতাঞ্জলি প্রসাদ দাস অব, করুণে করহ অনুকূল॥ ৯॥

বালাধানশী।

জয় জয় গৌরি দাস রস সাগর প্রিয়বর গৌর সুচন্দ। মূরতি শান্ত ধীর বর সুন্দর, দুখ ভঞ্জন মুখ ছন্দ॥ জয় জয়

রামানন্দ রায় জয়, প্রেমক উদধি বিরাজ। জগ জন মঙ্গল ধৌত কলেবর অনুপম রস কবিরাজ॥ মরি মরি গৌর গণহুঁ রস কন্দ। জয়তি স্বরূপ দামোদর জয় জয়, জয়তি সেন সিবানন্দ॥ যাবত সহগণ চরণ কমল অব, প্রণতি করিয়ে উদ্দেশে। তুর অভিলায, প্রসাদ দাস্ বড়ু, পূরহ নিজ গুণ লেশে॥ ১০॥

শ্রীজয়দেব চরণ বন্দনা।

তথা রাগ।

জয়তি জয়দেব বর, অনুপ কবি নাম ধর, বাণি যনু মধুর ময় কেল। কবিত কুস ললিত অতি, বলিত (১) যুগলামৃতে, ভুবন জন রমিত মন ভেল॥ কবিতগণ (২) ছন্দ গতি, মন্দ গতি নারি বর, জোতি যতি শরদ শশি কাঁতি॥ মধুরময় শবদ পুন, সরজকুল মাল সম, দেই মধু নিমিখে নব জাতি॥ ভৃঙ্গ কবি নরবরো পিবতি রস সারং।

ভাবার্থ।

(১) বলিত যুগলামৃতে—শ্রীরাধা শ্যামের রসামৃতে ললিত কবিতা সকল।

(২) কবিতগণ ছন্দ ইত্যাদি—মোহিনী নারীর মৃদু গমন তুল্য কবিতার ছন্দগতি অতি মনোহারিনী এবং শরচ্চন্দ্রের সুধাময় জ্যোতি সদৃশ কবিতার যতি চিত্তোন্মাদিনী।

জলদ তনু নন্দ সুত, লেখি রস সাখি (১) রহু, "দেহি পদ পল্লব মুদারং" ॥ জয়তি পদ্মাবতি, স্বামি হৃদি আদরিণি, দরশ করু কানু পতি রূপে। দাস পরসাদ অব, নিজহুঁ মন বান্ধয়ে, শুভ যুগল চরণ (২) রস যূপে ॥ ১১ ॥

শ্রীচণ্ডী দাস ঠাকুর চরণ বন্দনা।

সুহিনী।

দ্বিজ কুল সুত, রসময় চিত, জয় জয় চণ্ডী দাস। মধুর মধুর, শবদে গাইলা, যুগল রসের ভাষ ॥ কিবা অপরূপ, কবিত মাধুরি, আঁখর পিরিতি মাখা। অমিয়া ছানিয়া, দিলা বিতরিয়া, অনুপ বয়ন ভাখা ॥ বরজ যুগল, পিরিতির খনি, সে মুখ শরদ শশি। কবিত পঠনে, হেন লয় মনে, চিত যায় যেন খসি ॥ বাসুলি আদেশে, যুগল পিরিতি গাইলা সে কবি চন্দ। রস কবিকুল, মত মধুকর, পিয়ে ঘন মকরন্দ ॥ নিতাই আদেশে, পরসাদ দাসে, গাইবে ব্রজ বিলাস। চরণ সরজে, শরণ লইলুঁ, সফল করহ আশ ॥ ১২ ॥

ভাবার্থ।

(১) সাখি রহু ইত্যাদি—"দেহি পদ পল্লব মুদারং" এই কএকটি শব্দ শ্রীশ্যাম সুন্দর স্বীয় পদ্ম হস্তে লিখিয়া শ্রীজয়দেব কবির রসিকতার লিখিত সাক্ষী হইয়াছেন।

(২) চরণ রস যূপে—শ্রীজয়দেব এবং তাঁহার গৃহিনী শ্রীপদ্মাবতী দেবীর রুচির চরণ, রস স্তম্ভ স্বরূপ বিধায় প্রসাদ দাস সেই স্তম্ভে আত্ম মন বন্ধন করিতেছে।

বিদ্যাপতি ঠাকুরের চরণ বন্দনা

মঙ্গল।

কোরক (১) সম যনু রস কলি কেল। বিদ্যাপতি কবি, মুখ ঋতু পায়ল, অদভূত বিকশিত ভেল॥ কবি কুল বয়ন, মলয় মিলি ধাবত, মোহন সুরভি বিকাশ। মধুকর রসিক, পিয়ত মধু কৌতুকে, অপরূপ রস, পরিহাস॥ কি কহব পুনহি কবিত অনুবাদ। চণ্ডী দাস কবি, পুন বিদ্যাপতি, গৌর (২) কয়ল মরিযাদ॥ গাইতে দুহুঁ কবি কবিত সুধাময়, সো পহুঁ নিশি দিন যাপ। জয় বিদ্যাপতি, চরণ কিরণ রজ; প্রসাদ দাস কিয়ে পাব॥ ১৩॥

—:*****:—

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু আদির চরণ বন্দনা।

সিন্দুড়া।

উদারহি চরিত দুরিত মতি তারণ, জয় জয়তি

ভাবার্থ।

(১) কোরক সম যনু ইত্যাদি—পূর্ব্বতন সময় হইতে শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুর পর্য্যন্ত ভাষা কবিগণের মুখ সমূহই এক ঋতুর মান, তন্মধ্যে পূর্ব্ব কবিগণের মুখ ঋতু, রস রূপ কুসুমের কোরকোৎপাদক মাত্র, শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুরের মুখ ঋতু সেই কোরকের প্রকাশক।

(২) গৌর কয়ল মরিযাদ—শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীচণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, রায় রামানন্দ, কর্ণামৃত ও শ্রীজয়দেব এই পঞ্চরসিকের গীতি অহর্নিশি কীর্ত্তন করিতেন।

শ্রীনিবাস্। প্রেমক কলপ, বিটপি তনু মোহন, গৌর (১) বপুক পরকাশ॥ ললিত বয়ন যনু, মাল কলানিধি গুণনিধি ভকতিক রাজ। কৃপা বলে শ্রীবিরহাম্বির নরপতি ভকত সাধু জগ মাঝ॥ প্রণতি রামচন্দ্র কবিরাজে। জয়তি নরোত্তম, ঠাকুর রস নিধি, খেতুড়ি কয়ল বিরাজে॥ জয় জয় ঠাকুর লোচন রস কবি বৃন্দাবন রস সার। জয় জয় রাধা মোহন ঠাকুর, প্রসাদ দাসে করু পার॥ ১৪॥

শ্রীগোবিন্দ দাস ঠাকুর বন্দনা।

ভাটিয়ারি।

চণ্ডিদাস কবি পুন বিদ্যাপতি, সো সব রস (২) খনি ভেল। জয় জয় গোবিন্দ, দাস ভাষে যনু, নিরমল রস বহি গেল॥ অনুভব যাক বরণি বহু দূর। সো কবিরাজ, ললিত বচনামৃতে, বিদ্যাপতি (৩) রস পূর॥ কিয়ে রস

ভাবার্থ।

(১) গৌর বপুক পরকাশ—শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীমহাপ্রভুর দ্বিতীয় কলেবর। ইহাঁরই অনুমত্যনুসারে শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীগোস্বামী গ্রন্থ সকল গৌর মণ্ডলে আনয়ন কালে তাহা দস্যুবৃত্ত নরপতি শ্রীবিরহাম্বির কর্তৃক অপহৃত হয়, পরে শ্রীআচার্য্য প্রভু রাজনিকেতনে গমন পূর্ব্বক তাহাকে কৃপা বিতরণে উদ্ধার করেন।

(২) রস খনি ভেল—শ্রীচণ্ডী দাস ঠাকুর ও শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুর ব্রজ রসকে ভাষা পদাবলী রূপে পরিণত করণের খনি অর্থাৎ আকর স্থল।

(৩) বিদ্যাপতি রস পূর—শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুরের তিরোধানের পর তাঁহার অসম্পূর্ণ পদ সমূহের রস শ্রীগোবিন্দ দাস ঠাকুর পূরণ করেন।

চাতুরি, কিয়ে পুন মাধুরি, জগ মন মোহন ছন্দ। প্রতি প্রতি আঁখরে, প্রেম বিভাবণ, নাচত পিরিতি প্রবন্ধ॥ যো জন নিজহুঁ, আশ পরিপূরল, শ্যাম (১) গৌর মকরন্দে। [তাকর যুগল, চরণে পরসাদক, বিপুল আশ অনুবন্ধে ॥১৫॥

—:*****:—

শ্রীজগদানন্দ ঠাকুরের চরণ বন্দনা।

গৌরী।

কবি কেশরি বর জগদা, নন্দহুঁ বলিহারে। কবিত পবিত ছন্দ বন্দ, অনুপম মকরন্দ কন্দ, শোভায়ল (২) সুকবি চন্দ, বৈজয়ন্তি (৩) হারে॥ কবিতাবলি কিশলয় (৪) দল, ছন্দ অনিল মলয়াচল, বীজত ঘন সৌশী-

---

ভাবার্থ।

(১) শ্যাম গৌর মকরন্দে—শ্রীচণ্ডীদাস ঠাকুর ও শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুর শ্রীমহাপ্রভুর অবতারের পূর্ব্বে প্রকট থাকাতে কেবল ব্রজ রস কীর্ত্তন করেন। শ্রীগোবিন্দ দাস ঠাকুর পরে প্রকট হইয়া ব্রজ রস ও শ্রীগৌর রস উভয় কীর্ত্তন করেন।

(২) শোভায়ল সুকবি চন্দ—শ্রীজগদানন্দ কবি, সুকবি চন্দ্র-দিগকে যেন কবিতা রূপ বৈজয়ন্তি হারে ভূষিত করিয়াছেন।

(৩) বৈজয়ন্তি হারে—নানাবিধ কুসুম রচিত হার।

(৪) কিশলয় দল ইত্যাদি—সেই কবিতা সকল কিশলয় অর্থাৎ নব কোমল পল্লবের ন্যায়, তাহাতে ছন্দোরূপ মলয় পবন যুক্ত হইয়া শ্রীরাধা এবং সুকুমার অর্থাৎ শ্রীশ্যামসুন্দরকে সুশীতল ব্যজন সেবা করিতেছেন।

তল, রাধা সুকুমারে। হূহূ (১) রব রস নিঝোর, ধূধূ ষনু নহত ওর, বাজি মুরলি নিশিক ঘোর, বৈবিধ পরকারে॥ অমৃত উদধি রচন ছান্দ, বয়ন বচন চিতহুঁ ফান্দ, জ্ঞানি গণহু শুনই কান্দ, বৈঠি (২) বৈঠি ধারে। কবিত সুরস জগ ভাসল, ভকত পুলক নিরমায়ল, অনুপম কবি অবতারল, পতিত জন উধারে॥ পামর পরসাদ দাস, চিতহুঁ কয়ল তুলহ আশ, গায়ব অব তুহুঁ বিলাস, কীর্ত্তন অনুসারে। পতিত সুহৃত কবিক রাজ, করুণাময় চরণ সাজ, পূরহ মঝু চিতক কাজ, করুণ লব বিথারে॥ ১৬॥

—:******:—

যাবদীয় মহান চরণ বন্দনা।

বেলয়ার।

জয় জয় কৃষ্ণ, দাস কবি রঞ্জন, জ্ঞান দাস কবি ভূপ। ভুবনানন্দ গৌর গুণ ভূষণ, মধুর কবিত রস কূপ॥ জয় জয় বাসুদেব ঘোষ কবি, মধুর বচন পরবন্ধ। পুন যদুনন্দন তারিতে, জগ জন কবিতে রাখি মকরন্দ॥ ভকত দয়াময়, রসিক বিসারদ, কবিবর বৈষ্ণব দাস। অনুপম জনম, গ্রহণ ক্ষিতি মণ্ডলে, ললিত কবিত পরকাশ॥ প্রকটল ভূতলে

ভাবার্থ।

(১) হূহূ রব ইত্যাদি—সেই কবিতা সকল হইতে যুগল রস, হূহূ শব্দে বর্ষণ হইয়া ভক্ত সমাজে এরূপ প্রবাহিত হইয়াছে যে, তৎপ্রবাহ সীমা সুলোচন লক্ষ্যের অতীত হইয়াছে।

(২) বৈঠি বৈঠি ধারে—রচনারূপ অমৃতসিন্ধুর পার্শ্ববর্ত্তী হইলে শুষ্ক জ্ঞানী সাধুগণও অশ্রুপূর্ণ হন।

পূরব পর যত, সুরসিক ভকত মহান। পরসাদ দাসক সফল মনোরথে, সো সব চরণ নিদান ॥ ১৭ ॥

শ্রীব্রজধামের সর্ব্ব চরণ বন্দনা।

সুহই।

জয় জয় সখালাল পুন গোপি লাল। অপ্রাকৃত কলেবর মধুর রসাল ॥ দয়াময় বপু ধরি প্রকট বরজে। এ পামর লোটাইবে কব পদ রজে ॥ জয় জয় কেশব লাল ভট্ট পদে নতি। সুধার সাগর পদ করুণ মূরতি ॥ জয় ভট্ট দামোদর শ্রীনন্দকুমার। জয় জয় হরচন্দ্র গোস্বামি উদার ॥ শ্রীকুণ্ড শোভন পণ্ডিত জগদানন্দ। সিদ্ধ নিরমল মণি বপু রস কন্দ ॥ জয়তি পণ্ডিত হরিদাস মহাশয়। গোপি দাস বপু যেন নিত্য রসময় ॥ চরণ বন্দিয়া কহ পরসাদ দাস। কৃপা করি কর সবে সুসফল আশ ॥ ১৮ ॥

—:*****:—

বন্দনা।

ভাটিয়ারি।

জয়তি শ্রীবিরচন্দ্র গোস্বামি। যাকর চরণ সরোরুহে ঘন ঘন, সজল নয়নে প্রণমামি ॥ উজ্জ্বল কুর, অদ্বৈত বংশধর, মুরতি রস অবতার। পবিত চরিত পুন, পবিত কলেবর, অনুখন প্রেম উদার ॥ মণ্ডল গৌর, বিলাস ওর করি, প্রকট বরজ নিজ ধামে। যোই ভকত জন বহুত ভাগ ধরু দেখত শ্রীকুণ্ড ঠামে ॥ কণ্টক নগরে চরণ রজ

পায়লু, আছল পূরব ভাগ। প্রসাদ দাস চিত, যদি রস গায়বি, রাখবি পদে অনুরাগ ॥ ১৯ ॥

মায়ূর।

জয় জয় প্রাণবন্ধু-নুন্দি রস বেশ। মোর বাল্যে কৈলা স্নেহ অতিহু বিশেষ ॥ জয়তি চৈতন্য কৃষ্ণ সিংহ ভক্ত বর। যাঁর পদে আছে মোর অগ্রজ আদর ॥ অনুজ প্রসাদ সিংহ মোর বন্ধু হয়। যুগল পিরিতে যাঁর অচল হৃদয় ॥ আনন্দমোহন মৈত্র বাল্য সখা মোর। অব মোরে তেজি রহু প্রেম রসে ভোর ॥ ব্রজ বাসি সব পদে করিয়ে প্রণাম। নয়নে দেখেন নিত্য লীলা রাধা শ্যাম ॥ পতিত প্রসাদ দাস এই ভিক্ষা চায়। গাইবে বরজ রস কৃপা যেন পায় ॥ ২০ ॥

—:******:—

শ্রীগৌরমণ্ডল মহিমা।

মঙ্গল।

কিয়ে কহুঁ গৌর মণ্ডল মরিযাদে। নিরমল পবিত ভোম বনি যৈয়ল, সচি নন্দন পরসাদে ॥ ব্রজ পরিবার, সবহুঁ ধরি সো পহুঁ, লীলা কয়ল পরকাশে। প্রেম দুলহ রসে ধরণি বহায়ল, অনুপম গৌর বিলাসে ॥ সুমধুর হরি, কীর্ত্তন পরচারল, কলি জনে মিলল নিদেশ। করুণাময় মণি, আপে ভকত বনি, প্রেম কয়ল উপদেশ ॥ কীর্ত্তনে

নাচি, (১) নাচায়ল জগজন, ভাবেহি ভাব বিকাশ। ঐছন মণ্ডলে কবহিঁ লোটায়ব, এ তনু পরসাদ দাস ॥ ২১ ॥

—:※※※※:—

তথা রাগ।

নিরমল (২) মধুর গৌর অবতার। দিবস প্রকট ধরি, দিবস তিরোহিত, একহি মধুর আচার ॥ নবদ্বীপে করু, শিশু চরিতামৃত, সচিস্থত রস নিরযাসে। অম্বিকা কণ্টক, নগরি আদি করি, সো পহুঁ কয়ল বিলাসে ॥ স্থুর-ধনি তীরমে, বসই শান্তিপুর, শ্রীঅদ্বৈত পহুঁ ধাম। মণ্ডিত খণ্ড ভোম, প্রিয় গৌরক কতয়ে নয়ন অভিরাম ॥ কত শত রসিক চন্দ্র পরকাশই, পহুঁ গুণে বান্ধল ভাষ। সো সব চরণাম্বুজ, রজ আশই, পামর পরসাদ দাস ॥ ২২ ॥

———

শ্রীগৌর মণ্ডলস্থ প্রভুগণ ও ভক্ত চরণ বন্দনা এবং ধাম স্মরণ।

সুহই।

মাহাতা নোতার পহুঁ গণে পরণাম। যে সকল

ভাবার্থ।

(১) নাচি নাচায়লইং—শ্রীমহাপ্রভুর নৃত্য এবং ভাবাবলম্বনে মায়ার প্রবেশ নাই, স্থতরাং দয়াময় প্রভু জগতের কল্যাণ জন্য স্বয়ং অমায়িক নৃত্য ও ভাবাবলম্বনকরিয়া জগজ্জনকে গুরুরূপে নৃত্য ও ভাব শিক্ষা দিতেছেন।

(২) নিরমল মধুর ইত্যাদি—শ্রীমহাপ্রভুর অবতার অতি বিমল ও মধুর ময়, যেহেতু প্রকটের দিবসাবধি অপ্রকটের দিবস পর্য্যন্ত মধুর রসময় আচার ভিন্ন ঐশ্বর্য্যাদির লবমাত্র প্রকাশ করেন নাই।

কলেবর নিত্যানন্দ ধাম ॥ গয়েসপুর ধামে রহ মাতা গো-স্বামিনি। খড়দহ উথলিয়, সানরা বুতনি ॥ বেতিলার গুণ যশ কি কহিব আর। পহুঁ গণ গোস্বামিনি পদে নমস্কার ॥ মোহনপুর বামনআড়া পিলসোঞা মেলি। পণ্ডিত গোস্বামী কুল পুন রামকেলি ॥ জয় জয় রসময় শ্রীরাম গোস্বামি। শ্রীঅদ্যৈত বংশধর শান্তিপুর ধামি ॥ শ্রীঅদ্যৈত নিত্যানন্দ বংশধর যত। সবহুঁ চরণে মন সদা রহ রত ॥ প্রভু কুল সুতা কুল সাখার সন্তানে। প্রণতি করিয়ে অব বহু সনমানে ॥ সিয়োর লাখুরি পহুঁ কুলে মোর নতি। মহন্ত কুলেতে মোর রহুক ভকতি ॥ খণ্ডবাসি প্রেমানন্দ মহন্ত সুবীণ। প্রবাহ গৌর রস খন নহ হীন ॥ পুনহি রসিকানন্দ মহন্ত বিগ্রহ। অনুপম প্রেম রস হৃদয়ে সংগ্রহ ॥ চট্টরাজ কুল পহুঁ আচার্য্য পরিবার। চক্রবর্ত্তি পরিবার পতিত নিস্তার ॥ মালঞ্চি নি-বাসী গোস্বামি পুলিন চন্দ। গোস্বামি গোবিন্দচন্দ্র বিদ্যা-রত্ন কন্দ ॥ পুঠিয়া ঠাকুর কুলে রহু মোর ভক্তি। শ্রীগোবিন্দ পদে সদা রহয়ে আশক্তি ॥ শ্রীজীবন গোস্বামি বাখনাপাড়া বাস। ভাগবত শাস্ত্রে বিদ্যা সুমধুর ভাষ ॥ শ্রীরামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধি। অনুখন ভক্তি রসে যাঁহার সমাধি ॥ বান্ধমুড়া গ্রামে বাস রসিক বিশেষ। পূর্ব্বরাগ রস মোরে কৈলা উপদেশ ॥ শিরে ধরিয়াছি পদ কমল কনয়া। দাস প্রসাদে করু সমুচিত দয়া ॥ ২৩ ॥

—:*****:—

ধানশী।

জয় জয় নদিয়া, ভকত পুরন্দর, শ্রীমৎ চৈতন্য দাস। শ্রীসচি চন্দ, ভজন ময় মানস, মূরতি রস পরকাশ॥ জয় জয় শ্রীভগবান দাস জয়, অম্বিকা নিবসতি নেল। সেবা নাম ব্রহ্ম বিকাশল, অনুখন কীর্ত্তন কেল॥ মঝু সম পতিত, অধম মুখ নির্গত, পূর্ব্ব রাগ রসছন্দ। কতহুঁ কৃপা করি, শ্রুতি যুগে নেয়ল, করলহুঁ বিবিধ আনন্দ॥ ইহ (১) নব গ্রন্থ, নাম পুন দেয়ল, পদচিন্তামণিমালা। ঐছে রসিক পদ সঙ্গ তেয়াগল, প্রসাদ কি কহু চিত জালা॥ ২৪॥

বন্দনা।

তিরোতা ধানশী।

জয় জয় বৈষ্ণব চরণ দাস জয়, বসতি নগর কলি-কাতা। ভকতি শাস্ত্র, পণ্ডিত অব ঐছন, বিরল গঢ়ায়ল ধাতা॥ বচন মধুরময়, সুমধুর মূরতি, মধুর মধুর মুখ হাস। কহইতে বচন, অধর যুগলাবনি, রসময় বিম্ব বিলাস॥ রায় পুরক অলি, মাধব দাস। রাধা কৃষ্ণ যুগল চরণাম্বুজে, অনুখন করত নিবাস॥ কৃষ্ণ দয়াল চন্দ রস ভাজন, কি কহব সো মরিযাদে। সব জন করুণে, চরণ রজ দেয়ল, পতিত দাস পরসাদে॥ ২৫॥

ভাবার্থ।

(১) ইহ নব গ্রন্থইং—শ্রীঅম্বিকা কালনা বাসী শ্রীভগবান দাস বাবাজীউ মহাশয় বিশেষ সাধু ভক্ত। তিনি করুণা পূর্ব্বক সকল পদ শ্রবণ করিয়া এই গ্রন্থের নাম পদচিন্তামণিমালা রাখিয়াছেন।

বড়ারি।

কাঁন্দাড়া প্রণাম করি আর যে কেন্দুলি। সোনারুন্দি রাজকুল রসের বান্ধুলি॥ গুণময় অধিকারী বস আরাপুর। ভজন আবেশ মুর্ত্তি পবিত মধুর॥ শান্তিপুরে নিবসতি শ্রীহরি মোহন। আখ্যা যাঁর প্রামাণিক আছুত ঘোষণ॥ ভকতি শাস্ত্রের পণ্ডিত তেঁহ ভাল। দরশ না পালু আমি ভকতি কাঙ্গাল॥ মালঞ্চি স্বরূপ চন্দ রায় মহামতি। ইহাঁ-দের পদে মোর বহুত প্রণতি॥ শিয়োর লাখুরি বাসি মাধ-বেন্দ্র দত্ত। প্রেম রস আস্বাদনে সদা উনমত্ত॥ কণ্টক নগরে তেঁহ দরশন দিলা। ভাই ভাই করি মোরে করুণা করিলা॥ রায়পুর সিংহ কুল বৈষ্ণব প্রধানে। প্রণতি করিয়ে সভে বিবিধ বিধানে॥ বন্দি পুর গোপাল দাস পদ মনে জাগ। কৃপাকরি লিখিলা সকল পদে রাগ॥ কলিকাতা চৈতন্য সভা ভক্তে নমস্কার। মালদহ গৌর সভা ভক্তগণ সার॥ নবদ্বীপ আদি করি জগত বৈষ্ণবে। প্রণাম করহ চিত রতি অকৈতবে॥ সকলের পদ রজ প্রসাদ দাস ধরি। গাইবে বরজ রস বলি হরি হরি॥ ২৬॥

—:*****:—

কণ্টক নগর ধাম আদি বাসি সর্ব্ব
চরণ বন্দনা।

সুহই।

কাটওয়া নগরে বর প্রভুর নিবাস। শ্রীঅদ্বৈত বংশ ধর সুধাময় ভাষ॥ দয়ার ঠাকুর পহুঁ উদার বিগ্রহ। সরল

হৃদয় পুন, চরিত ভুলহ ॥ বিষয়ি পামার আমি মোরে কৈলা দয়া। সরজ সমান প্রেম, সে মুখ মলয়া ॥ শ্রীজগদ্দুর্ল্লভ ঠক্কুর বিশারদ। যাঁহার চরণ কৃপা ভকতি সম্পদ ॥ ভাগবত ভূষণ পদে মোর নমস্কার। ভাগত শাস্ত্রে যাঁর বহু অধিকার ॥ কৈলাশচন্দ্র তর্ক পঞ্চানন সুধি। ধিবর সমান তেঁহ, ভকতি অম্বুধি ॥ শ্রীহরিশ্চন্দ্র, পণ্ডিত চূড়ামণি। ভকতি রসের তত্ত্ব তাঁর মুখে শুনি ॥ ইহাঁদের পদে মোর বহু নমস্কার। প্রসাদ দাসের আশা, বহুত বিস্তার ॥ ২৭ ॥

ধানশী।

অবদহিঁ বারে, শত চোহাত্তরি, তিসর দিবস মধু মাস। নিত্যানন্দাদ্বৈত, চরণ শুভ, বন্দন পদ পরকাশ ॥ কহইতে বার বার, ঝুরতহিঁ নয়না। রজনি গহন যব, শয়নে নেহারলুঁ, যৈছন মঙ্গল সপনা ॥ গৌর চরণ অরবিন্দ পরায়ণ, কণ্টক নগর নিবাস। প্রেম কলিত বপু, গৌরচন্দ্র বর, শিরোমণি বৈষ্ণব দাস ॥ সপনে (১) কৃপাকরি, দরশন দেয়ল, ভাবল মধুর আলাপ। পুন পরসাদ, দরশ কিয়ে পায়ব, মূরতি করুণ কলাপ ॥ ২৮ ॥

ভাবার্থ।

(১) সপনে কৃপাকরি— ১২৭৪ সনের ৩রা চৈত্র দিবসে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণ বন্দন রূপ ৬ ও ৭ সংখ্যক দুই পদ প্রকাশ পান। সেই রজনীতে শ্রীকাটওয়া ধাম বাসী পরম প্রেমার্দ্র চিত্ত বৈষ্ণবগণের দাস শ্রীগৌরচন্দ্র শিরোমণি দাদা মহাশয়কে স্বপ্নে দর্শন করি।

কেদার।

জয় জয় মাধব, ইন্দ্র নারায়ণ, চট্টরাজ গুণ সার। অনুখন ভজন, পরায়ণ মানস, যাযন রহু পুরচার॥ জয় রহু রামচন্দ্র গোস্বামি। ঠক্কুর (১) যুগল গোবিন্দ পদাম্বুজে মঝু মন রহু ঘন ধামি॥ ভকত নবদ্বীপ, চন্দ্র মনোহর, ঠক্কুর রসিক সু নাহ। পিরিতি বচন যাঁহা, ধরণি লোটায়ব, অপিরিতে রাজ না চাহ॥ শ্রীসখি চরণ দাস পণ্ডিতবর, কণ্টক নগর বিহার। ইহ সব চরণ দরশ বিরহানল, প্রসাদ দাস হৃদি জার॥ ২৯॥

—:****:—

প্রসাদ দাসের দৈন্য উক্তি।

গৌরী।

ব্রজ রস গাইতে উপজই আশ। গিরিবর শৃঙ্গ, পঙ্গু কিয়ে লঙ্ঘব, মূক কহব কিয়ে ভাষ॥ করহুঁ পসারি কি, বামন পরশব, গগণ সুধারস (২) ধামা। মোহন মৃদু মৃদু

ভাবার্থ।

(১) ঠক্কুর যুগল ইত্যাদি—শ্রীধাম কাটওয়াতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীপ্রভু রাধাকান্ত জিউর বাড়ীতে রাধাগোবিন্দ ঠক্কুর নামে দুই ভক্ত আছেন ঐ উভয়ের চরণে প্রণাম করি। উক্ত ধামবাসী শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ঠক্কুর মহাশয় অনুপম রসিক মূর্ত্তি, রস প্রীতি বচন স্থলে মানাপমান শূন্য হেতু ধরণীতে লুণ্ঠায়মান, প্রীতি শূন্য স্থলে রাজ্য লাভ ও তুচ্ছত্বে পরিগ্রহ।

(২) সুধারস ধামা—সুধা রসের ধাম অর্থাৎ চন্দ্র।

পিকহুঁ রবা মৃত শুনইতে বধিরক (১) কামা॥ কেতকি (২) কুসুমে, কমল (৩) রস পূরব, মধুকর (৪) বিহরব রঙ্গে। দাদুরি যতনে, করব অবলম্বন, মন্থর গমন মাতঙ্গে॥ সাহস হিয়ে ধরি, জগতে ফুকারত, প্রসাদ দাস অবিবেক। মিলত কৃপাবল, রসিক ভকত পদ, দুর্ল্লভ নহ পুন এক॥ ৩০॥

অথ সংকীর্ত্তন প্রারম্ভের পূর্ব্বে অধিবাসার্থ শ্রীশ্যামসুন্দর এবং শ্রীবৃষভানু কুমারির চরণ বন্দনা।

সুহই।

জয় জয় অভিনব, শ্যামর চন্দ। ভকত রসিক হৃদি, কমল মরন্দ॥ চারু চরণ রুচি, উতপল দ্বন্দ। ললিত ত্রিভঙ্গিম, তনু রস কন্দ॥ ভাঙরি মাধুরি, ফুল ধনু ছন্দ। গোপিনি অশনি, হাস মৃদু মন্দ॥ সুধুই সুধাময়, গলেবন মাল। মধুরিম নূপুর, অমিয়া রসাল॥ মুরলি মনোহর বয়নে বিলাস। পরসাদ পামর শ্যামর দাস॥ ৩১॥

—:*****:—

গৌরী।

রাধে উরজাঞ্চল (৫) আলম্বিত মোতিম মণি মা-

ভাবার্থ।

(১) বধিরক কামা— বধিরের অভিলাষ।

(২) কেতকি কুসুমে— শ্লেষ পক্ষে প্রসাদ দাস।

(৩) কমল রস— আভাসে পূর্ব্ব গীতি সম্ভূত যুগল রস।

(৪) মধুকর— আভাষে রসিক ভক্ত সমাজ।

(৫) উরজাঞ্চল ইত্যাদি— স্তন মণ্ডলের নিম্ন পর্য্যন্ত দোলায়মান হার।

লে। নাসা তিল-ফুল হেমর, আধ চন্দ্র বনি বেসর, লাবনি তনু দামিনি যনু, অধরহুঁ পরবালে॥ চলিত চমর চিকুর ছাহ, চমরি চপল, চকিত চাহ, চক্ষিত চর বিপিন মাহ, চিত (১) সঙ্কিত বালে (২)। অচলাকৃতি কুচ কাঞ্চন, কিয়ে কাঞ্চন মদনাসন, কিয়ে দাড়িম অতি গারিম কিয়ে মধুরিম তালে (৩)॥ মসি ভঞ্জন শশি গঞ্জন, খঞ্জন যুত মুখ রঞ্জন, বচনামৃত অলি গুঞ্জন, কর কমল রসালে। অবজ নাল ভুজ দামিনি, কুঞ্জর জিতি মৃদু গামিনি, উরু বর তরু রম্ভাজিনি, চরণ নয়ন জালে॥ যুগল চরিত সংকীর্ত্তন, কর-তহুঁ চিত আবর্ত্তন, মেলব সব বৈষ্ণবগণ, অব দিন অস-কালে। প্রসাদ দাস অতি পামর, গায়ব অব অধিবাসর, বিলসহ ধনি মঝু আসর, যৌগল বনি ভালে॥ ৩২॥

—:*****:—

অথ সংকীর্ত্তনস্য অধিবাস।

ধানশী।

মনেতে আনন্দ বাসি, অদ্বৈত মন্দিরে আসি, বসি-লেন সচির দুলাল। অদ্বৈত নিতাই সঙ্গে, কহে প্রভু রস রঙ্গে, মহোৎসব উৎসব রসাল॥ মহোৎসব কথা শুনি, আনন্দ হৃদয়ে মানি, হাসি বসিলেন সিতা মাতা। তাহা

ভাবার্থ।

(১) চিত শঙ্কিত— চিত শঙ্কিত চমরীর বিশেষণ।

(২) বালে— হে বালে, রাধে।

(৩) তালে— তাল ফল তুল্য।

হেরি গুণমণি, বলে সিতা ঠাকুরাণী, শুন মহোৎসবের বারতা॥ বৈষ্ণব ভকতগণে, আমন্ত্রিয়া জনে জনে, সমাদরে তুষিয়া সভারে। গায়ক বাদক জনে, নিমন্ত্রণ সনমানে, পরি তোষ নানা উপহারে॥ সহগণ আজ্ঞা ধরি, সকল বিধান করি, বৈষ্ণবেরে আমন্ত্রণ কৈলা। আনন্দ প্রসাদ দাসে, উৎসবের অভিলাষে. উভ হাতে নাচিতে লাগিলা॥ ৩৩॥

—:*****:—

কেদার।

ঘট পুরি গঙ্গাজলে, রাখিলেন থরে থরে, তাহে দি-লা আম্র নব শাখা। রম্ভাতরু আরোপিলা, ফুল মালা তাহে দিলা, সুগন্ধি চন্দন দধি মাখা॥ লবঙ্গ লতার শ্রেণী, আম্র পল্লব আনি, সাজাইলা রাখি সারি সারি। সন্ধ্যা আগমন বেলা, কত শত আলো মালা, দিন সম কিরণ পসারি॥ আগোর চন্দন চুয়া, থরে থরে পান গুয়া, যত আয়োজন অধিবাসে। হেরিয়া উৎসব বাস, বাঢ়িল মনের আশ, মহা নন্দে পরসাদ ভাসে॥ ৩৪॥

—:*****:—

অধিবাস।

এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণার্থে শ্রীপদকল্পতরু গ্রন্থের প্রথম
পল্লব হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত
ক্রমাগত তিন পদ।

মঙ্গল রাগ।

নানা দ্রব্য আয়োজন, করিকরে নিমন্ত্রণ, কৃপাকরি কর আগমন। তোমরা বৈষ্ণবগণ, মোর এই নিবেদন,

দৃষ্টি করি কর সমাপন ॥ করি এত নিবেদন, আনিল মহন্ত গণ, কীর্ত্তনের করে অধিবাস। অনেক ভাগ্যের বলে, বৈ-ষ্ণব আসিয়া মেলে, কালি হবে মহোৎসব বিলাস ॥ শ্রীকৃ-ষ্ণের লীলা গান, করিবেন আস্বাদন, পুরিবে সভার অভি-লাস। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র, সকল ভকত বৃন্দ, গুণ গায় বৃন্দাবন দাস।

—:*****:—

বড়ারি।

আগে রম্ভা আরোপণ, পূর্ণ ঘট স্থাপন, আম্র পল্লব সারি সারি। দ্বিজে বেদধ্বনি করে, নারিগণ জয় জকারে, আর সবে বলে হরি হরি ॥ দধি ঘৃত মঙ্গল, করি সভে উত রোল, করয়ে আনন্দ পরকাশ। আনিয়া বৈষ্ণবগণ, দিয়া মালা চন্দন, কীর্ত্তন মঙ্গল অধিবাস ॥ সবার আনন্দ মন, বৈষ্ণবের আগমন, কালি হবে চৈতন্য কীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম, শ্রীনিত্যানন্দ ধাম, গুণ গায় দাস বৃন্দাবন।

—:*****:—

অধিবাস:

কামোদ।

জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ। গৌরাঙ্গ আদেশ পাঞা, ঠা-কুর অদ্যৈত যাঞা, করে খোল মঙ্গেলের সাজ ॥ আনিয়া বৈষ্ণব সব, হরিবোল কলরব, মহোৎসবের করে অধি-বাস। আপনে নিতাই ধন, দেই মালা চন্দন, করে প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাস ॥ গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া, বাজে তাতা থৈয়া

হৈয়া, করতালে অদ্বৈত চপল। হরিদাস করে গান, শ্রীবাস ধরয়ে তান, নাচে গোরা কীর্ত্তন মঙ্গল॥ চৌদিকে বৈষ্ণবগণ, হরিবোল ঘনে ঘন, কালি হবে কীর্ত্তন মহোৎসব। আজি খোল মঙ্গলি, রাখিয়ে আনন্দ করি, বংশীবলে দেহ জয় রব।

—:*****:—

ভূপালি।

প্রার্থনা।

রে মন পামর, কিয়ে করু কাযে। বিষয় বিষম বিষ, পিয়সি নিলাজে॥ ক্ষণভঙ্গুর রসে আরতি ভোর। কাল রজনি গতি তামসি ঘোর॥ শ্রীগুরু (১) পদ রজ কমলক বীজে। রোপলি শুভখনে, হিয়া সর মাঝে॥ শীতবি মধুরিম প্রেম আলাপে। তাপবি কৈখনে বিরহ বিলাপে॥ শীতাতপ মিলি উয়ব বসন্ত। প্রাণহি মলয় করবি যতি মন্ত॥ বিকচব চরণ কমল মৃদু ছন্দে। মধুকর উড়বি, পিয়বি মকরন্দে॥ কবহু না তেজবি, উহ আস্বাদ। তবহি সফল ভণ, দাস পরসাদ॥ ৩৫॥

ইতি অধিবাস মঙ্গলাচরণ প্রথম মণি।

ভাবার্থ।

(১) শ্রীগুরু পদ রজ ইত্যাদি— হে মন! শুদ্ধ হৃদয়ে শ্রীগুরু চরণ রজ স্বরূপ কমল বীজ যে রোপণ করিয়াছ, ঐ বীজে, ক্ষণে ক্ষণে প্রেমালাপ রূপ শীত ক্রিয়া ও যুগল বিরহ বিলাপ রূপ উত্তাপ প্রদান কর, কেন না শীতাতপ সংযোগ হইলেই বসন্ত উদয় হইবে। তৎকালে তুমি প্রাণরূপ মলয় পবন সঞ্চালন করিবে, তাহা হইলে ঐ বীজে অঙ্কুরাদি জন্মিয়া কমল বিকাশ হইবেক, তুমি তাহার মধুপানে নিয়ত যত্নশীল থাকিবা।

পূর্ব্বরাগ।

দ্বিতীয় মণি।

—::***::—

অথ পূর্ব্বরাগ রস আরম্ভ।

—::***::—

তত্র প্রথমে।

—::***::—

শ্রীবৃষভানু কুমারির পূর্ব্বরাগ।

—::***::—

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রমা।

—::***::—

কামোদ।

কাঞ্চন বরণ, বয়ন সচি নন্দন, মলিন মলিন পর-কাশ। অবনত মাথে, অবনি অবলোকই, ঢল ঢল নয়ন বিলাস॥ সহগণ সঙ্গ, গরল অনুমানত, চিতহুঁ উচাটন ভেল। শ্রবণ যুগল পুন, কাহে চকিত রহু, না বুঝি মরমকি কেল॥ গগণ বিহারি জলদ ঘন হেরি। লুবধ নয়ন যনু, নিমিখ নিবারত, লোর ঝুরত বেরি বেরি॥ হরি হরি নাম, গুণহুঁ চরিতামৃত, পিই পিই রহত উদাস। প্রেম পরম ধন, জগতে ভসায়ল, বঞ্চিত পরসাদ দাস॥ ১॥ ৩৬॥

—::*****::—

পরস্পর (১) সখি উক্তি।

তুড়ি।

সখি হে, রাইক কিয়ে অব হেরি। মন্দির অঙ্গন, ক-রত গতাগতি, তিলে তিলে শত শত বেরি॥ বিছুরল (২) মদন; রমণ গুণ চাতুরি, অনুখন গদ (৩) গদ চাহ। নিজ (৪) জন সঞে, রস বচন তেয়াগল, নিরজনে দুখ অবগাহ॥ নিশি দিন বিরস, বয়ন বিধু মায়রি, মৌনে অবনি ঘন লেখি। পুছইতে করত, ছলহুঁ অনুবন্ধন, সখি মুখ না ধনি দেখি॥ লোচন সরজ নীর ঘন সিঞ্চই, না বুঝি কিয়ে অভিলাস। বৈষ্ণব চরণ কৃপা বলে গায়ত, পামর পরসাদ দাস॥ ২॥ ৩৭॥

ভাবার্থ।

(১) শ্রীরাধাগত প্রাণা সখিগণ, শ্রীরাধার ভাবান্তর দর্শনে উন্মনা হইয়া পরস্পর উক্তি করিতেছেন।

(২) বিছুরল মদন ইত্যাদি— ধনি কেন মদনমোহন গুণ চাতুর্য্য বিস্মৃত হইয়াছে।

(৩) গদ গদ চাহ— নয়ন কেন রমণীয় চাঞ্চল্য হীন হইয়া সকাতর দৃষ্টি বিশিষ্ট হইয়াছে।

(৪) নিজ জন সঞে ইত্যাদি— আমরা ধনীর আপন সখী তবে কেন আমাদিগের সহিত রসালাপ ত্যাগ করিয়াছে, এবং যে ধনি ক্ষণকাল আমাদের সঙ্গাভাবে বিকলা হইত, সে আজ কেন নির্জ্জনে দুঃখে অভিভূতা আছে।

আড়ানা শুহনি।

সুধ বুধ ধনি, সব খোয়। নিরজনে বসি বসি রোয়॥ সচকিত সো বর গোরি। বসনে মিটায়ই লোরি॥ নিরখই বিপিন, কদম্ব। না জানি সখি তছু, চিত অবলম্ব॥ তরসি দরশ দিন রাত। আন (১) সমাগম কুলিশ নিপাত॥ কহইতে নিকসই আন। নিশি দিন বিরস বয়ান॥ চমকই তনু পুন পৌন্। কোই ফুকারত শুন যনু মৌন্। চিন্তই কিয়ে অনিবার। পরসাদ কহই না পার॥ ৩॥ ৩৮॥

—:*****:—

সুহই।

জলদ (২) বিলোকনে, চপল পরাণ। ঢল ঢল লোচন, মলিন বয়ান॥ শিখি কুল নিরখি, বিকুলি চিত দূর। না জানি কতহুঁ, মনোরথ পূর॥ গোহন কুসুম, শয়ন পরিহারি। অঞ্চলে ধরণি, শুতই বর নারি॥ নিশসই সঘনে, সকল নিশি ভোর। আদরে নীল, বসন ধরি কোর॥ অনিমিখে ঘন ঘন কানন হেরি। বিলসই কতহুঁ, পুলক বেরি বেরি॥ খনে মন্দিরে খনে, থারই পন্থ। ঐছনে করু ধনি, নিতি নিশি অন্ত॥ কো জানে কৈছন, লালস জাগ। না জান, পরসাদ মরমকি রাগ॥ ৪॥ ৩৯॥

ভাবার্থ।

(১) আন সমাগম ইত্যাদি— চিন্তা করণ সময়ে অপরের সমাগম বজ্রপাত সম কেন অনুভব করে।

(২) জলদ, ময়ূর কণ্ঠ ও নীল বসনে কেন ধনীর উৎসুক্য দেখা যায়।

পাঠ মঞ্জরি।

কাতর অনুখন বচন শুনাগরি, কাতর ধনি দিঠি যোরি। কাতর বয়ন হৃদয় বর কাতর, কাতর অসিত (১) চকোরি॥ কো মণি রতনে লুবধি মন কাতর, কাতরে বিরল বিহার। সুহৃতক বচন বজর সম লাগই, ধিরজ চপল ব্যবহার॥ ঝামর বয়ন নিরখি অনিবারি। জলদ (২) গদিত যনু, শরদ সুচন্দ্রিম বিহরত কিরণ উতারি॥ বেদন অনুদিন, না জান গুরুজন, শেষ ঘটব পরমাদ। সমুচিত (৩) ইহ, সমবাদ রটায়বি, কহতহিঁ দাস পরসাদ॥ ৫॥ ৪০॥

—:******:—

তথা রাগ।

অনুখন চঞ্চল, রমণী পরাণ। মন্দিরে বিহরই, বাঘিনি ননদিনি, অন্তরে না ডর মান॥ নিরমল (৪) তণ্ডুলে, মুসল বিঘাতই, ননদিনি বিষধর নারি। নিরখিতে অভিনব

ভাবার্থ।

(১) অসিত চকোরি— কৃষ্ণপক্ষীয় চকোরীর তুল্য আকুলা।

(২) জলদ গদিত ইত্যাদি— মেঘাবৃত শরচ্চন্দ্র যেমন কিরণ হীন হইয়া বিহার করে তদ্যায় ধনীর বদন বিহার।

(৩) সমুচিত ইহ ইত্যাদি— ধনীর ব্যাধি সংবাদ শীঘ্র রটনা করা উচিত বলিয়া সখিগণকে তাহা ব্যক্ত করিতে প্রসাদ দাস এই অভিপ্রায়ে অনুরোধ করিতেছে যে ব্যাধির কথা রটনা হইলে প্রেমময়ী ধনী মনোগত কথা অর্থাৎ প্রেম বেদনই সখি নিকটে প্রকাশ করা সম্ভব।

(৪) নিরমল তণ্ডুলে ইত্যাদি— ছাঁটা চাউলে তিন পাড়;

নৌতুন বেদন, কিয়ে কহু সময় (১) বিচারি॥ সরম ভরম কুল, গরিম নিভায়ল, ধরম করম বিছুরাই। শত উপদেশ, শেষ কলি সহচরি, লেশ সঙর ধনি নাই॥ শুনি সহচরিগণ, চরণ নবাম্বুজে, কহতহিঁ দাস প্রসাদ। যৈছে (২) বিনোদ, ব্যাধি অব মেলল, না মানি কুল পরিবাদ॥ ৬॥ ৪১॥

—:*****:—

মল্লার

গোকুল নিবসতি, সুধি মতি নারি। লখহ সমাগমি, বুঝই না পারি॥ নাহি বনায়ত, কুসুমিত বেশ। অযতন অঙ্গে, আবন্ধন কেশ॥ দিনে দিনে রাইক, মলিনহুঁ অঙ্গ। অবিরত বরিখত নয়ন কুরঙ্গ। মন্ত্র মহৌষধি, নহ উপকার। ঐছন যতন, গরল অপচার॥ প্রাতর অরুণ, অধর রস শূন। যতহু পিয়ায়ব, রসন হি দূন॥ অনুখন বেদন, মরমে নিবার। পুছইতে না করু, বচন ফুকার॥ কো জানে পায়ল, কৈছন দেবা। কৈছন তাকর মন্ত্র হি সেবা॥ পরসাদ ভাগয়ে, সহচরি মালা। কালীয় মন্ত্র, ঘুচায়ব জালা॥ ৭॥ ৪২॥

ভাবার্থ।

(১) সময় বিচারি— তরুণী অবস্থা দর্শনে।

(২) যৈছে বিনোদ ইত্যাদি— দাস কহিতেছে যে ধনীর কুল পরিবাদাদি কি আর থাকে? কেন না প্রেমময়ী ধনীর প্রেমাস্পদ পদার্থ ভিন্ন ইতর বিষয়ে চিত্তের সাপেক্ষতা ঘটিলে প্রেমের ব্যভিচার হয়।

যথা রাগ।

শুন শুন সবহুঁ রমণি (১) পরবীণ। উরে কর ধরি ধনি, অবনি লোটায়ত, বেদন নব.হি নবীন॥ অনলে কনক যনু, জলত সুধা তনু, নব রস কুপিত বিহার। না জানি কিয়ে জরে, দুখিত বিনোদিনি, লখি তুহুঁ করহ বিচার॥ রমণি নবাগত, মুচকি বিহাসত, নিরখত রাই বয়ান। তর-শশি কাহেক, সখিনি কলাবতি দেবক দিঠি অনুমান॥ কহ কহ তুহুঁ সব, কোন্ যতন অব, আছত ধনি অনুকূলে। প্রসাদ (২) দাস ভণ, ঔখধি দেখলুঁ, বিপিন কদম্বকি মূলে॥ ৮॥ ৪৩॥

—:*****:—

মুখরা অর্থাৎ শ্রীবড়াই জিউর সমাগম এবং উক্তি।

মল্লার।

রসিকিনি মুখরা, শুনই ধনি বাত। হসি হসি আ-য়লি, ঢুলি ঢুলি মাথ॥ ভেটিতে রাইক গদ গদ ভেল।

ভাবার্থ।

(১) রমণী পরবীণ— সখিরা ব্যাধি দর্শনার্থ প্রবীণা রমণী দিগকে আহ্বান করিতেছেন।

(২) প্রসাদ দাস ইত্যাদি— নব রস জ্বরে পাক যোগ্য কা-থ্য ঔষধি বৃক্ষ মূলাদিতে উৎপন্ন হয়, পক্ষান্তরে প্রসাদ দাস কহি-তেছে যে নব প্রেমরসের পরিপাক যোগ্য ঔষধি কদম্ব মূল বিহারী শ্রীশ্যামসুন্দর।

মঙ্গল (১) আরতি চিতে করু কেল॥ ভুবন আনন্দক অঙ্কুর হেরি। হৃদয় পুলক উছলই বেরি বেরি॥ নাতিনি তরুণি, ব্যাধি অব জান। মুগধিনি যায়লি যমুনা সিনান॥ এক দেব তথি, তিরি কুল নাশা। তরু তলে অনুখন, করত নিবাসা॥ যাইতে রমণি নয়ন করযায়। নিরখিতে হৃদয় পুতলি তহিঁ পায়॥ না মিলি বড়ি বুকি রমণিক থেহ। ত-রুণিক তনু যনু মিঠি অবলেহ॥ তাকর অঙ্গ পবন পরমাদ। সোই পবনে রহু অথির প্রসাদ॥ ৯॥ ৪৪॥

ধানশী।

কুটিল (২) নয়নে, হেরিয়ে বয়নে, বিন্ধিয়া করয়ে সারা। হৃদয়ে পশিয়া,পাঁজরা পিশিয়া করয়ে পাগলি পারা॥ কাঁল গোঁওইয়া, প্রবীণ হইলুঁ,তবু না বাহিরে যাই। ঘরের বাহি-রে, যাইতে দুয়ারে, চারিদিশি ফিরি চাই॥ পাকা কি কাঁচা, চিকুর গোছা কিছু না ডাকুওয়া ছাড়। কে জানে নাতিনি,

---

ভাবার্থ।

(১) মঙ্গল আরতি ইত্যাদি— শ্রীবড়াই জিউ সমাগতা হইয়া শ্রীরাধার মুখাবলোকন পূর্ব্বক বুঝিতে পারিলেন যে, ধনীর হৃদয়ে ত্রিভুবনের আনন্দ ও কল্যাণ প্রদ শ্যাম প্রেমের উদয় হইয়াছে, তা-হাতে নিজ চিত্তে শ্রীব্রজ রস এবং শ্রীনদীয়ার রস একদা স্ফূর্ত্তি পাইয়া উচ্ছলিতানন্দে গদ গদ ভাবাপন্না।

(২) কুটিল নয়নে ইত্যাদি— শ্রীশ্যামসুন্দরের রসময় মূ-র্ত্তির শক্তি নির্ব্বাচন।

দেখিলে অমনি, মন গজ মাতয়ার ॥ সে মুখে আঁখি কি দেয়। দেখিনা দেখিতে, নিমিখে অমনি, পরাণ কাড়িয়া নেয় ॥ প্রসাদ অধমা, কহে গো বড়ি মা, তোমার (১) নাতিনি ওঝা। না জানি দেবতা, পেয়েছে ওঝারে, এইবার বুঝা সোঝা ॥ ১০ ॥ ৪৫ ॥

—:*****:—

শ্রীরাধার প্রতি সখি উক্তি।

পঠ মঞ্জরী :

অসিত হিমাংশু, মলিন মুখ মণ্ডল, বিগলিত কুন্তল ভার। বাহির মন্দির, করসি গতাগতি, অভিনব জলদ নেহার ॥ ঘন ঘন লোচন, কাননে লেয়সি, কিয়ে রস করতহিঁ পানি। নিশসি বিলাপসি, নিঁদ না আয়সি, অনিমিখে নিশি অবসান ॥ না কহু নিজ জনে, নিজ অভিলাস। অবনত বয়ন অবনি অবলোকসি না বুঝি মরম বিলাস ॥ বিধুমুখি অবিরত, বেদন তুয়া চিত, দগধই সজনি পরাণ। প্রসাদ দাস ভণ, কহ সখি গোচরে, আরতি তব শুভ জান ॥ ১১ ॥ ৪৬ ॥

ভাবার্থ।

(১) তোমার নাতিনী ইত্যাদি— শ্রীবড়াই জিউ ঠাকুরাণী দিদি ও শ্রীরাধা নাতিনি এই সম্পর্ক। প্রসাদ দাস কহিতেছে, হে বড়ি মা বড়াই জিউ! যে দেবতা ধনীকে পাইয়াছেন সেই দেবতার ওঝা এই ধনী, সেই দেবতা অন্যা রমণীগণকে পাইয়া ব্যাকুলা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন; কিন্তু এবার অনেক কান্নাই কান্দিতে হইবেক;

মল্লার।

করসি গতাগতি, নিরঅবলম্ব। নিশসি নেহারসি, বিপিন কদম্ব ॥ হেরিতে চমকি, মিটায়সি লোর। এক ছলে পুলকিত, ভিন্ন ছলে ভোর ॥ বৈঠিতে শুত ধনি, শুতইতে বৈঠি। যায়সি বাহিরে, পুন ঘরে পৈঠি ॥ রোয়সি অনুখন সখিগণে লাজ। পুন পুন গোপসি, মরম কি কাজ ॥ মো (১) সব সঙ্গিনি, কিয়ে ধনি নাহিয়ে। আরতি মরমক, না কিয়ে বুঝিয়ে ॥ যতনে হি বারসি মরম তরঙ্গ। বেদন কহ তুয়া তনু তনু রঙ্গ। তৈখণে কহু রস, রঙ্গিনি ভায। শ্রবণ পাতি রহু পরসাদ দাস ॥ ১২ ॥ ৪৭ ॥

—:*****:—

শ্রীরাধা উক্তি।

তথা রাগ।

আলি (২) রি তুহুঁ সব, মরমি (৩) হামার। সঙ্-রিতে বেদন বচন বেয়াকুল, কহইতে না কছু পার ॥ বেদন মঝু হৃদি, মঝু তনু জারত, না করু সখি উদ্দেশ। আপ-ন (৪) যতনে, অনল তুহুঁ পৈঠবি, বেদন পুন হি বি-

---

ভাবার্থ।

(১) মোসব ইত্যাদি— সখিগণ কহিতেছেন যে, হে ধনি! আমরা কি তোমার নিয়ত সঙ্গিনী নই. তোমার প্রসাদাৎ আমাদের কি প্রেম রসাঙ্কুর বুঝিবার শক্তি নাই।

(২) আলি রি— হে সখি।

(৩) মরমি— তোমরা আমার জীবন স্থান বিহারিণী।

(৪) আপন যতনে ইত্যাদি— হে সখি আমার বেদন অনু-

শেষ ॥ কাতরে (১) ঝুরি ঝুরি, বোলত সহচরি, নিরখি শরদ বিধু মুখ রে। দুখে বুক দুখব, পুলকে পুলকায়ব, অনুপম মঝু ইহ সুখ রে ॥ গগণ শলিল থলে, মনুজ সুরাসুরে, তুয়া সম সখিগণে নাই। প্রসাদ দাস ভণ, কহিলে মিটব দুখ, কহ কহ সুবদনি রাই ॥ ১৩ ॥ ৪৮ ॥

—:******:—

সখি উক্তি।

কামোদ।

বেদন বিধু মুখি, দহ হৃদি মন্দির, পুন পুন করিয়ে পুছারি। বিকশ মনোরথ, যতন বিধানব, বেদন দেয়ব বারি ॥ সুন্দরি কহবি মরম অনুরাগ। না করু সংশয়; নিমিখে মিলায়ব, অম্বর (২) কুসুম পরাগ ॥ অনলে সম্ভায়ব, ক্ষিতি অধ পৈঠব, কুতহলে নিমজব সিন্ধু। বন চর হরি (৩) মুখ, রসন মিলায়ব, না সমুঝব দুখ বিন্দু ॥ সখিগণ পিরিতি,

---

ভাবার্থ।

সন্ধানের ফল, তোমাদিগের সম্বন্ধে, নিজ যত্নে অনল প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে প্রবেশ করার তুল্য হইবে সুতরাং তাহাতে আমার বিশেষ বেদন সম্ভাবনায় ব্যক্ত করিতেছি না।

(১) কাতরে ঝুরি ঝুরি ইত্যাদি— সখিরা কহিতেছেন হে ধনি বেদনে বেদন, পুলকে পুলক অনুভবই মর্ম্মী জনের সাফল্য।

(২) অম্বর কুসুম পরাগ— আকাশ কুসুমের রেণু, শ্লেষ পক্ষে, কুসুম রেণু প্রায়শঃ পীতবর্ণ বিধায় পীতাম্বর বুঝিতে হইবেক।

(৩) হরি মুখ রসন— সিংহ মুখস্থিত রসনা। শ্লেষ পক্ষে, শ্রীশ্যামসুন্দরের রসনামৃত।

বচন শুনি আকুল, কহতহিঁ (১) পরসাদ দাস। ঐছন মরমহুঁ, না যব মেলই, মিছুই রসহুঁ অভিলাস ॥ ১৪ ॥ ৪৯ ॥

—:*****:—

তথা রাগ।

না সহু সুন্দরি, বিরস বয়ান। কহইতে তুরিতি, যতনে দুখ বারব, না জান ইথে পুন আন ॥ জলদ (২) ঘটা ধনি, ধরণি ঘটায়ব, দামিনি (৩) চমকব তায়। আদরে (৪) ফণি মণি নিজ শির ভূষণ, দেয়ব পুন পুন পায় ॥ শ্যামর (৫) বরণ, গৌর করি লেয়ব, সো যনি মন অভিলাস। কোন্ হি কারণে, হৃদয় দুখায়সি, গোপসি মরম বিলাস ॥ সহচরি হৃদয় বচন শুনি নাগরি, মরম (৬) হিঁ করত বিথারি। পরসাদ দাসক, চিতে বহু সংশয়, কিয়ে কহু অভিনব নারি ॥ ১৫ ॥ ৫০ ॥

ভাবার্থ।

(১) কহতহিঁ পরসাদ দাস— হে মনঃ দেখ দেখ সখিগণের প্রেম দেখ, ধনীর প্রেমে সখিরা আত্ম জীবনেও মমতা শূন্যা হইতেছেন। এরূপ প্রেম না ঘটিলেও কি প্রেমরসের আশা করিতে হয়।

(২) জলদ ঘটা— সখীপক্ষে মেঘ ঘটা, পক্ষান্তরে শ্যামসুন্দর।

(৩) দামিনী চমকব— সখীপক্ষে সৌদামিনী ছটা, পক্ষান্তরে শ্যাম অঙ্গে শ্রীরাধার তনু মিলন।

(৪) আদরে ফণি মণি— সখীপক্ষে সর্পের ফণাস্থ মণি, পক্ষান্তরে প্রেমময়ীর দংশকের মণি অর্থাৎ শ্যামসুন্দরের চূড়াস্থিত মণি।

(৫) শ্যামর বরণ— সখীপক্ষে কালবর্ণকে শুক্লবর্ণ করা, পক্ষান্তরে শ্যামসুন্দরকে শ্রীরাধা হইতে ভেদ শূন্য করা।

(৬) মরমহি করত বিথারি ইত্যাদি— সখী বাক্যে ধনী মর্ম্ম

শ্রীরাধা উক্তি।

ভাটিয়ারি।

কোন হি শবদ, কদম্ব বিপিন সঞে, আয়ই শ্রবণ দুয়ার। মঝু চিতে পৈঠি, দেই বহু বেদন, আকুল করু অনিবার॥ নীর নহত সখি, তৈছে বেয়াপল, শীত হিঁ কম্পিত অঙ্গ। নহত অনল তহুঁ. তনু অনুতাপই, কো কহু দুখ পরসঙ্গ॥ ধৈরজ চঞ্চল, মরম বেয়াকুল, বাউরি সম অব ভেল। তনু মন সবহুঁ, রভস রস চাতুরি, সহচরি সো হরি নেল॥ অস্ত্র নহত তহুঁ, হৃদি পশি যায়ল, খরতর তছু নিরঘাত। প্রসাদ দাস ভণ, সখিগণ (১) চমকিত, শুনইতে ঐছন বাত॥ ১৬॥ ৫১॥

—:*****:—

সিন্দুরা।

নিরবধি সাধত, বাদ শবদ সখি, ঐছন মঝু অনুমান।
আকুল চিত মঝু, ললিত শবদ পুন, হৃদি মাহা করত পয়ান॥

ভাবার্থ।

কথা কহিতে উদ্যতা দর্শনে প্রসাদ দাস সংশয়াকুল চিত্ত হইল কেন না প্রেমময়ীর প্রেমেতর উক্তি অসম্ভব হইলেও যদি দাসের দুরদৃষ্ট যোগে প্রেম ভিন্ন নিজ বেদনের অন্য হেতু বলেন তবে প্রেম শ্রবণাভিলাষী দাসের কি গতি হইবে।

(১) সখিগণ চমকিত— সামান্য কোন ললিত শব্দে ধনীর চিত্তাকর্ষণ অসম্ভব বিধায় প্রেমগুণময় ধ্বনি ধনীর চিন্তাকুলের হেতু হওয়া বিবেচনায় সখিরা চমকিতা হইতেছেন।

আলি রি উদুখলে কুটত কলেবর, দেয়ত (১) উলটি উপেজ। ঘাতন বেদন, জানত মঝু মন, জীবন সমঝিয়ে হেয॥ কি কহুঁ অবহুঁ সখি, বেদন তোয়। জলধি (২) অনল সম, জলত হিঁ অবিষম, দগধি ভষম করু মোয়॥ ঐছন শবদ, শুনত সব নায়রি, বেদন না কভু জাগ। ভণ পরসাদ, শবদ চালি পৈঠত, যাঁহা প্রেমক (৩) লাগ॥ ১৭॥ ৫২॥

—:*****:—

সুহই।

কিয়ে অদভূত, শবদ সখি আয়। পৈঠ অমিয়া (৪) সম, গরল হিয়ায়॥ অমিয়া নিশাপতি, গরল ভুজঙ্গ। কত পুলকব, কত জারব অঙ্গ॥ ললিত মনোহর, মধুরিম রাব।

ভাবার্থ।

(১) দেয়ত উলটি উপেজ— ঐ শব্দের উপেজ অর্থাৎ রাগ রাগিণী কর্ষণ, যেন এপাশ ওপাশে আঘাত জন্য উদখলে আমার অঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছে।

(২) জলধি অনল সম ইত্যাদি— সম দহনশীল বাড়বানল তুল্য।

(৩) প্রেমক লাগ— প্রায় পদার্থই স্বজাত্যনুসন্ধায়ী সুতরাং প্রেমময় ধ্বনি প্রেমস্থলী ধনীতেই প্রবেশ করিতেছে।

(৪) অমিয়া ইত্যাদি— সেই শব্দ শ্রবণে অমৃত কিন্তু হিয়ায় প্রবেশিলে গরলবৎ। ফলতঃ হে সখি ঐ ধ্বনিতে যত মাধুর্য্য আছে তাহা চন্দ্র সুধাতে নাই। এবং ঐ ধ্বনি হিয়ায় প্রবেশিয়া যেরূপ জীর্ণ করে তাহার লব মাত্রও ভুজঙ্গম গরলে সম্ভবে না।

শুনইতে আকুল, মঝু মন ধাব ॥ শ্রবণে নিবারিতে না মন মান। তিলহুঁ বিরামিতে, অথির পরাণ ॥ শ্রবণ পাতি সখি, কয়লুঁ অকাজ। না রহু অব মঝু, কুল ভয় লাজ ॥ কাননে যব উহ, শবদ আলাপি। অথির পরাণ, কলেবর কাঁপি ॥ পুলকিত ললিতা, কহত হিঁ রোয়। না জান মুরলি কি রব, উহ হোয় ॥ অলপ কয়েক তঁহিঁ, রহ ধনি ছেদ। ভিনু ভিনু বিবরে হি, রস গুণ ভেদ ॥ ধৈরজ অবলম্বনে, রহু থোর। যতনে সিধায়ব, আশ হি তোর ॥ শুনইতে ভাণই, দাস প্রসাদ। এ সখি মুরলি কয়ল পরমাদ ॥১৮॥৫৩॥

—:*****:—

ধানশী।

কহ কহ শুনি, তুয়া মুখে শুনি, মুরলি (১) নামের মালা। মধুর বয়নে, শুনিলে এ সখি, ঘুচব হামারি জালা ॥ কেবা আলাপয়ে, ললিত মুরলি, দেব কি কিন্নর সেহ। কিবা অপরাধে, বিঁধয়ে পরাণ, আকুল হামারি দেহ ॥ অলপ (২) বিবর, কহসি এ সখি, অপরূপ তুয়া বাক্। শবদ পরশে, হামারি হৃদয়ে, বিবর হি লাখে লাখ্ ॥ সখি,

ভাবার্থ।

(১) মুরলি নামের মালা—কি কহিলে সখি! মুরলি!! নামটী বড় মধুর, পুনঃ পুনঃ বল।

(২) অলপ বিবর ইত্যাদি— সেই মুরলীতে যে অল্প কয়েকটী ছিদ্র থাকা কহিলা তাহা বিশ্বাস্য নহে যেহেতু উহার ধ্বনি, আমার হৃদয়ে লক্ষ লক্ষ ছিদ্র করিতেছে।

হামে (১) পুন হাম নহিয়ে। রহ কি যায়ব এ পাঁচ পরাণ, সংশয় নাহি ছুটিয়ে॥ মিনতি করিয়ে, কহ কহ সখি, কেবা সে করয়ে নাদ। প্রসাদ ভণয়ে, শুনিলে এ ধনি. দ্বিগুণ বাঢ়ব সাধ॥ ১৯॥ ৫৪॥

—:※※※※※:—

সুহই।

কানুক গুণ সখি, গুণি জন গায়। দূতি কহত গুণ, চিতহুঁ মাতায়॥ সখি মুখে শুনইতে, অবশই অঙ্গ। অনুখন মঝু চিতে, অমিয়া তরঙ্গ॥ না বুঝি এ সখি, এহ কি ভেল। কুলবতি রমণি, ধিরজ হরি নেল॥ শুনইতে শুনলুঁ, কতহুঁ চিত সাধে। বূড়লুঁ অব সখি, উদধি অগাধে॥ উন্নত লহরি, বহই দিন রাতি। ডোলত মঝু মন, বিবশই মাতি॥ ঐছন শুনি তহিঁ পরসাদ ভাণ। সখিগণ বারিধি, তরণি সমান॥ ২০॥ ৫৫॥

—::※※※::—

তথা রাগ।

ভাট বয়নে শুনি, কৃষ্ণ হি নাম। পৈঠল শ্রবণে, অমিয়া অনুপাম॥ কত কত পুলকে, ভাট গুণ গায়। অলখিতে মনসিজ, পশিল হিয়ায়॥ নহ হিমকর, নহ সরসিজ ছন্দ। নিশি দিন বরিখ, সুধা মকরন্দ॥ মঝু চিত করত, গুণামৃত পাণ। মাতল অলি অব, রোখ না মান॥ কৃষ্ণ নাম

ভাবার্থ।

(১) হামে পুন হাম নহিয়ে—আমাতে আমি নই।

শুনি মোহিত প্রাণ। রসময় নাম হি, রসক আধান॥ যপ-ইতে আরতি, চিতে রহু ভোর। নামি রহত সখি, কৈছে কিশোর॥ শুনি পরসাদ, দাস তাঁহু ভাণ। রূপ নাম গুণ, এক সমান॥।২১।৫৬।

—:*****:—

চিত্রপট লিখিবার জন্য বিসাখা
সখির গমন।

মায়ুর।

চললহুঁ সজনি, তুরিত অবলম্বন, কানন কয়লি প-য়ান। নিভৃতে সজনি বর নিজ তনু ছাপলি, বারলি দরশন আন॥ নিরিখলি নটবর, বয়ন বেয়াকুল, মদন বিশিখ যনু লাগ। উদয়ব হিমকর, পিয়ব সুধা যনু, লুবধ চকোরক রাগ॥ বরজ মে কো পুন, রসবতি নারি। কামিনি রমণ, মদন মন রঞ্জন, বিনু মঝু রাজ কুমারি॥ লেখিতে পট পরি, পুন পুন কানুক, মুরতি করত নেহার। প্রসাদ দাস ভণ, মরমি মধুর রস, অনুভবে * শত বলিহার।২২।৫৭।

—:*****:—

তথা রাগ।

সোবর সজনি, নিরখি তঁহি আকুল, মাধব অনুপম

ভাবার্থ।

* অনুভবে শত বলিহার— ধনিতে শ্যামসুন্দরের উদ্দীপ্ত অনু-রাগ সখী না জানিয়াও যে প্রকৃত ঘটনা অনুমান করিয়াছেন তাহাতে দাস সখী অনুভবে ধন্যবাদ করিতেছে।

রূপ। এক (১) নিমজ জনে, মোচন লাগিয়ে, আপ ডুবল * সখি কূপ ॥ ভরম × ভরে সখি, লিখই না পারই, নয়ন বরিখি দিঠি ঝাঁপি। সিহরিতে পুলক লহরি-কুল জাগল, পাণি পুলকে পুন কাঁপি ॥ সুযতনে লেখল, নটবর ভঙ্গ। মুখ লখি মানত, চাঁদহু লেখলু, ভাঙরি ভরমে ভুজঙ্গ ॥ লিখইতে নয়ন, কমল দল-লেখলু, তিলফুল লেখলু নাশা ॥ ভণ পরসাদ, নয়ন যুগ সো সখি, কয়লহু রূপে নিবাসা। ২৩। ৫৮।

—:*****:—

বড়ারি।

সো পট ধরি সখি আয়লি ধাই। উপনিত হোয়লি গোচরে রাই ॥ নিরখিতে মূরতি, রস গুণ ধামা। তৈখনে মুরছিত, ধণি বর রামা ॥ লোচনে অবিরত, বিগলিত লোর। কোরে আগোরই, সখিগণ ভোর ॥ চেতনে রসবতি, ঢল ঢল চায়। বয়নে (২) বিসাখা নয়ন ঘন ধায় ॥ সখি-গণ কহত, বচন আশওয়াস। ধৈরজে সফল, সকল অভি-

---

ভাবার্থ।

(১) এক নিমজ জনে— শ্রীরাধাকে।

* ডুবল সখি কূপ— শ্যামসুন্দরের রূপ রস কূপে নিমগ্ন।

× ভরম ভরে— শ্যাম রূপের অনুপলে নব নবায়মানত্ব হেতু চিত্র করিবার জন্য রূপাবধারণে সখীর ভ্রম হইতেছে।

(২) বয়নে বিসাখা ইত্যাদি— চিত্রপট প্রদর্শিকা বিসাখার প্রতি কৃতজ্ঞভাব সহিত সাদরে নিরীক্ষণ।

লাস ॥ পিরিতি বিলাপসি, বচন হিঁ লাজ। গুরু জন্ জানব, কহব অকাজ ॥ হেরিতে ননদিনি, ইহ রস সাজ। ঘোষব অপযশ, বরজক মাঝ ॥ প্রসাদ দাস ভণ, সখি মুখ চাই। ঘোষব * রতনে, শিঙ্গাবর রাই। ২৪। ৫৯।

—:*****:—

শ্রীরাধার উক্তি।

ধানশী।

অপরূপ কৃষ্ণ, নাম বর নায়ক, কাণ কুহর পশি গেল। মঝু মন সরস সুধা মদে মাতল, থির মতি অপহরি নেল ॥ দোসর নায়ক, মুরলি আলাপয়ে, মধুর মধুর করি রাব। ধৈরজ অচপল, উপল রেহ সম অনুখন উনমত ধাব ॥ ইহ বণ মুরতি, জ্যোতি সুশীতল, হেরিতে মঝু মনে লাগি। কামিনি কুলবতি, তিন পুরুষে রতি, মরণ মানি বহু ভাগি ॥ যাহুক নাম, মুরলি বর তাহুক, অছুক রূপ ধনি রাই। সো নব নায়ক, ব্রজপতি নন্দন, প্রসাদ দাস তহিঁ গাই।২৫।৬০।

ভাবার্থ।

* ঘোষব রতনে ইত্যাদি— প্রীতি অপবাদটী প্রেমাস্পদ পদার্থের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া ব্যক্ত হয় সুতরাং ঐ অপবাদ ধনীর নিবিড় প্রেমের মনোহর রত্ন ভূষণ তুল্য হইবে।

৬০ কৃষ্ণ নাম বংশীধ্বনি, ও চিত্রপটে ধনীর অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে কিন্তু ঐ তিন পদার্থ তিন নায়কের থাকা বিবেচনায় ধনী তিন পুরুষে আত্ম রতি হওয়া অবধারণ করিয়া মরণ শ্লাঘা জ্ঞান করিতেছেন। প্রসাদ দাস তিন পদার্থই এক নায়কের থাকা কহিয়া ঐ নায়কের পরিচয় দিতেছে।

চিত্রপটে মিলন।

মল্লার।

আরতি আগতি, নাগরি অঙ্গে। কৌতুক আবলি, মূরতি সঙ্গে ॥ নীরদ নিন্দি, কলেবর কাঁতি। কাম কলা নিধি আনন ভাঁতি ॥ হেরত লোচন, লোচন কেল। নৌতুন কাম, রসাগম ভেল ॥ কোরু বিলম্বিত, মূরতি অঙ্গ। লাজ তি-লেহি, তিলে রস রঙ্গ ॥ আলি বিহারই মন্দির মাঝে। মোরল আনন, সুন্দরি লাজে ॥ এ পরসাদ সমাকুল ভোর। কো দিন মেলব, কানুক কোর। ২৬। ৬১।

—:*****:—

স্বপ্ন দর্শনে যথা।

তথা রাগ।

শায়ন সজল, জলদ ঘন ঘোষত, গর গর নাদ গভীর। যামিনি গভরে, তিমির পরিপূরল বরিখত ঝর ঝর নীর ॥ শিখি কুল কবহুঁ, কেয় রব গাওত, ঝিঁজা ঝিনিকি ঝন রা-ব। নীরদ নীর, পরশ মত দাদুরি, কূদত পুন উছলাব ॥ গোপল তারক অম্বর কোর। শীতল সুখকর, সময় বিহা-

---

ভাবার্থ।

৬১ শ্রীরাধা নিজে শ্রীশ্যামসুন্দরকে সাক্ষাৎ অবলোকন না করিয়া কেবল দাসের দত্ত পরিচয়ে প্রত্যয় করিয়া চিত্রপটে মিলন করাতে যে রসাভাষ উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা তাহা নিরাশ নিমিত্ত দাস্য রসের কিঞ্চিৎ মর্য্যাদা প্রকাশ করা যাইতেছে। দাস্য রসের বিশেষ একটী গুণ বিশ্বস্ততা, সুতরাং দাসের বচনে সংশয়াভাব, বরং প্রত্যক্ষে কথঞ্চিৎ ব্যভিচারের আশঙ্কা ঘটিতে পারে।

রত, পুরজনে নিন্দক ঘোর॥ ক্ষিতিরুহ পত্র, পরশি ঝরু শীকর, জাগত নয়ন চকোরা। পরসাদ দাসক, চিত কব জাগব, করব যুগল পদ সেবা। ২৭। ৬২।

—::***::—

তথা রাগ।

তরু উপবেশন, বিরম বিহগ গণ, পুলকিত ঝিলি ঝিলি ঘোর। মুনিগণ যোগ, করত অবলম্বন, বরিখি সঘনে দিঠি লোর॥ নীরদ অম্বু, পরশি তরু পল্লব, অচপল করু বিশ্রাম। পশুগণ ললিত, পত্র পর ফেরত, মচমচি রব অনুপাম॥ চমকত ঈষত, বিজুরিক রেহা। জাগত নব নব বিপিনস্থ রঞ্জন গিরি তরু ঘন দল মেহা॥ ঐছন সময়, নিন্দে তনু ভোরল, শুতি রহুঁ রতন পালঙ্ক। সপন চরিত, পরসাদ দাস শুন, পুন কিয়ে কলুষ আতঙ্ক। ২৮। ৬৩।

—:*****:-

ধানশী।

অভিনব সজল, জলদ তনু মোহন, সপনে নেহারলু আলি,। পঙ্কিত ঘন চন্দন তিলকাবৃত, পীত বসন বনমালি॥ নিন্দ সময়, বিগলিত বসনাঞ্চল, নিরখি নিরখি লহু হাস। ঘন ঘন উলটি, নয়ন বর পঙ্কজ, অধরে মধুর পরিহাস॥ মঝু তনু পরশে মনোরথ ভেল। নীল * বসন গুণ, যশ পরকাশল, হৃদয় বসনে কর দেল॥ নিজ গল কুসুম

ভাবার্থ।

* নীল বসন গুণ ইত্যাদি — অকস্মাৎ অঙ্গস্পর্শে রস গৌরবের

মাল মুঝে দেয়ল, লাজে মুদলুঁ যুগ চাহ। ভণ পরসাদ, সপন চরিতামৃত, ভকত করুণ অবগাহ। ২৯। ৬৪।

সুহই।

বোলল মধুর, বচন কিয়ে ছন্দ। পূরল শ্রবণে সুধা রস চন্দ॥ নিজ× তনু মূল, প্রেম ধন বোলে। দেহ দেহ ধন গোই নিচোলে॥ কিনহ কিনহ কহি যাচল অঙ্গ। হসইতে জাগল, অমিয়া তরঙ্গ॥ চুম্ব আলিঙ্গন, কতিবিধ রঙ্গ। চমকি উজাগিতে, সব রস ভঙ্গ॥ জলধর রূপ, হৃদয়ে রহু মোর। কুল ভয় নেয়ল, রাতিক চোর॥ অভিনব হেরিতে উপজল লাজ। দিঠি ভরি না লখি, কয়লুঁ অকাজ॥ পরসাদ দাস, ভণয়ে রস ভাল্। সপন সুখাকর, জাগর কাল্। ৩০। ৬৫।

—:*****:—

বড়ারি।

তোমারে কহিয়ে সখি, সপনক রীত। লোকে পাছে

ভাবার্থ।

লম্পট যুবক আমার পরিধেয় নীল বসনের প্রশংসা করিয়া বসন স্পর্শের ছলে অঙ্গস্পর্শ করিল।

চিত্রপটে নায়ক মূর্ত্তি দর্শনে স্বপ্ন সম্ভাবনা হইল যথা বেদান্তসারে " জাগ্রতাবস্থায়াং যদ্দৃষ্টং যৎশ্রুতং তজ্জনিত বাসনয়া নিদ্রা সময়ে যঃপ্রপঞ্চঃ প্রতীয়তে সাস্বপ্নাবস্থা। "

× নিজ তনু মূল ইত্যাদি— এ তনুর মূল্য কেবল প্রেম সম্পদ, তাহা তোমার বসনে গুপ্ত আছে তদ্দ্বারা এ অঙ্গ ক্রয় কর এরূপ কহিতে লাগিল।

জানে মোর, সেহ পুন ভীত ॥ যে দেখেলু; কালা বিন্দু, কেহ নহে আন। তবধরি উনমত, অথির পরাণ ॥ খাইতে শু- ইতে মোর নাহি লাগে মন। পাগলি করিল মোরে, সে রসিক জন ॥ মনের ভিতরে সখি, পাতিয়াছ থানা। থাকি থাকি যেন মোর বুকে দেয় হানা ॥ না বুঝি সখিগণ বিধি চিত রঙ্গ। চিয়াইয়া হিয়া মাঝে থুইল ভুজঙ্গ ॥ দংশিয়া দশনে সপনে দিল সুখ রে। সে দশন অব মোর দগধয়ে বুক রে ॥ প্রসাদ দাস ভণ, কতয়ে বিচারি। সপনে নেহা- রত, গুণবতি নারি। ৩১। ৬৬।

—ঃঃ***ঃঃ—

সাক্ষাৎ দর্শনে যথা।

তদুচিত শ্রীগৌর চন্দ্রস্য।

আড়ানা।

পেখলুঁ গৌর কিশোর। আরতি জাগল, মন মহা মোর ॥ সুরধনি তীরে বিহারি। কামিনি দূর, মদন চিত হারি ॥ অনুখন আন চিত লাগি। নিতি নিতি রজনি, গো- হায়ই জাগি ॥ অঙ্গ ভুবরি মৈলান। জাগল হৃদয়ে, কুসুম খর বাণ ॥ তিষিত অধরে রস আশ। উনমত খনে পুন মুরছি বিলাস ॥ খনে খনে লোচনে ধার। সিঞ্চই প্রেম, বহায়ে পাঁথার ॥ পতিতে আলিঙ্গই ভোর। হরি হরি ক- হিতে, নয়নে ঝরু লোর ॥ মূরতি প্রেম, বিলাস। বিন্দু আশে রহু, পরসাদ দাস। ৩২। ৬৭।

—ঃঃ***ঃঃ—

শ্রীরাধা উক্তি।

মায়ূর।

লেখি ÷ লখায়লি, মধুর সু মূরতি, বিহরত যমুনা কি তীর। নিরখি সজনিগণ, বয়ন বিভঙ্গিম, ধৈরজ চপল সমীর॥ ঢুলু ঢুলু নয়ন সরজ কুল গঞ্জন, অবিরল খঞ্জন নাট। কুটিল নয়ন যনু কণ্টক রোপল, রোখল মঝু ঘর বাট॥ অভিনব জলধর, ধরণি বিলাসত, তরধরি না জানি আন। সতি মত চাতকি, রহই বেয়াকুল, বেথিত চকিত পরাণ॥ বেকতি কহইতে, মরমক আশয়, গুরুজন কুল পরিবাদ। প্রসাদ দাস ভণ, কিয়ে বর নাগর, পিরিতি কি রস মরিযাদ। ৬৩। ৬৮।

—::※※※::—

বড়ারি।

শুন শুন এ সখি, করু অবধান। হেরিতে মঝু মুখ, চঞ্চল কান॥ বঙ্কিম লোচনে, মঝু মুখ হেরি। মৃদু মৃদু হাসি, বয়ন নিল ফেরি॥ দশনে অধর ধরি, লহু লহু হাস। খনে বিহরই খনে ঠামে বিলাস॥ নাহক নব নব রস লব লেশ। কহইতে নাজানি, বচন বিশেষ॥ নিরখিতে ঐছন ভৈ গেলুঁ ভোর। বিশিখ কদন ধরি, মদন আগের॥ অনু-

ভাবার্থ।

÷ লেখি লখায়লি ইত্যাদি—হে সখি চিত্রপটে যে মূর্ত্তি লিখিয়া দেখাইয়াছ আজ তাহা যমুনা তীরে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিলাম।

পগ নাগরি, পরসাদ ভাণ। অভিনব বয়স, রসহুঁ পর-
মাণ। ৩৪। ৬৯।

—::****:—

ধানশী।

পিরিতি পিরিতি. মধুর মুরতি, যুবতি মোহন চান্দ। জলদ বরণ, ঝলকে রতন, মদন রঁমথ ছান্দ॥ নয়ন কমল, উপরি বিহর, ভাঙরি ভুজগ আসি। হাসির ছটায়, মরম মাতায়, সুধা শ্রবে রাশি রাশি॥ তিলক * বিন্দু, মদন সিন্ধু, কতনা লহরি তার। কনক কুণ্ডল, করে ঝল মল, বিষম কুসুম হার॥ দেখিয়া বয়ন, ধৈরজ পবন, আকুল হইয়া মরি। পশিয়া হৃদয়ে, মরমে হানয়ে, পরাণ কেমনে ধরি॥ কুলবতি বালা, একি মোর জালা, ঘরে গুরু জন ভয়। যখন দেখিলে, সকল নাশিলে, পরসাদ দাস কয়। ৩৫। ৭০।

সিন্দুড়া।

উর পরিসর, রস শেখর নাগর, মোহন ভঙ্গিম ছার।

ভাবার্থ।

৬৯ শ্রীরসময়ীর উক্তি শ্রবণে প্রসাদ দাস কহিতেছে, ইনি অতি তরুণী কিন্তু লক্ষণ দ্বারা রসের প্রমাণ করিতেছেন ইহা অদ্ভুত বটে।

* তিলক বিন্দু ইত্যাদি— কোমল বয়সে ললাট হইতে কপোল দেশ পর্য্যন্ত চন্দন বিন্দু বিন্দু করিয়া শ্রেণীবদ্ধরূপে তিলক দেওয়ার প্রথা আছে। শ্যামসুন্দরের সেই তিলকের প্রত্যেক বিন্দু মদন সিন্ধু হইয়া লহরী খেলিতেছে।

ডোলিতে মঝু মন ধিরজ ডোলায়ল, জাগল মদন বিহার॥ কামুক যুগল নয়ন [১] দিঠি শায়ক, যুগল পলক যনু তূণ। কোণ নয়ন সখি, শর নির্গম মুখ, বরিখিতে মঝু তনু শূন॥ কব বিহি করব করুণ মুঝে সেই। নাগর চরণ রতন দুহুঁ পূজব, মঝু দিঠি পঙ্কজ লেই॥ অখিল ভুবন মন মোহন মুরতি, নিরখি ধাই মন আশ। চল চল সহচরি, মাধব মন্দিরে, বোলত পরসাদ দাস। ৩৬। ৭১।

—:*****:—

এতৎ শ্রবণে শ্রীশ্যামসুন্দরের সমীপে শ্রীরাধার নিজ সখি গমন।

সখি উক্তি।

আনিসোদ্বেগ ইত্যাদি দশ দশা।

সঙ্ক্ষেপ বর্ণন।

ভূপালী।

সহচরি যায়লি, মাধব পাশ। নিরখি সুনা মুখ, মৃদু মৃদু হাস॥ হেরি বয়স নব, কৈশর কাল। লোচন ভঙ্গিম, শোভিত ভাল॥ অঙ্কুর মদন, গজায়ল কান। রমণি রমণি যনু, করয়ে পরাণ॥ সু তরু মনোরথ, মুঞ্জরি নেল। পূরব পূণে, ঝটিতি ফল মেল॥ নিরজনে বৈঠি গিনহ পরমাদ।

ভাবার্থ।

[১] নয়ন দিঠি শায়ক ইত্যাদি— কুটিল নয়নের ঈক্ষণ বাণ স্বরূপ। পলক সেই বাণের তূণ অর্থাৎ পাত্র স্বরূপ, এবং নয়ন কোণ সেই বাণ নির্গমের মুখ স্বরূপ।

অব তুহেঁ দেয়ব শুভ সম্বাদ॥ শুন শুন কানু, তুয়া বহু ভাগে। ভানু সুনন্দিনি, পড়ু অনুরাগে॥ পামর প্রসাদ, দাস তহিঁ ভাণ। ঈষত [১] বিনিমুখে, বৈঠল কান। ৩৭। ৭২।

—:*****:—

বালাধানশী।

শুন শুন নাগর, রস গুণ বন্ত। তুয়া গুণ চরিত, শ্রবণ করি নাগরি, ঘন ঘন বিহরই পন্থ॥ এ নব জলধর, মুরতি লেখয়ে, লোচন সনমুখ রাখি। ঈষত নিরখি, মুরছি গিরি নাগরি, সহচরিগণ রহু সাখি॥ আরতি পিরিতি, সকল সম্পূরল, না রহু কছু অবশেষ। মনমথ তরুণ, বিশিখ কুল বেদন, না জানি তছু লব লেশ॥ অখিল ভুবন জনগণ মনমোহিনি, অনুখন রহই বিভোর। প্রসাদ দাস ভণ, শুনি চিত গর গর, লুবধ গজেন্দ্র কিশোর। ৩৮। ৭৩।

—

ভূপালী।

হেরিতে অভিনব, জলধর ভঙ্গ। মৃদু মৃদু হাসই পুলকিত অঙ্গ॥ গৃহপতি মধুর, বচনে নাহি কাণ। নীরদ গরজ,

---

ভাবার্থ।

[১] ঈষত বিনিমুখে ইত্যাদি— নিজানুরাগ গোপন জন্য কানু বদন ঈষৎ ফিরাইলেন।

৭৩ এই পদ অবধি পাঁচ পদে লালসাদি দশ দশা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। সংক্ষেপে দশা বর্ণনের তাৎপর্য্য এই যে, প্রথম প্রথম যুগল মিলনের বিলম্ব হইলে ভক্ত জনের চিত্ত বৈকল্য জন্মে।

শ্রবণে করু পান ॥ হৃদয়ে ধেয়াইতে, পুলকিনি কাঁপি। খনে খনে নীল, বসনে তনু ঝাঁপি ॥ অনুখন মনমথ দহন বিশাল। নিরিখনে আরতি তরুণ তমাল ॥ চাঁচর চিকুর, উর হি অবলম্ব। নিরখি হসই তনু সিহর কদম্ব ॥ পতি ফুল শয়ন নিরখি দিঠি ঝাঁপি। শ্রবণে তুয়াগুণ, লোটই কাঁপি ॥ তহিঁ যনি কণ্টক, করু পরবেশ। না অনুমানই, দুখ লব লেশ ॥ সখি মুখে শুনইতে, বিরহ নিদান। বোলত পরসাদ, নিরদয় কান। ৩৯। ১৪।

—:******:—

রাগ ধানশী।

পশিল নয়ন বাণ। বিকল রমণি প্রাণ ॥ অপরূপ ফণি হার। অঙ্গে গরল ভার ॥ মোতি (১) গরল বিন্দু। দহন অনল নিন্দু ॥ নহত যতন তাই। নিরখি চমকি রাই ॥ রস চাতুরি খোয়। অবনত মুখি রোয় ॥ অনুখন অনুমানি। না কহু ধনি বানি ॥ জাগরে নিশি যায়। মদন দহন তায় ॥ দুবরি অঙ্গ তার। চিকুর গরিম ভার ॥ শুন শুন বর কান। নিজ কর শিরে হান ॥ ঝর ঝর ধনি রোয়। পুন কি কহব

ভাবার্থ।

১৪ মেঘ নীল বসন, তমাল তরু, ও কেশ গুচ্ছ এই বস্তু সকলে তোমার বর্ণ স্বাজাত্য থাকাতে এসমুদায় বস্তু ধনীর অতি প্রীতিকর হইতেছে।

(১) মোতি গরল বিন্দু— অযত্ন জন্য হারের মুক্তা সকল গরল বিন্দু তুল্য মলিন হইয়াছে এবং গরলবৎ জ্বালাপ্রদ হইয়াছে।

তোয়॥ মঝু সব পরিবার। প্রবোধই অনিবার॥ সখিক নয়নে লোর। পরসাদ অব ভোর॥ ৪০। ৭৫।

—:*****:—

সিন্ধুবা।

বান্ধুলি অধর যুগল মন মোহন, শ্যামর ঝামর ভেল। কাঞ্চন বরণ চতুরি বর নাগরি, ধতুরি নীল বনি গেল॥ শুন শুন নাগর নহবি উদার (১)। কিরণ নিশাকর, কুলিশ নিদারুণ, বরিখই হৃদয় বিদার॥ কোকিল কণ্ঠ বমন করু আনল, মধুকর গরল উগার। মলয়জ (২) অবজ মাল কুসুমাবলি, করতহি বিরহ শিঙ্গার॥ উদিত (৩) বিরহ বরে, ব্যাধি সমাগত, হরি হরি বরণি কি হোয়। নিঠুরিপনা বর নাগর হেরিয়ে, প্রসাদ দাস ঘন রোয়॥ ৪১। ৭৬।

—::***::—

তথা রাগ।

শুন শুন বিদগধ রসিক মুরারি। তুয়া মুখ দরশন বিরহ বেয়াকুল, উনমত অভিনব নারি॥ দগধয়ে কোমল

ভাবার্থ।

(১) উদার— বিষয় ঔদাস্যে মহৎ।

(২) মলয়জ অবজ মাল ইত্যাদি— চন্দন, কমল, মালা, এবং কুসুম সকল, ইহাদিগের ভূষণ বিষয়ে শক্তি আছে, সুতরাং ইহারা অদ্য ধনীর বিরহকে ভূষিত অর্থাৎ উজ্জ্বল করিতেছে।

(৩) উদিত বিরহ বরে ইত্যাদি— বিরহ দশা যৎকালে শ্রেষ্ঠত্ব পদে আরূঢ় হয় তখন তৎপরবর্ত্তি ব্যাধি দশাকে উপস্থিত করে।

তরুণ কলেবর, রস * চাতুরি বিষ জালা। বেথিত বিকল, চিতহুঁ অবসাদিত, মুগধিনি সো ধনি বালা॥ কুলবতি চিত হরি, হরিষে গোঁওয়ায়সি, ধনি ধনি রস ব্যবহার। সো ধনি নিরবধি, অবনি লোটায়ই, বিন্ধই বিরহ কুঠার॥ কি কহব কানু, বিরহ বর নাগরি মুরছিত বিগত গেয়ানে। প্রসাদ দাস ভণ, চল চল নাগর, মেলহ তুরিতে পয়ানে॥ ৪২। ৭৭।

—:*****:—

অথ সখি প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তি

নিঠুর বচন।

গান্ধার।

মঝু গুণ গাম, নাম পুন জগ জন, কীর্ত্তন করু অবিরাম। অচরিত সো সব, না শুনি নাগরি, নিকট বিলম্ব ধনি ধাম॥ রাইক রাগ, নিরখি তুহুঁ আকুল, আন্ধল তুহুঁ পরচুর। মুহু মুহু মনমুখি, বচন আলাপসি, উচিত পন্থ করি দূর॥ হরি হরি অব মঝু মন মুগধাই। ক্ষিতিরুহ নিরস, নিকট করুণা কলি, যতন সিধায়ল নাই॥ বোলত যায়ত, পুন ফিরি আয়ত, তেজই না সখি সঙ্গ। প্রসাদ দাস ভণ, মুকুল + ভৃঙ্গ সম, কানুক ইহ চিত রঙ্গ॥ ৪৩। ৭৮।

ভাবার্থ।

* রস চাতুরি বিষ জালা—হে নাগর তোমার অনুপম মনোমোহন রস চাতুর্য্য ধনীর পক্ষে গরল জ্বালা তুল্য হইয়াছে!

+ মুকুল ভৃঙ্গ সম—ভ্রমর যেমন ক্ষণে উড্ডীয়মান ও ক্ষণে পতিত হয় তদ্রূপ।

সুহিনী।

বরজ রমণি কুলবালা। জানত এ সখি, ধরম দুলালা॥ হেরিতে সব জন, আয়। সুখ দুখ পতি রস, সব বাতিয়ায়॥ তনু তনু পরশ বিহার। মন মাহা নহ মঝু, মদন বিকার॥ গুরু জনে নহ সন্দেহ। দিনে দিনে কতয়ে, বাঢ়ায়ই লেহ॥ সো বিশয়াস হি যাব। কো পুন এ সখি মুঝে পাতিয়াব॥ না কহ সখি, পুন আর। কহিলে করব, গোকুলে পরচার॥ প্রসাদ দাস, শুনি ভাণ। কয়ল প্রমাদ নিঠুর বর কান॥ ৪৪। ৭৯।

—:******:—

এতৎ শ্রবণে সখির প্রত্যাগমন ও বিলাপ।

যথা রাগ।

শুনি তহিঁ সজনি, হুতাসিনি ভেল। তেজি শয়াস, পন্থ তহিঁ নেল॥ চরণ বিখেপিতে, মরণ আগোর। লোচন বরিখত, অবিরল লোর॥ যাইতে নিরখব, মঝু মুখ রাই। পুছইতে কৈছে, কহব নিঠুরাই॥ মাধব দৃঢ়, অনুরাগিনি গোরি। জীবন তেজব, সংশয় থোরি॥ যাহুক জানলুঁ, বড় রসবান। সো অব রাইক, কাল নিদান॥ ভাবিতে গণইতে, আয়ল পাশ। কত করু সংশয়, পরসাদ দাস॥ ৪৫। ৮০।

—:******:—

শ্রীরাধা উক্তি।

সুহিনি।

বিরস বয়ন সখি হেরি। চমকি হুতাসে, কহয়ে ধনি

বেরি ॥ রসিক মুকুট মণি হোয়। মেলব কাহে, কুরূপিনি মোয় ॥ রস অভিমানিহুঁ কান। হাম হি মুগধিনি, রস অগেয়ান ॥ অনুচিত অধিক বিচার। মানিয়ে মরণ, উচিত প্রতিকার ॥ অতএ সজনি হামার। পুন তুহুঁ করহ, এক উপকার ॥ এহ নিবেদন তোয়। শ্যাম লতা অব, দেয়বি মোয় ॥ মরি অব গলহুঁ লাগাই। উদিত মনোরথ ঐছে মিটাই ॥ কহইতে আকুল রোয়। পরসাদ দাস হিঁ, চেতন খোয় ॥ ৪৬। ৮১।

—::***::—

সখি আশ্বাস।

শ্রীরাগ।

ভুবন সু মঙ্গল রূপ। কাঞ্চন মেরু সুধা রস কূপ ॥ হাসিতে মনমথ সিন্ধু। তিমিরহুঁ নাশই ইহ মুখ ইন্দু ॥ লোচনে ইঙ্গিত জাগি। মানসে সুরগণ শায়ক লাগি ॥ মোহন মাধুরি তোর। হেরি নিরস তরু মুঞ্জরে ভোর ॥ তুহুঁ মোড়সি, ধনি অঙ্গে। মুনিহিক ধৈরজ, আকুল ভঙ্গে ॥ সো তনু তেজবি কাহে। কোন হি কাযে, মরণ চিত চাহে ॥ এ মুখ হেরল কান। উপেখব তাকর, কতয়ে পরাণ ॥ সোই উপেখব তোয়। দারুণ মনমথ, হানব কোয় ॥ কাঁহা মাধব যাব। বড়সি বিঁধল মিন, ইতিউতি ধাব ॥ তুরিত হিঁ সো থন মেলি। নাগর কোরে, করবি তুহুঁ কেলি ॥ পরসাদ দাসক আশ। দিঠি ভরি হেরব দুহুঁক বিলাস ॥ ৪৭। ৮২।

—::***::—

অথ শ্রীকৃষ্ণের অনুতাপ।

ভূপালি।

হা হা মঝু মুখে, নিঠুরি আলাপ। অনুখন দগধয়ে, মনমথ পাপ॥ রাই বিরহ ঘনু, সাগর বারি। মিলল তরণি তহুঁ, না ভেলু পারি॥ সো ঘনি তেজই, প্রেমক আশ। জগ ভরি না রহু, মঝু আশয়াস॥ প্রেম জীবি সুধু, তাকর অঙ্গ। তেজব তনু শুনি, ইহ পরসঙ্গ॥ যাকর লাগি, নিছুই ইহ দেহ। সো সঞে বঞ্চলুঁ, যাচিত লেহ॥ বচনক শকতি, কাহে বিহি দেল। সো মঝু শকতি বিপতি অব ভেল॥ এ হৃদি কাহে, নিঠুরি তহিঁ জাগি। আদর রাখলি, কো জন লাগি॥ মঝু নিঠুরাই, অনল * ব্যবহার। উদভব ঠামক, পহিল হি জার॥ পুন পুন ঐছন কানু বিলাপ। ভণ পরসাদ, উচিত অনুতাপ॥ ৪৮। ৮৩।

—:******:—

অথ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীরাধার সখির পুনরাগমন।

বড়ারি।

কানু বিলাপয়ে, যাঁহা। সুন্দরি সহচরি, মেলল তাঁহা॥ হেরিতে চমকই কান। নিরখি তুয়া পথ, অথির প-

ভাবার্থ।

* অনল ব্যবহার ইত্যাদি— অগ্নি যেমন আপন উৎপত্তি স্থান প্রথমে দগ্ধ করে সেইরূপ নিষ্ঠুর বচন ও নিজ উৎপত্তির স্থল আমার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে।

রাগ॥ যতহুঁ বিরহ মঝু ভেল। কহইতে আকুল, বাঝই শেল॥ জীবন রহু কি, তাহার। কহ তুহুঁ এ সখি, সো সমাচার॥ সখি কহ জীবই রাই। তুরিত হিঁ মাধব, মেলহ তাই॥ পুলকিত কানুক অঙ্গ। গদ গদ অক্ষর, ভাব তরঙ্গ॥ মাধব অনুমতি দেল। সো সখি তৈখনে বাহরি গেল॥ সখি মুখে শুনি, ধনি বাত। আনন্দে কম্পিত, মানস গাত॥ সখিগণ বেশ, বনাই। কুঞ্জ মিলল সবে নিরজনে যাই॥ বাহিরে * সবে করু কেলি। শ্রীবৃন্দাবনে শুভ দিন ভেলি॥ সখি চলু, কানুক পাশ। সঙ্গে চলল তহিঁ, পরসাদ দাস॥ ৪৯। ৮৪।

—::***::—

অথ শ্রীরাধিকা প্রতি সখি উক্ত রতিরস
শিক্ষা বচন।

ভূপালি।

দরশিতে বদন, সুরত রস ধাব। তুরিতহিঁ গো তনু, না পরশাব॥ খনে খনে এ ধনি তনু মনু কাঁপি। হেরি কুটিল দিঠে, তহিঁ মুখ ঝাঁপি॥ নিরখিতে মুখ বর, মোরবি আধ। তহিঁ পুন উছলব, কানুক সাধ॥ যব রহ সখিগণ কুঞ্জক মাঝ। মুখ শশি ঝাঁপি, করবি তুহুঁ লাজ॥ কুঞ্জ সোঁ নিকসিতে, সহচরি বৃন্দ। চমকি পয়ানে, করবি অনুবন্ধ॥ বিনিমুখে শয়নে, রহবি ধনি থোর। নাহ আগোরব পুন পুন

ভাবার্থ।

* বাহিরে সবে— গহন কাননে কুঞ্জ বিধায় ধনী ও সখিগণের বাহিরে অবস্থানে ও অন্যের দর্শনাশঙ্কা রহিত।

কোর ॥ ভণ [১] পরসাদ, রসক অনুবন্ধ। মদন পরম গুরু, শিখি রস ছন্দ ॥ ৫০ । ৮৫ ।

—::***::—

শ্রীরাধার কুঞ্জাভিসার শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের পুলক ও অভিসার।

শ্রীগান্ধার ॥

বিগলিত ধরণি, বিমল শশি শারদ, অঙ্গ বরণ গিরি হেম। মদন রমণ মুখ, তনু রুচি মোহন, নিজ + গণি দেয়ল প্রেম ॥ পুলক চপল মন দিঠি রস খঞ্জন, মনমথ উদিত বিভোর। ধনি ধনি নিজহুঁ, জনম ধনি মানিয়ে, গর গর বরজ কিশোর ॥ চলল চকোর রসিক বর কুঞ্জে। চলিতে খলই পদ, সবহুঁ কুঞ্জ পথ, পূরল রতি রস পুঞ্জে ॥ গহন নিকুঞ্জ, মিলল বর নাগর, কাননে পুলকিত রীত। ভণ পরসাদ, চকিত বর নাগরি, রস নব পরিচয় ভীত ॥ ৫১। ৮৬।

—::***::—

শ্রীকৃষ্ণ এবং সখিগণের রস কৌতুক।

তথা রাগ।

বাহিরে সহচরি, রাখিয়ে নাগরি, কুঞ্জে মিলল বর কান। তোঁহারি সমাগমে, তনু পুলকায়িত, সুসফল যতন

ভাবার্থ।

[১] ভণ পরসাদ ইত্যাদি— মদনের পরম গুরু রূপা রসময়ী শ্রীরাধা, রসাস্বাদন জন্য রসের আনুগত্য গ্রহণ করিয়া অদ্য রস শিক্ষা করিতেছেন।

+ নিজগণি— নিজ জন গণিয়া ধনী প্রেম প্রদান করিলেন।

পরাণ॥ দিঠি নট ভঙ্গিম, কৈছন তোর। পরশি না পরশিতে, কুঞ্জহুঁ আকুল, না সহ কিয়ে পুন থোর॥ সখিগণ রভস বচন শুনি নাগর, কৃহতহিঁ করি পরিহার। তিষিত অধরে সখি, অমিয়া মিলায়লি, বৈরজ না রহু আর॥ সখিগণ অবহসি, নিকসলি ধাবই, কুঞ্জে মিলাইতে রাই। পরসাদ দাসক চিত বহু চঞ্চল, সখি রূব যুগল বনাই॥ ৫২। ৮৭।

—:*****:—

শ্রীরাধিকার সহিত সখিগণের রস কৌতুক।

বড়ারি।

দেখ দেখ সহচরি, ধনিমুহু হাস। সব তনু বয়নে, পুলক পরকাশ॥ চরণ চপল যনু, কুঞ্জক লাগি। না অব পরিচয়, এত অনুরাগি॥ শ্যাম সোহাগিনি, হোয়ব আজে। মানসে কতিবিধ, হরখিত সাজ॥ তুহুঁ বিনু কো পুন মেলব নাহে। যায়বি ধনি উতকণ্ঠিত কাহে॥ পুন সখি বোলি, বয়ন মুচকাই। চাতকি অনুখন, নব ঘন চাই॥ চল চল রঙ্গিনি, করু রস পান। বহু দিনে পূরল, নিজ মন কাম॥ শুনি ধনি লাজে, বয়ন তহিঁ ঝাঁপি। কুঞ্জক নামে, সঘন তনু কাঁপি॥ ঐছন অনুপম, মুগধিনি কেল। হসি পরসাদ, বসন মুখে দেল॥ ৫৩। ৮৮।

—::***::—

সুহই।

কাহে বুড়লি সখি, আনন্দ পুঞ্জে। বেরি হি বাহিরে, বেরি হি কুঞ্জে॥ যো অনুভাবে, করসি সখি কাজ।

হাম না পৈঠব, কুঞ্জক মাঝ॥ সখি কহ সুন্দরি লাগয়ে ধন্দ। না কর না কর, ঐছন ছন্দ॥ নিরখি তুয়া সম, যত কুল বালা। পায়ত পতি যনু নিজ গল মালা॥ গুরুজনে গোপই, আয়লু সঙ্গ। তুহেঁ পুন অনুখন, নব নব রঙ্গ॥ পুন অব এ ধনি, রহই না পারি। কহি কহি সহচরি, চলি পদ চারি॥ উলটি বিহসি ধরু, সহচরি হাতে। যায়বি তুহুঁ যনি, দিব + মঝু মাথে॥ প্রসাদ দাস ভণ, রস পরসঙ্গ। অনুপম মাধুরি, মুগধিনি রঙ্গ॥ ৫৪। ৮৯।

—:****:—

তথা রাগ।

না করু হট পুন, চরিত গোঙারি। কুঞ্জ সোঁ লেয়ব, অবহিঁ ফুকারি॥ অঞ্চল করে ধরি, লেয়ব কুঞ্জে। হট ফল হোয়ব, তহিঁ পরিপুঞ্জে॥ কতহুঁ বেয়াকুলে, আয়ল কান। যতনহুঁ না করু, উলটি পয়ান॥ ধনি কহ সো জন, ডর মঝে থোর। না যনি যায়ব, কি করু মোর॥ ভূপ তনয় বর, চতুর সেয়ান। দুখিনি সুতা নহি, সহচরি জান॥ শুনি তহিঁ সজনি, কুঞ্জ দিশ যাই। নহি নহি বোলি, ধয়ল কর ধাই॥ অবহসি সখিগণ, আকুল ভেল। পরসাদ কহ, মুরতি রস কেল॥ ৫৫। ৯০।

ভাবার্থ।

+ দিব মঝু মাথে আমার মাথায় দিবা।

অথ সখি সমর্পণ।

কামোদ।

কতিবিধ বোধ, বচনে আশয়াসল, কুঞ্জে মিলল সঙ্গে যাই। হিরণ বরণ তনু কিরণ সু নাগরি. নাগর চিত চমকাই॥ সখিগণ বোলত, শুন শুন কান। এ ধনি মুগধিনি, পুন কুলকামিনি, সুরত চরিত অগেয়ান॥ দূর সোঁ দরশি, তরসি করু সংশয়, সহজে করবি রস রঙ্গ। শশধর (১) কিরণ, কলা উপজায়ত, পায়ত পুনিমক অঙ্গ॥ অনুপম (২) জলদ তড়িত বর সঙ্গম, বিরহে সঘনে করু রোল। ঐছন যতনে হৃদয়ে তুহুঁ রাখবি, পুন হি কি পরসাদ বোল॥ ৫৬। ৯১।

—:******:—

সিন্দুরা।

মোরা রে, আহিরি নারি, ধরম নাহি জান। ধরম করম পুন, বরত আরাধন, নাগরি বিমল বয়ান॥ বাল চরিত গতি, সহজে অলপ মতি, মধুরিম সুরতে উদার। পদে পদে রমণি, রহত অপরাধিনি, মাপ করবি অনিবার॥ জলদ পটল তনু, সজল সুশীতল, সখিগণ সুঁপল পরাণ।

ভাবার্থ।

(১) শশধর কিরণ ইত্যাদি— চন্দ্রের কলা কলা বৃদ্ধি হইয়া পূর্ণিমা হয়।

(২) অনুপম জলদ ইত্যাদি— মেঘ ও বিদ্যুতে প্রীতি অনুপম, যেহেতু বিদ্যুতের বিরহ অর্থাৎ পার্থক্য সময়েই মেঘ আর্তনাদ করে।

সখিগণ হৃদয়ে, নাহি পরিতেজবি, বিমুখ * কুলিশ গরি-য়ান॥ বরিখবি অমৃত, বারি ঘন নাগর, ইথে যনি করু তুহুঁ আনে। দাস প্রসাদ, নিচয় মরি যায়ব, মাথ হি কুটই পাখানে॥ ৫৭। ৯২।

—:*****:—

তথা রাগ।

ঢল ঢল সজল, নয়ন সখি আকুল, গদ গদ তনু মন ভোর। করে কর আপি, কহত বর মাধব, সুন্দরি অব রহু তোর॥ মাঁগিয়ে নিরবধি, চিত অনুরাগ। জনম সোহা-গিনি, মানিনি মুগধিনি, অনুখন করবি সোহাগ॥ উন-মত × মদন, বচন অবলম্বই, নাহি পরশ বর কান। সরস নবাম্বুজে লুবধ মধুপ বর, সহজে করই মধু পান॥ সখিগণ বচনে, নয়নে নব নাগর, অবিরত বরিখত লোর। প্রেম জলধি রস, আধ বিন্দু বিনু, কাতরে পরসাদ ভোর॥ ৫৮। ৯৩।

ততঃ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি॥

শ্রীগান্ধার।

কোমল কমনিয়, কমল কলেবর, নাগর নন্দ কি-

ভাবার্থ।

* বিমুখ কুলিশ গরিয়ান--বৈমুখ্য স্বরূপ গুরুতর বজ্র।

× উনমত মদন বচন ইত্যাদি— হে কানু অদ্য তোমার মদন উন্মত্ত হইয়াছে অতএব তাহার উপদেশ অনুসারে অর্থাৎ রসোন্মত্ত হইয়া স্পর্শ করিও না।

শোর। সখিগণ প্রেম বচনে অবশায়িত, লোচনে বিগলিত লোর॥ শুন শুন এ সখি, বচন হামার। যবধরি নয়নে, হিরণ তনু হেরলুঁ, উনমত মঝু ব্যবহার॥ মঝু + হৃদি সিন্ধু রতন বর নাগরি, কহি কহি মাধব রোয়। সোই সিন্ধু মঝু, তব রতনাকর, যব ধনি বিহরত সোয়॥ কহত নেহা-রত, মোরি নয়ন যুগ, নাগরি তনুঁ রস কেল। ভণ পরসাদ, চলহ সখি বাহিরে, কানে রসাগম ভেল॥ ১৯। ৯৪।

—::***::—

অথ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।

ভূপালি।

কুঞ্জ সোঁ সখিগণ, বাহির ভেল। দুহুঁ করু কৌতুক দুহুঁ করু কেল॥ নাগর পুছইতে, না কহ বোল। আঁকুল তরসি, কদলি তরু ডোল॥ নিরখিতে (১) কানু, বয়ন করু হেট। কো পুছি মদন, শয়ন রস ভেট॥ বচন সুধা রসে লুবধ পরাণি। অনুনয় বিনয়ে, কহিতে কহ বানি॥ ঈষত নিরখি, বিহসি মুখ মোরি। নাগর তনু মন, নেয়লি চোরি॥ কুঞ্জ সোঁ নিকসিতে, যতন হিঁ কেল। বিদগধ কানু,

ভাবার্থ।

+ মঝু হৃদি সিন্ধু ইত্যাদি— আমার হৃদয়টী সিন্ধু স্বরূপ, নাগরী রত্ন স্বরূপ, এই রত্ন বিহার করিলেই ঐ সিন্ধু রত্নাকর হয় নচেৎ ক্ষার বহন করে মাত্র।

(১) নিরখিতে কানু ইত্যাদি— নাগর মুখ নিরীক্ষণ করিতেই যখন নাগরী অবনতমুখী হইতেছেন তখন রস শয্যা বহুদূরে রহিয়াছে।

চরণে কর দেল॥ চমকিত অন্তর, করে কর বার। ধনি কর পরশ, মদন উপহার॥ দুহুঁ রস চাতুরি, দুহুঁ চিত ভোর। দাস প্রসাদ, পুলক নহ ওর॥ ৬০। ৯৫।

—::***::—

তথা রাগ।

অভিনব কুঞ্জর মদন তরঙ্গ। শহদবলম্বন বিধু মুখি অঙ্গ॥ নাগর বয়ন বসন অপহার। নহি নহি বোলই করু পরিহার॥ উরজ সরজে পড়ু মধুকর পানি। হট পরিরম্ভনে কাকুতি বানি॥ কালিকি লাগিয়ে, করই সীকার। পহিল পরশে ঘন ঘন শিতকার॥ সুরত রসাগম, পরশনে মেলি। মনসি * মদন করু, তনু তনু কেলি॥ মনমথ কৌতুকি, দুহুঁ জন ভেল। নাগরি ভীত, অতনু তনু গেল॥ বাল × বচন পুন, পহিল হি সঙ্গ। বরিখয়ে অনুপম, অমিয়া তরঙ্গ॥ দুহুঁ নব সঙ্গম, রস পরচুর। পরসাদ দাস, মনোরথ পূর॥ ৬১। ৯৬।

ভাবার্থ।

* মনসি মদন ইত্যাদি— যে রস কেবল মনেতে বিহার করিতেছিল, সেই রস সংপ্রতি প্রতি তনুতে বিলাসবান।

× বাল বচন— বালকের বচন।

তৃতীয় মণি।

সএব পূর্ব্বরাগঃ প্রকারান্তরঃ তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

—::※※※::—

কামোদ।

তপত হিরণ তনু বরণ মনোহর, মোহন মৃদু মৃদু হাস। শরদ হিমাংশু, বয়ন সচি নন্দন, অনুখন বিরস বিলাস॥ দলই * প্রেম গজ, উরহুঁ সুপঙ্কজ, মন্দাকিনি বনু লোর। পূরব × পিরিতি, সঙরি মতি মাতল, অনুখন বিরহে বিভোর॥ পবিত পরশ নিধি, ভকতি নিদান। রাধা নামে তিষিত ঘন ধাবই, মুরছিত চিত অগেয়ান॥ আপহিঁ অবশ, অবশ করু জগজন, কলিযুগ কলুষ বিনাশ। প্রেম তরঙ্গ, বিন্দু বিনু আকুল, একলি পরসাদ দাস॥ ১। ৯৭।

ভাবার্থ।

* দলই প্রেম গজ ইত্যাদি— সরোবরে প্রবেশ করিয়া পঙ্কজ দলন করা গজের স্বভাব অতএব প্রেমরূপ মত্তগজ শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদয় পঙ্কজ দলন করিতেছে।

× পূরব পিরিতি ইত্যাদি— শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিজ পূর্ব্বাবতার অর্থাৎ কৃষ্ণাবতারের প্রীতিভাব স্মরণে মতির মত্ততা উপস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণ প্রতি সখী উক্তি।

বড়ারি।

মাধব না বুঝি, কৈছন ভেল। আন হি চিত পুন আন হি কেল॥ মুরলি আলাপন, না করু কান। অনুখন হেরিয়ে বিরস বয়ান॥ নিশসি নেহারসি, বিছুরলি হাস। নিরবধি মানস, দরশি উদাস॥ সহচর হেরিয়ে গোপসি রঙ্গ। আন বচন কহ আন প্রসঙ্গ॥ নিরজনে লোচনে, বহ ঘন ধার। হেরিলে সহচর, চকিতহি বার॥ না সহু না সহু মরম বিসাদ। নব অনুরাগ হি ভণ পরসাদ॥ ২। ৯৮।

—:*****:—

তথা রাগ।

শিখইতে মুরলি, যতন নহ থোর। নিশি দিন মুরলি, আলাপনে ভোর॥ ঐছন মুরলি, দূর পরিহার। দীঘ নিশ্বাস, বহই অনিবার॥ সজল জলদ তনু, আর হি ছন্দ। অবনত বয়ন, রহসি পুন ধন্দ॥ অন্তর বেদন দুর অবগাহ। অনুখন কাতর, সরসিজ চাহ॥ দূর হি বিধু মুখ, রস পরিহাস। না সহু অবমুঝে, বিরস বিলাস॥ শুনইতে [১] ঢল ঢল, নলিন নয়ান। পিরিতি পরশ মনু, পরসাদ ভাণ॥ ৩। ৯৯।

ভাবার্থ।

[১] শুনইতে ইত্যাদি— সখার বচন শ্রবণে শ্রীশ্যামসুন্দরের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল।

অথ শ্রীকৃষ্ণোক্তি।

মায়ুর।

কালি দমন দিনে, পেখলুঁ অপরূপ, ছাহ কদম্ব রসালে। গোকুল বসতি, যুবতি কুল কামিনি, বিলসই শশ-ধর মালে॥ এক হি বিজুরি, বরণি নব নাগরি, নিরখি নিজহুঁ অন জান। নিশি দিন সো মুখ হৃদয় ধেয়ায়ত, অবিরত ঝুরত নয়ান॥ রে মঝু চিত অব বিকল বিভোর। অচপল (১) ধৈরজ চপল সমীরণ, কৈছে করত হৃদি মোর॥ বিধু মুখ দরশন, অবধি মুগধি মন, কাতর তনু ফুল বাণে। প্রেম (২) লুবধ মতি, পরসাদ দাসক, আনন্দ পিরিতি নিসানে॥ ৪। ১০০।

—::****::—

গান্ধার।

সজনি গলহুঁ, ভুজহুঁ দেল। থির দামিনি, করত

ভাবার্থ।

কালী নাগ দমন দিনে রসাল কদম্ব তরু ছায়াতে চন্দ্র মালার ন্যায় গোকুল নিবাসিনী কুল কামিনী সকল যে বিহার করিতেছিলেন তন্মধ্যে তড়িৎ বর্ণা এক নাগরী নিরীক্ষণ করণাবধি হে সখা আমি আত্ম বিস্মৃত হইয়াছি।

(১) অচপল ধৈরজ ইত্যাদি— হে সখা আমার গিরি তুল্য অটল ধৈর্য্য ও বায়ুবৎ অহরহ চপল হইতেছে।

(২) প্রেম লুবধ ইত্যাদি— শ্রীশ্যামসুন্দরের বাক্যে তাঁহার প্রেমানুরাগ শ্রবণে প্রেম লুব্ধ প্রসাদ দাসের আনন্দোৎসব উপস্থিত।

খেল ॥ অঙ্গ * বঙ্কি, রহলি থারি। আধ চন্দ্রঃ সারি সারি ॥ কবরি + বেনি, উর হি লোল। কমল কুসুমে, ভুজগ দোল ॥ কণ্ঠে ÷ স্বেদ, বিন্দু ভাল। লহর খেলি, মোতি মাল ॥ কনক ⸭ রচিত, কুচ কটোর। উলটি ঝাঁ-পি, চিতহুঁ মোর ॥ কিয়ে কামিনি, কুহুকি জান। বিহসি দরশি, মুগধি প্রাণ ॥ পুন দরশন, কবহুঁ পাব। প্রসাদ নিরখ পিরিতি ভাব ॥ ৫। ১০১।

—:*****:—

গান্ধার।

সে, কে বিনোদিনি, হৃদয় মোহিনি, অমিয়া রসের কূপ। জলদ বিজুরি, অবনি উপরি, থির মনোহর রূপ ॥ জিতি গজবর, গমন মন্থর, নিরখিতে চিত ভোর। চলিতে চরণে, নিতম্ব দোলনে, মোহিত পরাণ মোর ॥ সহচরি

ভাবার্থ।

* অঙ্গ বঙ্কি ইত্যাদি— সখী গলদেশে হস্তার্পণ পূর্ব্বক অঙ্গ ব-ঙ্কিম ভাব করিয়া যে দণ্ডায়মান ছিলেন তৎশোভা অর্দ্ধচন্দ্রের শ্রেণী তুল্য অর্থাৎ চরণ হইতে কটি পর্য্যন্ত এক অর্দ্ধচন্দ্র, কটি হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত, এক অর্দ্ধচন্দ্র, এবং স্কন্ধ হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত এক অর্দ্ধচন্দ্র।

+ কবরি বেণি ইত্যাদি— বক্ষঃস্থলে দোলিত কেশ-বেণী, পদ্ম কুসুমে সর্প বিহারের ন্যায় মনোরম।

÷ কণ্ঠে স্বেদ বিন্দু ইত্যাদি— রবির ঈষৎ কিরণে কণ্ঠ দেশে উৎপন্ন ঘর্ম্ম বিন্দু মুক্তাহারের লহরির প্রায় শোভায়মান।

⸭ কনক রচিত ইত্যাদি— হেম রচিত বিপর্য্যস্ত কটোরার (বা-টীর) তুল্য স্তন যুগল আমার চিত্তকে দৃঢ়াবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

সঞ্চে, বিনোদ গমনে, অধরে বিহসি থোরি। হৃদয় [১] মুদিত, কুমদ বিকশি, গেলি রূপসি গোরি॥ সখা, কেবা এমতি জান। বয়ন হেরিতে, মরমে হানল, নয়ন কুসুম বাণ॥ মাধব আকুলি, নয়নে হেরিয়ে, ভণয়ে প্রসাদ দাস। পিরিতি সাগর, পহিল তরঙ্গ, কুটিল চাহুনি হাস॥ পহিল তরঙ্গে, এমতি চরিত, ধিরজ হইল দূর। এ যুগে [২] কলিতে, কান্দি গোঁয়াইবে, তবু না হইরে পূর॥ ৬। ১০২।

—:*****:—

রাগ ধানশী।

বয়ন হুঁ নারি, চন্দ্র কুল মাধুরি, নিরখিতে নঝুমন ভোর। নীরদ + পবনে, চপল যনু ধাবত, ঐছন ধৈরজ্ঞ মোর॥ আকুল নিরবধি অঙ্গ। লোচনে শত শত, রোপল * কণ্টক, দূর হিঁ নিঁদ পরসঙ্গ॥ অধর কিরণ, কর পদ কমলারুণ, × ধতুর = বরণ মৈলান। পাপ বিরহ

ভাবার্থ।

[১] হৃদয় মুদিত ইত্যাদি— হে সখে আমার হৃদয় স্বরূপ মুদ্রিত কুসুম বিকাশ করিয়া গমন করিয়াছে।

[২] এ যুগে কলিতে— কৃষ্ণাবতার ও মহাপ্রভুর অবতার।

+ নীরদ পবনে ইত্যাদি— পবন বেগে মেঘের সঞ্চলন তুল্য ধৈর্য্য।

* রোপল কণ্টক— অসুস্থতাবর্দ্ধক কণ্টক তুল্য ধনীর রূপ আমার নয়নে বিদ্ধ হইয়া নিদ্রার প্রসঙ্গও হইতে দিতেছে না।

× কমলারুণ— আমার অধর কিরণ, হস্ত ও চরণ লোহিত পদ্ম সদৃশ।

= ধতুর বরণ— কৃষ্ণ ধস্তুর কুসুম তুল্য মলিন।

গহ, অঙ্গ গরাসল, না রহু মঝু কৈলাণ॥ শায়ন জলধর, ধরণি ভিগায়ত, নয়নে ঝুরত ঘন লোর। পরসাদ দাস, বচন পরবোধন, লজ্জয়ে নন্দ কিশোর॥ ৭। ১০৩।

—:*****:—

তিরোতা ধানশী।

মরি মরি রূপসি গুণ মরিযাদ। চপল বিজুরি চলি, তুরিতি লুকায়লি, মঝু মনে চির পরমাদ॥ দূর সোঁ ভাও, ভুজঙ্গম দংশল, অঙ্গে গরল ভরি দেল। ঈষত নিরিখনে, মঝু মুখ হেরল, শূন জীবন তনু ভেল॥ উতপত মদন, পাপ যনু পাবক, কাল হি উপজল মোর। উদগতি অনুখন, নব নব বেদন, না জানি কহইতে ওর॥ হিয়া × মাহা যুবতি, বসতি যনু নেয়ল, মুরতি অব ফুল বাণ। প্রসাদ দাস চি-তেঁ সংশয় অনুখন, তেজই তনু কিয়ে কান॥ ৮। ১০৪।

—:*****:—

সুহিনি।

যায়ত নিকসি, পরাণ। মোহিনি পরিচয়, না কছু জান॥ হৃদয়ে পয়োধর, পীন। ত্রিবলি মনোহর, কটিতট ক্ষীণ॥ দারুণ (১) মনমথ, আগি। নিরখিতে মুরতি মঝু

ভাবার্থ।

× হিয়া মাহা যুবতী ইত্যাদি—সেই যুবতী যেন আমার হৃদয়ে আবাস গ্রহণ করিয়াছে।

(১) দারুণ মনমথ ইত্যাদি—অগ্নি সূক্ষ্ম দাহ্য পদার্থে প্রজ্ব-লিত হইয়া ক্রমে স্থূল বস্তু দগ্ধ করে, সেই রূপ ধনীর রূপাগ্নি আমার নয়নে প্রদীপ্ত হইয়া সমুদায় অঙ্গ দগ্ধ করিতেছে। এবং হৃদিস্থিত ঐশ্বর্য্য স্বরূপ নীরস কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া ক্রমে অধিক প্রজ্বলিত হইতেছে।

দিঠি লাগি ॥ বেপল সকল হুঁ, অঙ্গ। দগধি হিয়া মঝু, বাঢ়ি তরঙ্গ ॥ নয়ন (১) বিশিখ, বিঁধি গেল। উলটি না হেরলি, কিয়ে মঝু ভেল ॥ দেখলুঁ ধনুধারিগণকে। মৃগয়া লবধ ধন লেয়ত পুলকে॥ পরসাদ (২) কহত, ফুকার। শায়ক প্রেম, আন পরকার ॥ পিরিতি বিশিখ, নহ সোঝ। যাহুক বিন্ধি, সোই পুন খোজ ॥ ৯। ১০৫।

—:******:—

বড়ারি।

কিয়ে জগ মণ্ডল, কিয়ে পুন গোকুল, কিয়ে মঝু মধুর × নিবাস। ঠামহি * ঠামে কলেবর কৌমুদি বেপল

ভাবার্থ।

(১) নয়ন বিশিখ ইত্যাদি— ধনুর্দ্ধারী সকলের আপন শরবিদ্ধ মৃগাদিকে পুলকে গ্রহণ করা রীতি আছে কিন্তু সেই ধনি ভ্রূধনুর্দ্ধারিণী হইয়া নয়ন বাণে আমাকে সাংঘাতিক রূপে বিদ্ধ করিয়া বারেক পুন দৃষ্টিও করিল না।

(২) পরসাদ কহত ইত্যাদি— দাস কহিতেছে সামান্য শর সরল, প্রেম শর বক্র, এই ভেদ বশতঃ প্রেম শর বিদ্ধ জনই আত্ম বেধকের সন্ধানে যত্নশীল হয়।

× মধুর নিবাস— ব্রজধাম।

* ঠাম হি ঠামে ইত্যাদি— হে সখে সেই ধনীর কলেবরের কৌমদী অর্থাৎ জ্যোৎস্না প্রতি স্থানে উদয় হইয়া আমার সকল অঙ্গে বিরহ সন্তাপ ব্যাপ্তি করিতেছে। আর মলয় সমীর, মেঘের মধু গর্জ্জন, কুসুম সৌগন্ধি ও চন্দ্র জ্যোৎস্না ইহারা আজ আমার বিরহ উদ্দীপনে অসমর্থ হইয়া কেহ অগ্নি কেহ গরল বর্ষণ দ্বারা অন্য মত সন্তাপ প্রদান পূর্ব্বক স্ব স্ব বিরহোদ্দীপক ধর্ম্মরক্ষা করিতেছে মাত্র।

বিরহ হুতাশ॥ মলয় সমীরণ, ঘন লহু গরজন, অবিরল দগধই অঙ্গ। কানন কুসুম, সুরভি পুন চন্দ্রিম, বরিখত গরল তরঙ্গ॥ পুন পুন উপজিত, গহন তিয়াষ। ক্ষণে উনমত্ত, ধাবত মঝু মানস, ক্ষণে ক্ষণে মুরছি বিলাস॥ অব = হুঁ কলেবর, কুহুকে নাচায়ত, বরজিত পুতলি পরাণ। কহ পরসাদ, মিলব নব নাগরি, সংশয় না করু কান॥১০।১০৬।

—:******:—

বড়ারি।

মদন ÷ দহন দিন, দারুণ অনুভবি, পিয় বর সহচর কানে.। কুবলয় দলে কলি, শেজ কলেবর, সুখ শীতল অনুমানে॥ ঘন চন্দন পুন, অঙ্গে বিলেপন, কমল কুসুমে করু বাস। জলদ কলেবর, যতনে আগোরল, কিশলয়ে পবন বিলাস॥ মাধব পবিত, পিরিতি ব্যবহার। কামিনি নব রস, ধমনি বেয়াপল, শীতলে অধিক বিকার॥ আরতি এক, যতন পুন দোসর, প্রসাদ দাস মুখ

ভাবার্থ।

= অবহুঁ কলেবর ইত্যাদি— হে সখে এইক্ষণ আমার এই দেহ প্রাণ বর্জ্জিত তবে যে স্পন্দন দেখিতেছ সে কেবল ধনীর কুহক জন্য হইতেছে প্রাণ পুত্তলীর সঞ্চার জন্য নহে।

÷ মদন দহন ইত্যাদি— মদনানলের প্রজ্জ্বলিত কাল অতি দারুণ বিবেচনায় কানুর প্রিয় সখাগণ, পদ্ম পত্রের শয্যা চন্দন লেপন, ও কমল কুসুমে সৌগন্ধ্য করিয়া কানুকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক নব পল্লবে বাজন শুশ্রূষা করিতেছেন।

মোর। বারিদ অম্বু, বরিখি কব বারব, আশহিঁ লুবধ চকোর ॥ ১১। ১০৭।

—:******:—

সখী উক্তি।

শ্রীরাধার পরিচয়।

—::****::—

সুহই।

শুন শুন অপরূপ, বচন মুরারি। সো ধনি রমণি, শিরোমণি নারি ॥ চলইতে গজহুঁ, গমন ধনি রঙ্গ। চরণ নখর যনু, হিমকর ভঙ্গ ॥ অঞ্জন (১) লোচন, শায়কে গরলা। বিম্ব রুচির যনু, অধরহুঁ অবলা ॥ হসইতে, বয়ন কমল, মধু বহই। দশন কিরণে যনু, মনমথ ছুটই ॥ কহইতে বচন, অমিয়া রস খলই। দিশইতে কতহুঁ, মদন তনু রচই ॥ মধুর মধুর লাবনি, কুলবালা। মণিময় হার, কুসুম শর মালা ॥ পরশিতে রমণি, তুয়া চিত সাধা। শ্রীবৃসভানু, সু নন্দিনি রাধা ॥ নব পরিচয়ে, নব, নাগর কান। পুলক বলিত চিত, হরল গেয়ান ॥ আপন পরিচয় পরসাদ গান। গোলকনাথ, (২) গুপত সুত জান ॥ ১২। ১০৮।

ভাবার্থ।

(১) অঞ্জন লোচন ইত্যাদি— কজ্জল রঞ্জিত নয়ন বিষাক্ত বাণ তুল্য।

(২) গোলকনাথ গুপ্ত— প্রসাদ দাসের পিতার নাম।

সখী-উক্তি আশ্বাস।

—:*****:—

ধড়ারি।

মাধব (১) অকুটিল, অব তুয়া চিত বিত, মেলব থল রস কেল। সুরধনি ধার, নিকস যব কুণ্ডলি, বারিধি বহি বহি মেল॥ লোচন* শায়ক,অপরূপ কাজ। বরিখিতে কাহু এক জন হানই, দুহুঁ জনে সো শর বাঝ॥ পুন শুন বিদগধ, মাধব কৈশর, তুয়া তনু জলধর জান। তুয়া তনু বিনু ধনি, বিজুরি স্বরূপিনি, কেলিক না রহু ঠান॥ নিরমল সৌহৃদ দৃঢ় ধরি রাখবি, পূরব চিত অভিলাস। শুনি অব পুলকিত, পামর পরসাদ, অনুজ শ্রীগোবিন্দ দাস॥ ॥৭৩।১০৭।

ভাবার্থ।

(১) মাধব অকুটিল ইত্যাদি— হে মাধব তোমার চিত্ত বৃত্তি প্রীতি পক্ষে যখন সরল হইয়াছে তখন রস কেলির স্থান স্বরূপ শ্রীরাধার সঙ্গ রস অবশ্যই লাভ করিবে। কেন না সুরধনীর ধারা কুটিল কুণ্ডলী অর্থাৎ পাক হইতে বহির্গত হইয়া সরল হইলে সেই ধারা সাগর সঙ্গম করে।

* লোচন শায়ক ইত্যাদি— ধনী নয়ন বাণ বিদ্ধ করিয়াছেন যে উক্তি করিলা তাহা তোমার উপকারের জন্য বোধ করিতে হয়, কারণ এই যে বেধ্য ও বেধক উভয়কে বিদ্ধ করা নয়ন বাণের অপরূপ শক্তি। এস্থানে দাসের আভাস এই যে, লক্ষ্য জনের রস হৃদয় স্পর্শ না করিলে দৃষ্টি প্রায় কুটিল হয় না।

শ্রীকৃষ্ণোক্তি।

—::***::—

মঙ্গল রাগ।

রাধা রস ময় নাম শ্রবণ করি, বিগলিত লোচন লোর। আনন্দ রস অব. স্বেদ বিন্দু ভেল, জপইতে গদ গদ ভোর॥ থরহরি কাঁপি, মুরছি মহি লোটই, পুলক মুকুল ভরু অঙ্গে। হৃদয়ে রসাশব, সুবলে আলিঙ্গই, চমকত নাম প্রসঙ্গে॥ রে সখা অবিরল, হৃদি মুগধাই। রা × রস উপজি, কণ্ঠ মঝু রোখই, ধা = পুন কহই না পাই॥ নাম + মরন্দ, পানে ঘন গুঞ্জর, নব * অলি নাগর রাজ। পরসাদ দাস, ভোরি অবলোকই, কানু পিরিতি রস সাজ॥ ১৪। ১১০।

—::***::—

বড়ারি।

শুনি তঁহি কান, নাম বর নাগরি, চকিতঁহি দশ দিশ হেরি। বিগত পরাণ, দেলি যনি পৌনহি, রাধা কহ বেরি বেরি॥ শ্রবণ রসায়ন, ললিত নাম ধনি, জপইতে আরতি

ভাবার্থ।

নাম শ্রবণে মাধবের সাত্ত্বিক লক্ষণ উদয় হইল;

× রা রস— রাধা নামের রা অক্ষর।

= ধা— রাধা নামের ধা অক্ষর।

+ নাম মরন্দ— রাধা নামের মধু।

* নব অলি নাগর— শ্যামসুন্দর।

মোর। তুণ্ডহি (১) একে, করত বহু তাণ্ডব, সাধ হৃদয় নহ ওর॥ মূরতি যৈছে, ঐছে বর নাম। রাধা রস মদ, গরবিত অন্তর, ইহ দিন শুভ অনুপাম॥ অপরূপ (২) নাম, আলাপন কীর্ত্তনে, দরশিয়ে অভিনব রীত। মনমথ বৈরি, পুলক উপজায়ত, পরসাদ ভুণ রস নীত॥ ১৫।১১।

—:******:—

শ্রীকৃষ্ণের নিজ সখির আগমন এবং উক্তি।

গান্ধার।

সুবলে (৩) নাগরে কহিছে কথা। এক সহচরি, মিলল তথা॥ কি কথা কহিলা, নাগর (৪) মুনি। কহনা আমারে, মরম শুনি॥ তোমারে নাগর কেমন লাগে। পিরিতি গন্ধ, আসিছে নাকে॥ কবে হতে হল, এমন রঙ্গ।

ভাবার্থ।

(১) তুণ্ডহি একে ইত্যাদি— হে সখে এক মুখে নাম জপনাতে হৃদয় সাধের তৃপ্তি হইতেছে না।

(২) অপরূপ নাম ইত্যাদি— হে সখে ধনীর নাম লাভ ভিন্ন ধনী লাভ হয় নাই তবে কেন কেবল সেই নাম আলাপনেই বৈরি কন্দর্প আমার পুলক সঞ্চার করিতেছে। দাসের আভাস এই যে নাম ও নামী অভেদ পদার্থ।

(৩) সুবলে নাগরে ইত্যাদি— সুবলের সহিত মাধবের রসালাপ হইতেছে এমত কালে যুগল রস জীবিনী সখী মাধব চিত্তে রাধা প্রেমের উদয় মনে জানিয়া আনন্দের সহিত আসিয়া কহিতেছেন।

(৪) নাগর মুনি — সখী দর্শনে নাগর রসালাপ ত্যাগে মৌন হইয়াছেন বিধায় নাগর মুনি প্রযুক্ত হইয়াছে।

জেরে ঘে দিয়েছে, জলদ অঙ্গ॥ থির কলেবর, না দেখি কেন। বড়সি বয়নে, সফরি যেন॥ সুবল কহিছে, শুনিয়া ভাষা। খিবর চিহ্নয়ে, মিনের বাসা॥ কানুরে বিন্ধেছে, রমণি রাধা। সফল করহ মনের সাধা॥ শুনিয়া সখির মরম ভোর। ঢল ঢল আঁখি, গলয়ে লোর॥ প্রেম উপজল সখির অঙ্গে। প্রসাদ কান্দয়ে, সখির সঙ্গে॥ ১৬। ১১২।

—:*****:—

সখি উক্তি।

—:******:—

সুহই।

সহচরি আনিয়া, পানে পরিপূরলি, কহইতে গদ গদ রোয়। প্রেম পবিত, মুরতি বর নাগরি, তুহুঁক তুলন দুহুঁ হোয়॥ দুহুঁ তনু মিলইতে ভালে। রঞ্জন * নীল সরোরুহ নাগরে, দলিত চিকন হরিতালে॥ বেদন + হৃদয়ক, লেয়ব বাঁটিয়ে, ঐছন বচন হামার। সখিগণে যুগল, মিলন রস বাঁটবি, সো যদি করবি সাকার॥ শুনি সখি বচন, প্রসাদ দাস ভণ, নয়নে ঝুরত অবলেহ। যো জন রাধা, রতন মিলায়ব, লেয়ব কিনি হরি দেহ॥ ১৭। ১১৩।

ভাবার্থ।

* রঞ্জন নীল ইত্যাদি— নীল কমল রূপ নাগরের অঙ্গকে, দলিত সুচিক্কণ হরিতাল রূপ রাধার অঙ্গ শোভিত করিবে।

+ বেদন ইত্যাদি— নাগর, তোমাদের যুগল মিলন রস আমাদিগকে যদি বাঁটিয়া দাও তবে তোমার বেদন আমরা বাঁটিয়া লইব।

শ্রীবৃসভানু কুমারী সমীপে শ্রীকৃষ্ণের আপ্ত দূতি গমন। কৌতুক উক্তি। বিনয় বচন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বিরহ দশা বর্ণন। নিজ সহভিব্যাহারে শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ নিকট আনয়ন এবং মিলন তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রস্য।

—:*****:—

কামোদ।

নিশে সঞে হেরিয়ে শশধরে গোরা। ভাব কলিত তনু, নাগর রসপতি, অনুভবি পুলক বিভোরা॥ অসিতে দুখিত চিত, লুবধ বিলাপিত, বিধু নিধি বিরহ চকোর। যনু সিত রজনি, দোতি বনি যায়ল, মেলল চন্দ্র নিয়োর॥ বেদন কহি, আশ্বাস মিলল যব, যামিনি পুলকিনি ভোর। নিজ সঞে আনি, মিলায়ল চন্দ্রিম, হরসিত লুবধ চকোর॥ পিয়ত চকোর, সুধা রস চন্দ্রিম, কহতহিঁ দাস পরসাদ। জগ জন সব চিত, চেত জোত পহুঁ, ধৌত পবিত মরি-যাদ॥ ১৮। ১১৪।

ভাবার্থ।

শুক্লপক্ষে নিশী ও চন্দ্র একদা উদয় হয়। শ্রীগৌরসুন্দর নিশীর সহিত যুগপৎ চন্দ্রের আগমন দৃষ্টে, এই অনুভব করিতেছেন যে কৃষ্ণ পক্ষে সুধা বিরহী চকোরের দুঃখে দুঃখিনী শুক্লা যামিনী, চকোরের দূতীরূপে চন্দ্র নিকটে গিয়া চকোরের বেদন জানাইয়া চন্দ্র সহকারে সমাগতা হওয়াতে লুব্ধ চকোর সুধাপানে তৃপ্ত হইতেছে। পক্ষান্তরে শুক্লা নিশীর সহিত চন্দ্রের উদয় নিরীক্ষণে শ্রীগৌরসুন্দরে ব্রজরসের

দূতি উক্তি

ধানশী।

কুঞ্জে চলহে শ্যাম। কানুর নিকটে, বিদায় হইয়া, মিললি রাইয়ের ঠাম॥ হাঁসিয়া হাঁসিয়া কয়। তোমারে দেখিলে, আমার মনেতে, রসের কথা না রয়॥ সখিনি ÷ রহবি সাখি। পিরিতি পিরিতি, মুখানি চিকন, তরল তরল আঁখি॥ আবার দেখ লো হেথা। পুরুষ আকুল, সেকি অচরিত, হেরিলে নারির বেথা॥ এ আর কেমন রঙ্গ। কালি যে খেলিলি শিশুর সঙ্গে, আজি যে নয়নে ভঙ্গ॥ সখিরে = কহিছে রাই। বচন প্রবন্ধ, ভাল না লাগিছে, মরম শুনিতে চাই॥ ওমা × এ কি রসের চিহ্ন। বয়েসে

ভাবার্থ।

উদয় হইয়াছে। এই পক্ষে শুক্ল নিশী নাগরের দূতী রূপা সখী; কৃষ্ণ পক্ষ, নাগরের বিরহ বোধক। চকোর, বিরহী শ্যামসুন্দর বোধক। সুধাধাম চন্দ্র, শ্রীরাধার অঙ্গ বোধক।

নাগরের সখী নাগরকে কুঞ্জে গমনের সঙ্কেত করিয়া ধনীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আপন উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া ধনীর মর্ম্ম জানিবার জন্য রসোদ্দীপক কৌতুক আরম্ভ করিলেন।

÷ সখিনি রহবি সাখি— আগত সখী ধনীর সখীদিগকে নিজ কথার সাক্ষী রাখিতেছেন।

= সখিরে কহিছে রাই— নাগরের সখী প্রতি ধনীর উক্তি।

× ওমা এ কি ইত্যাদি – নাগরের সখীর উক্তি।

কাঁচা, কথাটি পাকা, রসের ঘরের গিন্নি॥ শুন হে কমল মুখি। বিরলে সজনি, রস শিখাইল, নাগর না পেয়ে দুখি॥ শুনিতে ধনির লাজ। মু খানি মোরিয়া, ঈষত হাঁসিছে, কত না রসের সাজ॥ প্রসাদ কহিছে হে। রাইরে শিখাবে, রসের বারতা, এমন মেয়ে বা কে॥ ১৯। ১১৫।

—::****::—

তথা রাগ।

দেখিতে আসিয়াছি। রাজার সোহাগি ঝি। তনুর উপরি রসের লহরি, বসিয়া করিছ কি॥ গৌরি (১) বরত থেনে, এহেন যৌবন মেনে, মিলন না দিলে, রসিক সুজনে, বৃথা গোঁওাইছ কেনে॥ অনুপম পরসঙ্গ। যৌবন লতার ভঙ্গ। রসিক অঙ্গ, পরশ পাইলে, দিনে দিনে বাঢ়ে রঙ্গ॥ কর ধনি অবধান। না কহ বচন আন। মাধব নাগরে, বিন্ধিয়াছ না কি, কুটিল নয়ন বাণ॥ প্রসাদ কহিছে বাণি। যে কথা কহিলা মানি। সত্যি সত্যি, পুনহি সত্যি, দেখেছি সকল জানি॥ ২০। ১১৬।

—:*****:—

মল্লার।

কিয়ে অব সুন্দরি ইহ চিত রঙ্গ। নিরজনে কানু,

ভাবার্থ।

১১৫ নাগরের সখী নাগরকে কুঞ্জ গমনের সঙ্কেত করিয়া ধনীর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং আপন উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া ধনীর মর্ম্ম জানিবার জন্য রসোদ্দীপক কৌতুক আরম্ভ করিলেন।

(১) গৌরি বরত— অভিপ্রেত পতিলাভার্থ গৌরী ব্রত প্রসিদ্ধ।

নিরখি কলি ভঙ্গ ॥ কব তুহুঁ উর হি, পসারলি কেশ। পুন(১)হি বনায়লি, কুসুমিত বেশ ॥ মৃদু অবহাসি. সখিনি সঞে বোল। বিকশি (২) আগোরলি, উরজ নিচোল ॥ হেরিতে কব তুহুঁ, সো বিধু বয়না। শ্রবণক অঞ্চলে, নেয়লি নয়না ॥ কব পুন চলইতে, পিছু দিশি পেখি। সখি সঞে বচন, কহিতে (৩) মুখ দেখি ॥ কব তনু মোরলি করে কর যোর। কুচযুগ চারু, কিরণে কলি ভোর ॥ অঙ্গ সহজ করি, পুন রস নেল। কামুক মুখ লখি, সখি গল মেল ॥ অনুপম সহচরি, ইহ পরসঙ্গ। পরসাদ গাওয়ে, পহিল রস রঙ্গ ॥ ২১। ১১৭।

—:*****:—

বালাধানী।

তুয়া * তনু বরণ, কিরণ অনুমানিয়ে, নিরখয়ে বিজুরি বিলাস। মানসে মনমথ, অনুখন জাগত, উপজয়ে বিরহ হুতাশ ॥ হেরিতে কমল, কুসুম কুল আকুল, আগোরি + উরহি মুরারি। শীতল সরস, পরশ বিনু চঞ্চল,

ভাবার্থ।

(১) পুনহি বনায়লি—কুসুম দিয়া কেশ সাজইবার প্রথা আছে।

(২) বিকশি আগোরলি— ঈষৎ উদ্ঘাটন করিয়া পুনর্ব্বার আবরণ করিয়াছিল।

(৩) কহিতে মুখ— নাগরের মুখ।

* তুয়া তনু বরণ ইত্যাদি— হে ধনি বিদ্যুৎ বিলাসটী তোমার তনু কিরণ অনুমান করিয়া একান্ত অনুরাগে নিরীক্ষণ করে।

+ আগোরি উরহি— সেই মুরারি বক্ষঃস্থলে বেষ্টন করিয়া ধরে।

চমকই হরি পরিহারি ॥ এ ধনি কি কহু, অব পুন তোয়। নিশি দিন মুরলি, বয়নে গুণ গাবই, সজল নয়নে ঘন রোয় ॥ তোঁহারি সঙ্গ, পরসঙ্গ কহত যব, যতনে আলিঙ্গই কান্। তুয়া অনুরাগে, ঐছে চিত আরতি, প্রসাদ দাস দৃঢ় জান্ ॥ ২২। ১১৮।

—:*****:—

সুহই।

বিধু মুখ হেরল সো বর কান। তবধরি বয়ন, তুয়া গুণ গান ॥ শয়নে সপনে গুণ, চরিত আলাপি। জাগর সম হি কলেবর কাঁপি ॥ না কহ না শুন, আন হি ভাষ। মোহন + বয়ন বরণি পরকাশ ॥ যুবতি কলাবতি, রতি + সম শ্যামা। করু মনমোহন, রস গুণ গামা ॥ আয়ত * যায়ত রূপক লাগ। অবনত লোচন কোন না চাগ ॥ এ বর রমণি, কুহুকি কত জান। ব্রজ গুণবতি গণে গরল (×) গেয়ান ॥ প্রসাদ দাস ভণ ধনি মরিযাদ। সহজ রভসে অব, ইহ পরমাদ ॥ ২৩। ১১৯।

ভাবার্থ।

। মোহন বয়ন ইত্যাদি— হে ধনি কেবল তোমার এই মোহন মুখের গুণ বর্ণন করে।

+ রতি সম ইত্যাদি— কন্দর্প রমণী তুল্যা মনোরমা অন্যা ব্রজ রমণীগণ।

* আয়ত যায়ত ইত্যাদি— নাগরের মনোহর রস রূপে আকৃষ্ট হইয়া গতাগতি করে কিন্তু তাহাদিগকে দেখিবার লালসায় নাগরের নয়ন কোণও উঠে না।

(×) গরল গেয়ান— বিষ বিষ জ্ঞান করে।

মল্লার।

উদধি (=) অগাধে, বিবিধ নিধি খেলত, নৈপুন ধি-বর বিচার। যৌবন সিন্ধু, রতন রস মানিক, সুরসিক পু-রুখ উধার॥ সুন্দরি মুরহর, রসিক সুজান। এ তনু পরশ, লাগি বহু ব্যাকুল, তুরিতি করহ সমাধান॥ মদন জনিত রস বিদিত বিলাসিনি, রঙ্গ রভস পরকাশ। তুয়া অনুরাগি নাহ বর বৈমুখ, অনুখন রহত উদাস॥ কহইতে রাই, মধুর রস ভাসত, পুলকিত উনমত ভোর। পরসাদ দাস, ভণই বর নাগরি, চাতুরি অব করু ওর॥ ২৪। ১২০।

—:*****:—

প্রত্যুত্তর শ্রীরাধা উক্তি।

কেদার।

উছলিত নাগর, মনমথ বারিধি, হাম হি শিশু মতি বালা। অবিদিত = সুরত তরণ তরি চাতুরি, লেয়ব ই-ছুই কি জালা॥ এ সখি কহসি বচন পরিপাটি। হেরি প-রশি তনু, সুদৃঢ় আলিঙ্গব, লেয়ব কো দুখ বাঁটি॥ গুণবতি রূপসি, যুবতি বর নাগরি, গোকুলে শত শত মেলি। লো-চন কুটিলে গতায়ত ফুল শর, বিদিত বিবিধ রতি কেলি॥

ভাবার্থ।

(=) উদধি অগাধে ইত্যাদি— ডুবারুরা অগাধ সমুদ্র স্থিত রত্ন উত্তোলন করে। আর রসিক পুরুষেরা যৌবন সিন্ধুর রত্নাদি উদ্ধার করে।

= অবিদিত সুরত ইত্যাদি— ধনী নাগরের সখীকে কহিতেছেন সুরত সাগর তরণে তরণী রূপ যে চাতুরী, তাহা আমার অবিদিত, অতএব ইচ্ছা পূর্ব্বক কি জ্বালা অর্থাৎ বিড়ম্বনা গ্রহণ করিব।

সখি মুখ হেরি, মন্দ মতি পামর, কহত হিঁ পরসাদ দাস। রঙ্গিনি অভিনব, রভস পুরাতন, কাহেক মিলন তরাস॥ ২৫। ১২১।

—::***::—

সখি বচনং।

ভূপালী।

এ ধনি রসিক, পিরিতি অপরূপ। সো বিনু যুবতি, নীর * বিনু কূপ॥ তরু + বর ফল সম, প্রেম হি রাই। ঝাঁপিতে পীন, বৃহত উপজাই॥ গুরুজন ÷ অপযশ কুল ভয় লাজ। গোপত প্রেমক, সব রস সাজ॥ রোখত = পরশ, উপজি অনুরাগ। কুসুম না ঝাঁপি, সুরভি তহিঁ ভাগ॥ কো কছু সো রস, সুরসিক সঙ্গ। মারুতে + উন্নত গঙ্গ তরঙ্গ॥ সবহুঁ নিদেশ, কহলু অবধারি॥ প্রেম (÷) হি

ভাবার্থ।

* নীর বিনু কূপ— জল শূন্য কূপ।

+ তরুবর ফল সম ইত্যাদি— তরুতে ফল আবরণ করিয়া রাখিলে যেমন স্থূল ও বৃহৎ হয় সেইরূপ প্রেমও গোপন করিলে বর্দ্ধিত হয়।

÷ গুরুজন অপযশ ইত্যাদি—এই সকল গুপ্ত প্রেমের রসসজ্জা।

= রোখত পরশ ইত্যাদি— নায়ক মিলন বিষয়ে যত প্রকার প্রতিবন্ধক আছে সকলই অনুরাগ বর্দ্ধক।

+ মারুতে উন্নত ইত্যাদি—বায়ুর উন্নতি অনুসারে তরঙ্গের উন্নতি।

(÷) প্রেমহি সম্পদ ইত্যাদি— প্রেম শব্দের অর্থ, আত্ম সুখ তাৎপর্য্য রাহিত্যে অনন্যানুরাগ, এই অনুরাগ দুই অবয়বে অবয়বী, এক সম্ভোগ দ্বিতীয় বিপ্রলম্ভ।

সম্পদ, গুণবতি নারি। লাজ তরাস, সবহু করু দূর। পর-সাদ দাস, মনোরথ পূর॥ ২৬। ১২২।

মায়ূর।

সুন্দরি না জানি, করু ইহ রঙ্গ। দূর (১) রহব তছু, পরশ সুধারস, দরশনে পুলকব অঙ্গ॥ কণ্টক মদন, যবহুঁ তনু পৈঠই, সমুচিত নহত তরাস। কণ্টক আন, প-রশ যব পায়ব, মেলব তছুক নিকাস॥ নাগরি সাহস, করি নিজ যৌবনে, শুভখনে করু অভিসার। দূর সোঁ কাহে, ভয়ী উপচকিত, দরশে বুঝবি ব্যবহার॥ মাধব (২) দর-শনে, পরশ অরোচব, আয়বি ফিরি মুখ মোরি। পরসাদ দাস, কহত অবহাসিয়ে, আয়ব ফিরি ধনি থোরি॥২৭।১১৩।

—:*:—

অভিসার।

বড়ারি।

হেরিতে = সখি মুখ, অনুমতি দেল। বেশ বনাই, সজনি সঞে গেল॥ কত চিত সংশয়ে, করু অভি-

ভাবার্থ।

(১) দূর রহব ইত্যাদি— হে ধনি, নাগরের স্পর্শ সুখ দূরে থাকুক দর্শন মাত্রই তোমার পুলক হইবে।

(২) মাধব দরশনে ইত্যাদি— নাগরকে দেখিয়া স্পর্শ করিতে রুচি না হইলে ফিরিয়া আসিও তখন কেহ বাধা দিবে না।

= হেরিতে সখি মুখ ইত্যাদি— নাগরের সখীর বচন শ্রবণান্তে ধনী নিজ সখিগণের মুখ নিরীক্ষণ করাতে সখীরা নাগরের একান্ত অনুরাগ জানিয়া নয়ন ঈঙ্গিতে অভিসারের অনুমতি দিলেন।

সারি। পদ দশ যাই, উলটি রহু থারি ॥ সখি মুখ হেরি, লাজ অবগাহ। নব অভিসারিণি, অবনত চাহ ॥ কভু * আশয়াসয়ে, কভু রস ভাষ। ঐছে মিলল সভে, কুঞ্জক পাশ ॥ নাগর দোতি, আগুসরি গেল। শুভ সম্বাদ, কুঞ্জে তহিঁ দেল ॥ চেতন নাগর, কিয়ে অনুমানি। গত জীবন যনু, দেয়ল আনি ॥ সহচরি বসন, ধরিয়া বর নারি। তরসিত কুঞ্জ, সমুখি রহু থারি ॥ পরসাদ দাস, কহত রস রাজে। শত × শত কণ্টক, রহু শুভ কাজে ॥ ২৮। ১২৪।

—:*:—

শ্রীরাধা এবং সখিগণের রস কৌতুক।

মঙ্গল।

এ সখি + কিয়ে অব কানু আলাপি। মদন কুসুম শর, মরমে সম্ভায়ল, অনুভবি মঝু তনু কাঁপি ॥ সখি মুখে ÷ শুনি মঝু, বচন সমাগম, দারুণ উনমত সাজ। কাল্ কুটিল বিষধর যনু জাগল, ঈষত পরশিতে মাঝ ॥ এইছন বেলি,

ভাবার্থ

* কভু আশয়াসয়ে ইত্যাদি— ধনীর সখীরা কখন ধনীকে আশ্বাস বচন কখন বা রস বচন কহিতেছেন।

× শত শত কণ্টক ইত্যাদি— "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" অর্থাৎ ধনী আগমন করিয়াও কুঞ্জে প্রবেশ করিতেছেন না।

+ এ সখি কিয়ে ইত্যাদি— শ্রীরাধার উক্তি।

÷ সখি মুখে শুনি ইত্যাদি— শ্যামসুন্দর নিজ সখী মুখে আমার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে, মধ্য দেশ স্পর্শমাত্র ভুজঙ্গ যেমন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে তদ্রূপ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কালি পুন আয়ব, আজুকি * যুগতি পয়ান। কুটিল কটাখে কুঞ্জ পুন হেরত, মোরত হসিত বয়ান ॥ সখি কহ না সখি, না দাস পরসাদ, যায়ব অব তুয়া সঙ্গ। যাহ চলি একলি, তুহুঁ যনি যায়বি, না সহু ধনি ইহ রঙ্গ ॥ ২৯। ১২৫।

—:*:—

বড়ারি।

সহচরি [১] ধাবই, উরে দিল কাণ। অবহসি বোলত, সব অব জান ॥ না কহু তুয়া চিত এক হি জান। অনুখন মাঁগয়ে, কুঞ্জ পয়ান ॥ চিত মাহা এক, কহসি ভিন্ন ভাষ। সইজ না জানিয়ে, তুয়া পরিহাস ॥ কিয়ে করু রঙ্গ ভঙ্গ পরচার। বালুক × পর যনু, নীরক ধার ॥ নিচয় বচন ধনি, কহিতে কি হোয়। হোই কি না ইহ, কহ তুহুঁ মোয় ॥ হসি ধনি গোপল, বসনে বয়ান। সখি অব হাসিয়ে, অঞ্চল টান ॥ অনুনয়ে, ভণয়ে দাস পরসাদ। বাহিবে কেলি, কুঞ্জে পরমাদ ॥ ৩০। ১২৬।

ভাবার্থ।

* আজুকি যুগতি পয়ান— অদ্য প্রত্যাগমন করাই সদ্‌যুক্তি।

[১] সহচরি ধাবই ইত্যাদি— এক সখী বেগে গিয়া ধনীর বক্ষঃস্থলে কর্ণ রাখিয়া কহিতেছেন এ ধনি এইত তোমার মনের কথা সকলই জানিতে পারিলাম।

× বালুক পর জলু ইত্যাদি— চরার উপর নদীর স্রোত খরতর হয় কিন্তু জল অগভীর, সেইরূপ হে ধনি তোমার এই সকল কথা কেবল মুখে, গম্ভীর স্থান যে হৃদয় তাহাতে নাই।

গান্ধার।

আয়বি কালি, বচন পুন তোর। শুনইতে মঝু তনু মন ধনি ভোর॥ আজি কি কালি, কিয়ে পুন যাসা। নব অভিসারিতে, সগহি তরাসা॥ মোহন কুঞ্জ, নিরখি বর নারি। যায়বি কহসি বচন বলিহারি॥ রঙ্গিনি এ সব, রঙ্গ বিলাস। নাহক নিকঠহিঁ, আদর আশ॥ সব তনু নাগরি বাঁজর ভেল। না = রোখি রস অব, মিছু করু কেল॥ সখিগণ × প্রেম, আশ গরিয়ান। পরসাদ দাসক, সজল নয়ান॥ ৩১।১২৭।

—:*:—

যথা রাগ।

রোখত (১) পুন, অবহস বর নারি। তছু (২) অনুকুল বচন সখি বোলসি, অনুখন সহই কি পারি॥ ইহ সব সঙ্কট, কাল্ গোঁওয়ায়লি, না পুন আয়ব সোয়। শুনইতে অব পুন, বচনহি ঐছন, কৌতুক উপজয়ে তোয়॥ যাহুক যব সখি, বিপদ আগোরত, জানত তছুক পরাণ।

ভাবার্থ।

= না রোখি রস— রস রোখ (বাধা) মানিতেছে না।

× সখীগণ প্রেম ইত্যাদি— প্রসাদ দাস কহিতেছে যুগল আস্বাদনের নিমিত্ত সখিগণের কি গুরুতর আশা।

(১) রোখত পুন ইত্যাদি— ধনী ক্ষণে সখীগণের প্রতি কোপ ভাব দেখাইতেছেন ক্ষণে হাস্য করিতেছেন।

(২) তছু— কানুর।

কাহেক [৩] সখি মঝু, সদনে বিহারসি, অনুগত অব যদি কান॥ শুনইতে রভস চতুরি বর নাগরি, কহত হিঁ দাস পরসাদ। এ সখি (৪) রমণি, রোখ পুন পরসন, দুহুঁক এক মরিযাদ॥ ৩২। ১২৮।

—:*****:—

মল্লার।

সুন্দরি + কাহে, করসি তুহুঁ ভীতে। বেরি নিকুঞ্জ, শয়ন পরশায়ব, আয়বি চলি তুরি রীতে॥ সখি তুয়া অঙ্গ, পরশি তহিঁ বৈঠব, কানুক পরশ রোখাব। কেলি বচনে পরিহাসব মাধব, মুদিত নয়নে শুনি যাব॥ ধনি পরবোধি, লুবধি করি সঙ্গিনি, কুঞ্জ ভবনে সভ মেল। অনুপম রমণি, রূপে বর নাগর, অবিচল লোচন ভেল॥ রাধা মাধব, পহিল সমাগম, গাবই সখি জয় ভাখ। দুহুঁ অনুদাস, প্রসাদ দাস চিতে, উড়লহুঁ পুলক পতাক॥ ৩৩। ১২৯।

ভাবার্থ।

[৩] কাহেক ইত্যাদি— যদি কানুর অনুগতই হইয়াছ তবে কেন আমার নিকটে রহিয়াছ।

(৪) এ সখি রমণি রোখ ইত্যাদি— প্রসাদ দাস কহিতেছে হে সখি চেয়ে দেখ এই ধনীর কোপ ও প্রসন্নতা উভয়ই তুল্য রস সম্পন্ন।

+ সুন্দরি কাহে ইত্যাদি— এ ধনি ভয়ের কোন কারণ নাই একবার তোমাকে কুঞ্জের শয্যা স্পর্শ করাইয়া আনিব, এবং ঐ কাল তক আমরা সখীরা তোমাকে ধরিয়া থাকিব কানু স্পর্শ করিতে চাহিলে বাধা দিব।

অথ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।

বালা ধানশী।

হরি × পরিজঙ্কে, শুতায়লি সহচরি, বোলি না পরশ কানাই। মৃদু হসি নিকসিতে অনুমতি দেয়লি, সখিগণ নয়ন নাচাই॥ কুটিল নয়নে সখি গমন নেহারলি, আকুল অভিনব গোরি। নাগরি গমন যতন অনুমানিয়ে, অনুনয়ে নাথ আ-গোরি॥ বিধুমুখি শয়নে শুতলি মুখ মোর। সঙ্কুচি কনক কলেবর ঝাঁপলি, চিত্র পুতলি হরি কোর॥ অঙ্গ + সমীরে চমকি শিতকারই, শয়ন সীম আগুয়ান। কর উলটাই, লোর ঘসিটায়ত, প্রসাদ দাস রস গান॥ ৩৪। ১৩০।

—::***::—

গান্ধার।

রতি রস ভীত হিঁ, অভিনব নারি; পরশিতে সো তনু, তরসি মুরারি॥ বচন * বিনীত, পহিল পরসঙ্গ। মানসে খেলত, মদন তরঙ্গ॥ ভুজ পরি পাণি, সরোরুহ ডার। চমকিত নাগরি, ভুজে কর বার॥ সুযতনে সুন্দরি,

ভাবার্থ।

× হরি পরিজঙ্কে ইত্যাদি— নাগরের পর্য্যঙ্কে ধনীকে শয়ন করাইয়া সখীরা কহিতেছেন হে কানু! ধনীকে স্পর্শ করিও না। কিন্তু শয়ন করাইবার পরেই সখীরা একদা সকলে বেগে কুঞ্জ হইতে বহি-র্গমন কালে নয়ন কৌশলে, স্পর্শ করিবার জন্য কানুকে অনুমতি দিয়া বাহিরে গমন করিলেন।

+ অঙ্গ সমীরে ইত্যাদি— কানুর অঙ্গ বায়ু স্পর্শ মাত্র ধনী চম-কিতা ও রোমাঞ্চিতা হইয়া শয্যার প্রান্তভাগে অগ্রসর হইতেছেন।

* বচন বিনীত— নাগরের বিনয় বাক্য।

আকুল হোয়। বিনিমুখ শয়নে, বসনে তনু গোয়॥ সুরত + বিড়ম্বনে, আকুল ভেল। নাগর করু মন মোহন কেল॥ রাধা মাধব, পহিল বিলাস। গায়ত দুহুঁ গুণ, পরসাদ দাস॥ ৩৫। ১৩১।

—::***::—

ভূপালি।

সাধসে = নিশসই, না কহু বোল। নাগরে পরশই, মদন হিলোল॥ রস মত কানু, কঠিন ধনি ভেল। খনে বৈরতি রস, খনে করু কেল॥ অনুনয় রস পুন, কাকুতি বানি। পুন পুন চরণে পসারই পাণি॥ খনে খনে নাগর, কহু আশ্বাস। নিরখি অনাশয় বচন উদাস॥ সুরত না যাচিয়ে করু অবধান। বয়ন বচনে, তুহুঁ বেদন মান॥ বেরি বচন কহ, যোরিয়ে হাত। না পরশব তনু, অকপট বাত॥ দুহুঁ করু কৌতুক, দুহুঁ পুলকাব। দাস প্রসাদ, যুগল জয় গাব॥ ৩৬। ১৩২।

—:*****:—

তথা রাগ।

সরস (=) বচন শুনি, পুলকক পুঞ্জ। দিঠি উনমীলিত, দরশই কুঞ্জ॥ বিদগধ মাধব, বুঝি অনুভাব। পদ পরিহারি, শয়ন দিশি ধাব॥ শুতি ধনি শির তল, এক কর

ভাবার্থ।

+ সুরত বিড়ম্বনে — নাগর রতি বিড়ম্বনায়।

= সাধসে ইত্যাদি— ধনীর অবস্থা।

(=) সরস বচন ইত্যাদি— ঐ চরণে ধনীর অবস্থা।

দেল। অঙ্গ আগোরল, সনমুখি ভেল॥ নীবি নিবন্ধন করু ধনি চান্দ। মদন তরঙ্গহুঁ, তোড়ই বান্ধ॥ কোরে আগোরল, হিয়া হিয়া যোর। দুহুঁ তনু যোরল, দুহুঁ জন ভোর॥ দিঠি দিঠি ভেটল, সুরত তিয়াষ। দহুঁ চিতে লালস, মদন বিলাস॥ দুহুঁ রস চাতুরি, দুহুঁ করু পান। দাস প্রসাদ, যুগল গুণ গান॥ ৩৭। ১৩৩।

—:******:—

সুহই।

অঞ্চল উরজ উতারল কান। লহু লহু হাসি, বয়ন শশি মোরল, নহি নহি নাগরি ভাণ॥ কুঞ্জ রুচির যনু, দ-রশ আকিঞ্চন, লোচন বেকতি গোরি। নয়ন কুটিল গতি, অনুভবি আরতি, আজু হি নাগর ভোরি॥ দশনক দংশন, পুন পুন চুম্বন, অধরামৃতে পুলকাই। দূর করত মদনানল নাগর, হৃদয় সরসি অবগাই॥ সুরত আলাপনে, দুহুঁ দুহুঁ হেরত, বিলুবধ যুগল চকোর। একক ঠামে, বিলাসত দুহুঁ তনু, প্রসাদ দাস চিত ভোর॥ ৩৮। ১৩৪।

—:******:—

পূর্ব্বরাগ।

চতুর্থ মণি।

সএব দর্শন পূর্ব্বরাগঃ প্রকারান্তর মাহ।

তত্র শ্রীরাধিকায়াঃ তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রস্য॥

গৌরী।

সুরধনি তট অপরূপ। হেরলু গৌর, পিরিতি রস কুপ॥ অনুক্ষণ যনু মাতওয়ার। হরি হরি জপিতে অথির অং-

নিবার ॥ তড়িত নিন্দি, তনু শোভা। কুলবতি গতি, যতি মানস লোভা॥ অমর রমণি মুখ দেখ। না পারি বাহরি, * মন সঞে এক ॥ হেরিতে চিত অগেয়ান। বেদনে অবিরত, দুখিত পরাণ॥ কিয়ে মঝু কুল ভয় লাজ। নিমগলু সজনি, গৌর রূপ মাঝ॥ প্রেমে ধরণি তল, টলই। গদ গদ ভাব নয়নে ঘন গলই॥ নাচিতে পিরিতি বিলায়। শত শত ভকত মধুর গুণ গায়॥ পূরল জগ জন আশ। বঞ্চিত একলি পরসাদ দাস॥ ১। ১৩৫॥

—:*****:—

শ্রীরাধিকার উক্তি।

সুহিনী।

অপরূপ কানু কলেবর ভঙ্গ। তনু মনমথময় মধুর তরঙ্গ॥ কালিন্দি যাইতে, আছল সাধ। নিরখি চান্দ মুখ, মঝু পরমাদ॥ হসিত দশন লখি, ভৈ গেলুঁ ভোর। নিমিখ নিবারল, লোচন মোর॥ নিরখিতে নব জলধর তনু কান। মরমক বেদন, মরমহিঁ জান॥ নীপক বিটপে, এক ভুজ ঠেকা। পুলক পুতলি যনু, থারলি বেঁকা॥ রূপ রতন মঝু, হিয়ে করু কেল। অনুখন নাচত, নিবসতি নেল॥ শুনইতে দাস প্রসাদ, তহিঁ ভাণ। কানু কলেবর, কুসুমিত বাণ॥ ২। ১৩৬।

—:*****:—

সিন্দুড়া।

রাতা উতপল, চারু চরণ রুচি, কাঞ্চন মঞ্জির বাজ।

ভাবার্থ।

* বাহরি মন সঞে— মন লইয়া প্রত্যাগমন করা।

মণি ময় বলয়, নিলয় মধু বাদন, পাণি সুমণ্ডিত সাজ॥ মোহন ধবল কুসুম হৃদি হার। ডোলি ডোলায়ে, রমণি মন ধৈরজ, শারদ + কুমদ বিহার॥ মোহন বয়ন, তিলক লত মোহন, মোহন চন্দন বিন্দু। নীল নয়ন দল, অরুণিম কান্তিম, নট নট খঞ্জন নিন্দু॥ শির পর কনক চূড় মণি রঞ্জিত, বিবিধ বিনোদিত ছন্দ। ভণ পরসাদ, দাস বর নাগর, মনমথ চিত অনুবন্ধ॥ ৩ ১৩৭।

—:*****:—

গান্ধার।

নব ঘন মুরতি, অভিনব কান। অম্বর পীত, বিজুরি অনুমান॥ বয়ন বচন যনু, ঘণ মধু নাদ। মনমথ জাগল, মন উনমাদ॥ অশনি নিদারুণ, কুটিল নয়ান। পরশিতে তনু জীবন সমাধান॥ অপরূপ অশনি, অনল নহ ক্ষীণ। নব পলে নব, বেদন পরবীণ॥ পুন অছু বেদন, না মুঝে সহই। অনল শিখা মঝু, সব তনু ভরই॥ প্রসাদ দাস ভণ, সো কভু নিভই। নব জলধর তনু, না যব মিলই॥ ৪। ১৩৮।

—::****::—

ধানশী।

সখিহে অঙ্গ মদন ময় পুরি। দেখিলে বরণ জুতি,

ভাবার্থ।

+ শারদ কুমদ— শরৎকালীয় শ্বেতোৎপলের ন্যায়।

১৩৮ ধনী নাগরকে মেঘরূপে বর্ণনা করিয়া, পীত বসনে বিদ্যুৎ, বাক্যে কন্দর্পোদ্দীপক মেঘের মধুর নাদ, ও কুটিল নয়নে বজ্রের সাদৃশ্য করিতেছেন।

চঞ্চল যন্তি সতি, এ ঘর * করণে দেয় ডুরি॥ সাধে সাধে জলে গেলুঁ, কালা রূপ দেখি আলুঁ, নিশি দিন পড়ে মোর মনে। দেখায়ে অনল জুতি, পতঙ্গি পোড়ালে গো, সে দুখ কহিব কার সনে॥ ভাবিতে ভাবিতে মোর, দু আঁখি হইল ঘোর, পরাণে হইলু সখি সারা। মনে করি ভাল থাকি, পরাণ বুঝায়ে রাখি, বুকে বিন্ধে কণ্টকের পারা॥ করম বিপাকে আমি, সে মুখ দেখিলু গো, কিবা আছে সে বিধির মনে। না গুণিবে পরমাদ, তুয়া দাসি পরসাদ, মিলাইবে সাধিয়া চরণে॥ ৫। ১৩৯।

তুড়ি।

ধিরজ ধরিয়া, থাকিব বসিয়া, সদাই মনেতে করি। মরমে পশিয়া, পিরিতি করিয়া, পরাণ নিল যে হরি॥ দিনের আহার, রাতির নিন্দ, কিছু না লাগয়ে ভাল। গুণি গোল কলা, শশি ঝল মলা, বরণ চিকন কাল॥ চাহি পাসরিতে, নাপারি রহিতে, পরাণ কেমন করে। রহিয়া রহিয়া, যেন সে কালিয়া, পরাণের জটে ধরে॥ গুরু জন ঘরে, তাহাদের তরে, কান্দিতে কহিতে ডরি। একলে বিরলে, কান্দিয়া বিকলে, ফাঁফর হইয়া মরি॥ গিলিতে না পারি, উগরিতে নারি, দুদিগে বিষম জালা। পরসাদ ভণ, মিলিবে সে ধন, না কান্দ রাজার বালা॥ ৬। ১৪০।

ভাবার্থ।

* এ ঘর করণে ইত্যাদি— সংসারাশ্রমে ডুরি দেওয়া অর্থাৎ সংসার ত্যাগ করায়।

গুঞ্জরী।

ধৈরজ + নব জলধর যব সঞ্চরু, দখিন পবন করু দূর। শারদ চন্দ, কিরণ পরকাশত, পৈঠত অনলক ÷ চুর॥ উতপল দল যনু, শূল অনুমান। শিখিবর শবদ, ললিত কহু কোকিল, লাগি কুসুম খর বাণ॥ অলিকুল রস মদ, গরিমে বিভোরত, দিশি দিশি করু ঝঙ্কার। চমকিত মঝু চিত, অনুভবি অবিরত, মনমথ ধনু টঙ্কার॥ পরসাদ = দাস, কহত বর নাগরি, সো সব নহ প্রতিকূল। কানু বিরহ পুন, উদয় করত ঘন, করত মিলন অনুকূল॥ ৭। ১৪১।

—:******:—

তথা রাগ।

মদন কলেবর, দগধল শঙ্কর, ইহ জগ জন পরলাপ।

ভাবার্থ।

+ ধৈরজ নব জলধর ইত্যাদি— ধনী কহিতেছেন হে খখি উত্তাপ নাশক শীত প্রদ মেঘ স্বরূপ ধৈর্য্য যখন যখনই আমার হৃদয়াকাশে সঞ্চারিত হয় তখন তখনই মেঘ নিবারক দক্ষিণ পবন অর্থাৎ মলয় বায়ু তাহা দূরীভুত করে।

÷ অনলক চূর— অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

= পরসাদ দাস ইত্যাদি— চন্দ্র, উৎপল, ময়ূর, কোকিল, ভ্রমর ইহারা সকলেই ধনীর নিয়ত দাস কিন্তু ধনী তাহাদিগকে নিজ উত্তাপ বর্দ্ধক বলিয়া নির্দ্দেষ করিতেছেন, ইহাতে দাসাভিমানী প্রসাদ দাস চিত্তে ভয় পাইয়া কহিতেছে হে ধনি, চন্দ্রাদি তোমার দাস, তাঁহারা তোমার ন্যায় নাগরেরও বিরহ সন্তাপ বর্দ্ধক হইয়া যুগল মিলনের সহায়তা করণ পূর্ব্বক দাসের কার্য্য করিতেছেন তাঁহারা তোমার প্রতিকূল নহেন অতএব দাসদিগের প্রতি প্রসন্না হও।

প্রকট পুতলি, যমুনা তট বিলসই, খনে খনে মুরলি আলাপ ॥ আকর্ষিত যনু, ভাঙরি ফুলধনু, যোরি নয়ন ফুল বাণে। যো সব যুবতি, মদন * তনু জানত, ফুকরত মুরলি নিসানে॥ সখি হে, পরিচায়ল বুঝে ভালে। দরশিতে সরস বয়ন, নয়নাঞ্চলে, বেঢ়ি ধয়ল শর জালে॥ মদন শরানলে, এ তনু দগধল, ব্যাকুল না মিলি থেহ। পরসাদ দাস, কহত বর নাগরি, মেলব হরি নব লেহ॥ ৮। ১৪২।

—:******:—

এতৎশ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে শ্রীরাধার
নিজ সখি গমন।

সুহিনী।

পিরিতি নিদান লখি। পয়ান কয়ল সখি॥ মিলল মাধব পাশ। কহত মধুর ভাষ॥ সহজ নহত কান। কত না রভস জান॥ ঘরেতে সুজন ভাল্। বাহিরে রমণি কাল্॥ রাধা কুলবতি রামা। রূপ গুণ অনুপামা॥ তোমারে দেখিয়া সেহ। বিসরল নিজ দেহ॥ কত যে কয়লি যাগ। অনুখন অনুরাগ॥ কহিতে তাহার দুখ। ফাটয়ে হামারি বুক॥ দেখায়ে বদন শশি। লুকায়ে রয়েছ বসি॥ পরসাদ দাস কয়। লুকাবার ধন নয়॥ ৯। ১৪৩।

ভাবার্থ।

* মদন তনু জানত ইত্যাদি— যে সকল যুবতী, মদন তনুর পরিচয় জানে, তাহাদিগকে মদন তনু যে দগ্ধ হয় নাই তাহা দেখিবার জন্য মুরলি সঙ্কেতে আহ্বান করিতেছে। পক্ষান্তরে মদন তনু জানত অর্থাৎ রস পরিচিতা যুবতী।

অথ শ্রীমত্যা সখ্যুক্ত দশ দশা।
লালসোদ্বেগ জাগর্য্যং তানবং জড়িমা তথা।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যু র্দশাদশ॥
তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রস্য॥

মঙ্গল।

ঘন ঘন জলদ, নিরখি পুলকায়িত, অভিনব গৌর কিশোর। অবনত মুখ বর, নিশস (+) অজাগর, জাগর নিশি করু ভোর॥ লোচন বিরস অলস + দিন রাতি। অবিরত প্রেম অনলে তনু আকুল, শ্যামরি শশি মুখ ভাঁতি॥ অনুখন অঙ্গ, বিরহ বিধুরাইত, হরি হরি কীর্ত্তন ভাণ। উ-নগত কেশরি ঘন মুরছায়ত, প্রেম সিন্ধু করু দান॥ চতুর রভস মতি, মধুর নবদ্বীপে, অবতরি জগত মাতাই॥ পিই পরিপূরল, প্রেম পরায়ণ পরসাদ বিন্দু না পাই॥ ১০। ১৪৪।

—:*:—

অথ লালসা।

পঠমঞ্জরি।

যামিনি + তিমির, নিরখি বর কামিনি, মন মাহা রস

ভাবার্থ।

(+) নিশস অজাগর— সর্পের ন্যায় প্রবল নিঃশ্বাস।

+ অলস দিন রাতি— তানব অর্থাৎ ক্ষীণ দশার চিহ্ন।

+ যামিনী তিমির ইত্যাদি— হে নাগর তোমার বর্ণ সম জাতি তিমির নিশি দর্শনে ধনীর মনে তোমার সোহাগ জাগরূক হয়, এবং ধনী সেই অন্ধকার নিশির মুখ কল্পনা করিয়া বসনাঞ্চলে মুঞ্চন করিতেছে।

অনুরাগ। অনুখন পুলক, বলিত চিত যৌবনী, জাগত তোঁহারি সোহাগ ॥ আঁচরে রজনি বয়ন নিরমুঞ্ছই, উলসিত ঘন ঘন কাঁপি। তুয়া গুণ গাম, বরণি করু নাগরি, চরিত হিঁ সপনে আলাপি ॥ মাধব পিরিতিকি আরতি ভোর। মরকত মানিক, উর ধনি আগোরি, বিলসই যামিনি ওর ॥ রসবতি = রতি গুণ শুনি শুনি আকুল, কহইতে বচন কি জান। পরসাদ দাস, নিয়োরহি থারই, এক না কহলহুঁ কান ॥ ১১। ১৪৫।

—:*:—

শ্রীরাগ।

—::***::—

পবিত × চরিত বিনু, এ বর কান। শ্রবণে হি নাগরি, না শুনি আন ॥ পানে গুণামৃত, অনুখন ভোর। শ্যামরি সহচরি, আগোরি কোর ॥ কা * কহইতে ধনি, পুলক শরীর। হ্ন। কহইতে ঝরু নয়নক নীর ॥ মুরলি শবদ শুনি, বিকল পরাণ। করষণি মন্ত্র, পড়সি অনুমান ॥ অনু-

---

ভাবার্থ।

= রসবতি রতি ইত্যাদি— তোমার প্রতি ধনীর যে অনুরক্তি তাহার অনির্ব্বচনীয় গুণ গণিয়া আমরা আকুল।

× পবিত চরিত বিনু ইত্যাদি— হে কানু তোমার পবিত্র চরিত্র বিনা;

* কা কহইতে ইত্যাদি— কাহ্ন এই নামের কা কহিতে পুলক ও হ্ন। কহিতে অশ্রুপাত হয়।

খন ÷ একলি, করই বিলাস। খনে পুলকিত তনু, খনে হি উদাস॥ এ মুখ দরশন, পায়লি রাই। আরতি নিরখি, সজনি বলি যাই॥ শুনইতে কহতহিঁ, পরসাদ দাস। পিরিতি পুরাতন, অবকি + বিলাস॥ ১২। ১৪৬।

—:*****:—

উদ্বেগ।

—::***::

সুহিনী।

শুন শুন এ বর কান। কো কহু সুন্দরি, বিরহ নিদান॥ তোহেঁ কহব, পহুঁ থোর্। কৈছন সো বর, সুন্দরি ভোর্॥ যবধরি এ মুখ হেরি। কুন্তল জালক না পুছি ফেরি॥ অন্তর কতহুঁ উদাস। অনুখন হেরই (*), অবনি বিলাস॥ কনক হার গল দোল্। বিঙ্কি বিঙ্কি কহি, করু উতরোল্॥ নিরজনে করত বিহার। হরি রস নাম, জপই অনিবার॥ অনুখন চপল পরাণ। পরসাদ দাস, মধুর রস গাণ॥ ১৩। ১৪৭।

ভাবার্থ।

অনুখন একলি ইত্যাদি— অনুক্ষণ নির্জ্জনে স্থিতি ও ঔদাস্য ভাবটী উদ্বেগ দশার লক্ষণাক্রান্ত বটে; লালস দশায় এই পদে তাহা উল্লিখিত হইবার তাৎপর্য্য এই যে লালসার শেষাংশে, উদ্বেগের ছায়া পতিত হয়।

+ অব কি— প্রীতি পুরাতন কেবল বিলাস মাত্র অভিনব হইতেছে!

(*) হেরই অবনি বিলাস— অধোবদনে একদৃষ্টে পৃথ্বী দর্শন।

অথ কার্পণ্যং ॥

ভূপালী।

গহন রজনি যব, নব নব আশ। চকিত নয়ন, নহ অলস বিলাস॥ পাপ রজনি যনু, নহ অবসান। আধেক নিশি নহ, ইছুই বিহান॥ আঁচরে সুতিরহু, মহিতল ধাব। শীতল সু পরশ, নহ অনুভাব॥ হানলি কুটিল, নয়ন খর বাণ॥ জারত মনমথ, অথির পরাণ॥ যাহুক + দগধে, অনল বলবান। কাঁপত থরহরি শুন বর কান॥ কৈছনে কহব মরমে দুখ লাগি। বলি মদনানলে, কাঁপি অভাগি॥ দহইতে রস তনু, জাগই ধূম। লোচন পরশই, বিগলিত ঘূম॥ নিতি নিতি ঐছন, জাগই নারি। প্রসাদ দাস অব সহই না পারি॥ ১৪। ১৪৮।

—:*****:—

অথ জাড্যং।

সিন্দুরা।

মাধব অবহুঁ পড়ল পরমাদ। চলিতে চরণ যুগ, হেলত থরহরি, কহিতে বচন কহ আধ॥ উপজল প্রেম, হেম তনু আকুল, না ভেল অঙ্কুর আশ। মুদি রহু অনুখন, নয়ন

ভাবার্থ।

+ যাহুক দগধে ইত্যাদি— ক্ষুদ্র বস্তু অগ্নি দগ্ধ হওয়া কালে কম্পিত হয় যথা— মহানসে (চুল্লীতে) তৃণ পত্রাদি, দাবানলে তরু, সুতরাং প্রবল মদনানলে ধনীর তনু দগ্ধ ও কম্পিত হইতেছে। রসবতী ধনীর তনু ঐ রূপে দগ্ধ হওয়া কালে ধূম জন্মিয়া ধনীর নিদ্রাকর্ষণে নিয়ত ব্যাঘাত জন্মাইতেছে।

ইন্দিবর, সখিগণ কহু আশয়াশ॥ করহুঁ * বিখেপত যব শিরে হান। মাধব বিরহ, দহন তনু জারল, অকরুণ তোঁ-হারি পরাণ॥ মেলত নয়ন, নিরখ যব নীরদ, ধারা ধরি বহ লোর। কহ পরসাদ, কবহি পহুঁ নাচব, সাজিতে রজ-নিক ওর॥ ১৫। ১৪৯।

—:*:—

অপ জড়িমা।

ধানশী।

নাদিত × ঘন দল, জলদ সুদামিনি, নিন্দি বরণ তনু কান। মদনক দহন দগধ দিন যামিনি, মধুর বরণ মৈ-লান॥ বিহসিত বয়ন, হরিণি + বিধু হৈমদ, হেরিতে বরিখত কাম। হরি হরি বিরহ, কলুষ অবসাদিত, আ-রতি ÷ ইহ পরিণাম॥ কিয়ে অব না ভেল, বিরহ গ-ভীরে। মনমথ রমণ, নয়ন নট রঞ্জন, বেথিত উতপত *

ভাবার্থ।

* করহুঁ বিখেপত ইত্যাদি— হস্তের বিক্ষেপ অর্থাৎ চালনা কেবল শিরে আঘাত কালেই হয় ও নয়নের উন্মীলন কেবল মেঘ দর্শনেই হয় নচেৎ হয় না।

× নাদিত ঘন দল ইত্যাদি— হে কানু! ঘন দল অর্থাৎ গভীর নাদ বিশিষ্ট নিবিড় মেঘের সমুজ্জ্বল সৌদামিনীকে ন্যক্কার করে এই রূপ সেই ধনীর তনু বর্ণ।

+ হরিণি বিধু হৈমদ— নিষ্কলঙ্ক শশী।

÷ আরতি ইহ পরিণাম— চিত্তে আরতি করিয়া কি ধনীর পরিণাম এই হইল।

* উতপত— হৃঃখাশ্রুতে সন্তপ্ত।

নীরে॥ লোহিত = যুগল অধর বরে চাতুরি, ডুখিত বচনে অব ভোর। কহ পরসাদ, দাস মুখ হেরিয়ে, ভালে হি নন্দ কিশোর॥ ১৬। ১৫০।

অথ বৈযোগ্যাং।

বড়ারি।

নিরখলি = রমণিয়, নয়ন বয়ন মণি, মদন দমন দিন মাহ। কুমুদিনি নাহ, দাহ করু অনুখন, কিয়ে রহু ধনি নিরবাহ॥ লোচন + কাজরে, লোরহুঁ সিঞ্চল, উর পর নীলিম ধার। দেলি মদন যনু, রেহ বিদারণ, অনুভবি করু চিৎকার॥ উপজল বারিধি, বিরহ তরঙ্গ। আশা পাপ গরল তনু জারল, না ভেল পরশ সুসঙ্গ॥ হরি হরি 'কহইতে ধরণি লোটায়ত, মিন যনু নীর সোঁ দূর। না ইহ বিরহ দিবস অবসানব, না রতি পরসাদ পূর॥ ১৭। ১৫১।

ভাবার্থ।

। — লোহিত যুগল অধর ইত্যাদি — পূর্ব্বে যে অরুণ বর্ণ অধর যুগলে অবিরত রস চাতুর্য্য প্রকাশ পাইত। এইক্ষণ তাহা বেদন বিলাপ বিন্যাসে বিভোর থাকে।

= নিরখলি ইত্যাদি — সেই ধনী তোমার রমণীয় নয়ন ও বদন নিরীক্ষণে মদনের নিগ্রহ স্বরূপ দিবসে পতিতা আছে।

+ লোচন কাজরে ইত্যাদি — কজ্জল মিশ্রিত অশ্রুধারা বক্ষঃস্থলে পতিত হওয়াতে, করাত দিয়া হৃদয় বিদারণ জন্যই যেন, মদন কৃষ্ণবর্ণ রেখা পাত করিতেছে। এই অনুভবে ধনী চীৎকার রব করে।

অথ ব্যাধি দশা।

শঙ্করাভরণ।

দগধয়ে মুগধিনি, মনমথ বাণ। কহইতে বচন হি না শুনি কাণ॥ বিগলিত লাজ, করত হুঙ্কার। মাতল গজ বর সম ব্যবহার॥ কুলবতি কামিনি, পিরিতি বেয়াধি। কানু কানু করি, কতহুঁ আরাধি॥ দিঠে মন্দাকিনি, বহ অনিবারি। কিয়ে * নিরবাণব, আনল জারি॥ অকরুণে বিহিক, সবহু ভব বাম। না জানি মাধব, কিয়ে পরিণাম॥ এ মুখ দরশল, ইহ সুখ লাগি। অনুখন মানসে, মনমথ জাগি॥ গোপিনি নায়ক, করুণ কলাপ। না পুন পরশই, গোপি বিলাপ॥ তছু তুখ কানু, নহত × অব ভাখি। পরসাদ দাস, হোত তছু সাখি॥ ১৮। ১৫২।

--:*:

অথোন্মাদঃ।

সুহই।

না কর কছুই আলাপ। হসইতে তৈখনে, কতহুঁ বিলাপ॥ কাহুক না কছু বোল। মন = রতি অনুসরি, অঙ্গুলি ডোল॥ হৃদয়ে অনল দিন রাতি। নিশসই ধনি,

ভাবার্থ।

* কিয়ে নিরবাণব ইত্যাদি— নয়ন জল জল বটে তাহা অজস্র পতিত হইয়া কোথা হৃদয়ানল নির্ব্বাণ করিবে তাহা না করিয়া কোথা প্রজ্বলিত করিতেছে। বিধির অকৃপাতে সকলই বিপরীত হয়।

× নহত অব ভাখি— এখন তাহা বচনের অতীত।

= মন রতি ইত্যাদি— চিত্তের ভাব অনুসারে ধনী আপন অঙ্গুলী সকল হেলন করে।

নিকসই তছু তাতি॥ ধাবই মন্দির মাঝ। অনুখন বিগলিত কুলবতি লাজ॥ গৃহ সঞে নিকসিতে সাধা। সহচরি ধাবই, দেয়ত বাধা॥ সহচরি + সবহুঁ অভাগি। তাপই মাধব ঐছন আগি॥ প্রসাদ দাস তহিঁ ভাণ। আশয়াস কামিনি, না অব মান॥ ১৯। ১৫৩।

—:******:—

অথ মোহ দশা।

করুণমঙ্গল।

কোমল + কুসুম শিরীষ কলেবর, অবিরল অত-নুক তাপ। চেতন বিরহ ধরণি ধনি গীরল, বলি + বলি করুণ কলাপ॥ বোলই সখিগণ, তোঁহারি সমাগম, মেলি নয়ন অবলোক। এ মুখ দরশ বিরহ পুন লোচন, জলত অনল যনু শোক॥ শুন শুন নরপতি নন্দন কান। ননিক পুতলি ধনি, জনম সোহাগিনি, বেদন কভু নাহি জান॥ তুয়া অনুরাগে, নিজহুঁ তনু জীবন, দেলি নিছুই বর নারি। পরসাদ দাস, অব হিঁ বহু ব্যাকুল, চল চল নিঠুর মুরারি॥ ২০। ১৫৪।

ভাবার্থ।

+ সহচরি সবহুঁ ইত্যাদি— হে মাধব সখীরা অভাগা দোষে সেই অনলে দিবা নিশি তাপই অর্থাৎ তাপিত হইতেছে।

+ কোমল কুসুম ইত্যাদি— সুকোমল শিরীষ নামক পুষ্প তুল্য ধনীর কলেবর।

+ বলি বলি ইত্যাদি— হে কানু তোমার করুণা কলাপের বলিহারি।

অথ দশমী দশা।
আশাবরি।
—:****:—

রাধা রমণি, ধরণি মুরছায়লি, শ্বাস বিরল অব নাশা। পাগরি দশমি, দশা লখি সখিগণ, ধনি জীবনে নৈরাশা॥ লোচনে বিরল, বহত জল শীকর, দূরহিঁ সব অভিলাস। হা হা বচন, রোল সখি মণ্ডলি, অনুখন মরণ হুতাশ॥ হরি হরি প্রেমক, ইহ পরিণাম। সখিগণ চকিত ধমনি ঘন খোজই, কো পুন কহু হরি নাম॥ শুনইতে রমণি, হৃদয় তহিঁ কাঁপল, সো পুন জীউ নিসান। ইহ সব বচন শুনই বর পামর, প্রসাদ দাস অগেয়ান॥ ২১। ১৩৫।

—:******:—

অথ শ্রীকৃষ্ণোক্তি নিঠুর বচন।
তদনন্তর মিলন তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রস্য।

গুঞ্জরি।
—:****:—

মারুতে অভিনব, কমলিনি দোলত, যনু চিতে অলি অনুরাগ। নায়ক মধুকর, ঝঙ্করু ঘন ঘন, বিকশত রতি উপরাগ॥ রাধা ভাবে, বিভাবিত সচিস্মৃত, মুরছি মুরছি তহিঁ রোয়। পরশিতে পুন যব, অলি চিত আকুল, কমলিনি কম্পিত হোয়॥ উড়ি পড়ু পত্র নলিনিপর সাজে। যনু তহিঁ পদুমিনি, বেলি কেলি হেরি, নিজ মুখ ঝাঁপলি লাজে॥ ঐছন নিরখি, পুলকে অলি মাতল, ততহিঁ পরশ রস পান।

গৌর সুনাগর, নিরখি বিভোরল, প্রসাদ দাস রস গান॥
২২। ১৫৬।

—:******:—

নিঠুর বচনং।

সুহিনী।

রাইক বিরহ নিদান। অনুখন কয়লি বাখান॥ শুন-
ইতে চমকই অঙ্গ। না জানি ইহ সব রঙ্গ॥ জানি না শুনি,
গুণ গায়। সপন অগোচর নায়॥ বরিখলুঁ কুটিল নয়ান।
কাহে করসি, ইহ ভাণ॥ নয়নে না হেরলুঁ তায়। কা-
হেক, অপযশ গায়॥ ঐছে বচন অনুচিত্। কবহুঁ নহত মঝু
পাপ চরীত॥ মঝু গুণ পরিচয় নাই। কৈছনে ভেজল, রাই॥
শুনইতে পরসাদ ভাণ। কাণ্ডারি চিহ্নিত, পায় পরিমাণ॥
২৩। ১৫৭।

ভাবার্থ।

১৫৬ অভিনব পদ্মিনী পবন স্পর্শে দোলন করাতে ভ্রমরের মিলনাশয়ে যেন অনুরাগিণী হওয়া ব্যক্ত হইতেছে। কিন্তু তৎকালে ভ্রমর ঝঙ্কার রবে কমলিনীর প্রতি যেন অনাশক্তি প্রকাশ করিতেছে। ইহা দ্বারা পবন কম্পিত কমলিনীতে শ্রীরাধা ভাব, অলি ঝঙ্কারে শ্রীকৃষ্ণের নিঠুর বচন ভাব এবং তৎপরে শ্রীরাধার দশম দশার ভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর মূর্চ্ছিত হইতেছেন।

পুনর্ব্বার শ্রীগৌরসুন্দর কমলিনীর মধুপানে ভ্রমরের আকুলতাটী, রাধার প্রতি কৃষ্ণের অনুরক্তি, পবনবেগে নবীনা পদ্মিনীর দোলনটী, মুগ্ধা ধনীর নায়ক স্পর্শ ভয়ে কম্পন, এবং বায়ুবেগে পদ্মপত্র পতনটী, ঐ ধনীর লজ্জা জন্য মুখাবরণ, অনুভব করণান্তর ভ্রমরকে নলিনীর স্পর্শ রস পানে মত্ত দেখিয়া যুগলমিলন রসোদ্দীপনে পুলকিত হইতেছেন।

বিহগড়া।

মরি মরি এ সখি বচনক ভঙ্গি। বন চর কেশরি, সমুখি নাচায়বি, অভিনব ললিত কুরঙ্গি ॥ শুন শুন অনু-রাগিনি বর সহচরি, পিরিতি বচন অনুভাব। কুসুমক গন্ধ, অনিল পরিবেশই, অনিল * পহিল খর ধাব ॥ গুরুজন কুল ভয়, লাজ ধরম মতি, অপযশ অগরব ভীত্। সুরত নয়নে, পর নারি কি হেরত, নহত সপনে অছু রীত্ ॥ পর নারি পরশন, তাপ অনল সম, নিভিতে × জলন নহ দূর। কানুক ঐছন, বচন মুরল যনু, প্রসাদ দাস হৃদি চূর ॥ ২৪। ১৫৮।

মল্লার।

দূর হি নারি, পরশ পরসঙ্গ। বচন হি শুনইতে, কাঁপই অঙ্গ ॥ বয়ান নয়ন তনু, দরশি তরাস। বসতি তেয়াগলুঁ, বিপিনে বিলাস ॥ বাট বিঘটিত, সমুখি যব নারি। অবনত লোচন, হেরি না পারি ॥ দেখিতে রমণি, সিহর মঝু গাত। চমকত তনু মন, রোখত বাত ॥ গুরু গুণ কীর্ত্তন জীবন কাজ। অনুখন সজনি, মুরলি মুয়ে বাজ ॥ মরমে হি এক, বয়নে পুন আন। ঐছে বচন সখি, কহই না জান ॥

ভাবার্থ।

* অনিল পহিল ইত্যাদি— বাতাসের আগে প্রীতির কথাটী ধাবমান হয়।

× নিভিতে জলন ইত্যাদি— অগ্নি নির্ব্বাণ হইলেও যেমন দগ্ধ স্থানে জ্বালা থাকে সেই রূপ প্রীতি বাহ্যে নিবৃত্তি হইলেও জ্বালা দূর হয় না।

পরসাদ দাস, কহত পহুঁ হো। তুয়া সম পিরিতি, কপটি পুন কো॥ ২৫। ১৫৯।

ধানশী।

মনমথ বিশিখ, পহিল তনু পৈঠল, নাগরি মরম বিভোর। পরশিতে মঝু তনু, জাগল আরতি, জাগিল ঘরে নহ চোর॥ হরি হরি না জান মঝু গুণ গাম। চাঁচর কুন্তল, জটিল বিলোলব, ইহ ফল রতি পরিণাম॥ মনসি ধেয়ায়ব, নিশি দিন জাগব, ইহ কি করব সখি সেহ। উতপত অনল, দহন তনু জারব, বিগলিত লোচন লেহ॥ অভিনব যৌবনি, হোয়ব যোগিনি, সাধব তপ জপ গোরি। শুনি পরসাদ, দাস বহু ব্যাকুল, ইহ রস বচন মুরারি॥ ২৬। ১৬০।

অথ সখির প্রত্যাগমন বিলাপ।

শ্রীরাগ।

পুন কছু নাহি, কহল বর কানে। ধিরি ধিরি সহচরি কয়ল পয়ানে॥ নাহি নেহারই পন্থ পয়ান। চলিতে খলই পদ, হরল গেয়ান॥ না জানি কয়লুঁ সরস পরসঙ্গ। অরস বচন অব, দগধই অঙ্গ॥ রোয়ত ঝাঁপত, বসনে বয়ান। পালটি গমন, মরণ অনুমান॥ দগধি সমাপল, মনমথ বাণ। ইহ শুনি তেজব রমণি পরাণ॥ বহুত অমঙ্গল, পরসাদ ভাণ। অজীবন + এক, অজীবন আন॥ ২৭। ১৬১।

ভাবার্থ।

+ অজীবন এক ইত্যাদি— দাস কহিতেছে হে সখি এই উভয়ের মধ্যে একের জীবন সংশয়ই অন্যের জীবন নাশের হেতু কেন না পরস্পর পরস্পরের আত্মা।

তুড়ি।

শুনইতে ধনি, রমণির মণি, পরমাদ কিয়ে হোয়। অমিয়া মননে সিন্ধু মথনে, গরল মিলল মোয়॥ পিরিতি আশয়ে, যে দুখ পায়য়ে, সঙরি ফাটয়ে বুক। পুনহি কৈছনে, বাহুরি গমনে, দেখায়ব ইহ মুখ। মোহে ভেজি বালা, আনন্দের মালা, পরিয়া লখই পন্থ। না জান রূপসি, দাবানল পশি, দহল লালস কন্দ॥ সবহুঁ = মরণ, কহত দারুণ, ভাবিতে ভুবন ভোর। মঝু ভাগে অব, মরণ ঘটব, সো সুখ নহত ওর॥ বিরস বদনে, মানিনি সদনে, সখি উপনিত ভেল। ধনি মুখ হেরি, পরসাদ দাস, পরাণ উড়িয়া গেল॥ ২৮। ১৬২।

অথ শ্রীরাধিকার উক্তি।

সুহই।

দরশি × বিরস মুখ, চিত চমকাই। মনোরথ সঞে অধ পড়লহুঁ রাই॥ অচল কলেবর, অচপল চাহ। সেল সন্তায়ল, হৃদয়ক মাহ॥ কনক বরণ জিনি চমক বয়ান। বি-

ভাবার্থ।

= সবহুঁ মরণ ইত্যাদি—জন সকলে মরণকে অতি ক্লেশকর বোধ করে কিন্তু আমার ভাগ্যে এইক্ষণ মরণ ঘটিলে আমি সুখ ও শ্লাঘা বোধ করি।

× দরশি বিরস মুখ ইত্যাদি—নাগর সমীপ হইতে পুনরাগতা সখীর মুখ বিষণ্ণতা দেখিয়া ধনী চমকিতা হইলেন, এবং ঐ সখী নাগরের নিকট গমনাবধি, ধনী যে উন্নত মনোরথোপরি বিরাজমানা ছিলেন তাহা হইতে অধঃপতিতা হইলেন।

বরণ শ্যাম, ধতুরি মৈলান ॥ বেদন কতহুঁ, সহনুঁ অনুরাগে। অকরুণ নাগর, করন অভাগে ॥ নিমজলুঁ অকুল, উদধি নহ ওর। দূরহিঁ সবহুঁ, আশ মন মোর ॥ অশুভ + বচন তহুঁ, না মন মান। শুনইতে মাঁগি, বচন মুখ কান ॥ অবিচল প্রেম, বচন বর নারি। শুনি পরসাদ নয়নে ঝরু বারি ॥ ২৯। ১৬৩।

কেদার।

নিজ করে, সহচরি কর ধরি নাগরি, পুছইতে ঝর ঝর রোয়। শুনইতে সাধ, বচন বর মাধব, বেকতি কহ স-খি মোয় ॥ রমণি হুতাশিনি, বয়ন নেহারিয়ে, সখি কছু কহই না পার। ইহ দিন লাগি, রহল মঝু জীবন, ধিক ধিক বিহিক বিচার ॥ প্রেম চকোরিণি, এ বর রাই। মাধব নিঠুর বচন কহি কৈছনে, সেলহিঁ পৈঠব ধাই ॥ না জানি * পহিলহিঁ, লেহ বাঢ়ায়ল, তাকর(+) হৃদয় পাখান। মনো-রথ × তরু তলে, জাগয়ে পরসাদ, ভাগ বচন নাহি জান ॥ ৩০। ১৬৪।

ভাবার্থ।

+ অশুভ বচন তহুঁ ইত্যাদি— অশুভ সংবাদ লইয়া সখী আগমন করিতেছে তাহা নিঃসন্দেহ বটে কিন্তু নাগরের মুখ নিঃসৃত বচন বলিয়া সেই অশুভ বচনও শ্রবণ করিতে ধনীর চিত্ত লোলুপ।

* না জানি— ধনী না জানিয়া।

(+) তাকর হৃদয়— নাগরের হৃদয়।

× মনোরথ তরু ইত্যাদি— প্রসাদ দাস বৃহৎ মনোরথরূপ তরুর তলে জাগিয়া বসিয়া আছে দুর্ভাগ্য বশতঃ আজ সেই তরু ভগ্ন হয় কি, কি হয় এই সংশয়ে ব্যাকুল।

অথ সখ্যুক্তি।

—:*:—

তুড়ি।

কানুক বচন উদাস। পরিহর তাকর আশ॥ সো সঞে না করু লেহ। বশ গত না হোই গেহ॥ বিরহ বচন শুনি গেল। উপলে তুলা সম ভেল॥ শুনি বেদন, পরসঙ্গ। না পরশল তছু অঙ্গ॥ শ্যামক মরম কঠোর। অফল মনোরথ তোর॥ না কর পুন, তছু নাম। কেবল দুখ পরিণাম॥ শুনি ধনি বৈবশ ভেল। পরাণ নিকসি যনু গেল॥ মুরছি হরল ধনি বাত। হৃদয় কুটত পরসাদ॥ ৩১। ১৬৫।

—:*****:—

শ্রীরাধিকার উক্তি।

—:*:—

ধানশী।

সজনি বচন শুনি, মুগধল কামিনি, আশা করু পরিহার। ডারল দীপ, শ্বাস তহিঁ আকুল, জীবনে কতহুঁ ধিকার॥ সহচরি না করু, পুন তুহুঁ শোক। দৈব বিঘটিত, যতনে ফল না ভেল, ইহ মঝু করমক দোষ॥ সো সব বচন, বিছুরি তুহুঁ যায়বি, অব তুহুঁ দেহ বিদায়। সখি উপকার, নহল পরিসোধন, এ তনু = রহল বিকায়॥ তুয়া সব সঙ্গ, বিহিক সঞে মাগিয়ে, জনম জনম যনু হোয়॥ শুনি পরসাদ, দাস চিত ব্যাকুল, লোটন লোটত রোয়॥ ৩২। ১৬৬।

ভাবার্থ।

এ তনু রহল বিকায় — আমার এই তনু বিক্রীত রহিল।

তুড়ী রাগ।

সখি হে দেহ ধরলুঁ যছু লাগি। উপেখল বাণি, অনল যনু জাগল, এ তনু অব দুখ ভাগি॥ জনমক (+) লাগি, সবহুঁ সখি গোচর শেষ মিনতি গন্ধু এহ। ইহ বৃন্দাবনে, এ তনু ÷ তেজব, সাঁচি যতনে মৃত দেহ॥ দৈব ঘটিত কভু, অঙ্গ সমীরণ, পরশই সব দুখ দূর। কিয়ে তছু প্রেম, লাগি ইহ মৃত তনু, রটিতে মনোরথ পূর॥ যো জন তনু যনি, সোই তেয়াগল, না করু বিরহ হুতাশ। শুনইতে ঐছে, বচন পুন জীবয়ে, ধিক ধিক পরসাদ দাস॥ ৩৩।১৮৭।

—:*****:—

অথ সখ্যাক্ষেপাশ্বাস বচন।

—:*****:—

সখিগণ সবহু, করুণ করি রোয়। ঐছে বচন পুন,

ভাবার্থ।

(+) জনমক লাগি ইত্যাদি — হে সখি আমি এইক্ষণ তনু ত্যাগ করিব অতএব একজন্মের মত তোমাদের নিকট আমার এই শেষ মিনতি যে, আমার মৃতদেহ এই বৃন্দাবনের কোন স্থানে সঞ্চিত রাখিব। ভাগ্যবশে যদি শ্যামাঙ্গের বায়ু আমার দেহস্পর্শ করে, অথবা "শ্যামপ্রেমের জন্য এই মৃত দেহ" লোকে এইরূপ রটনা করে, তাহা হইলেই আমার উদিত মনোরথ পূর্ণ হইবেক। পুনশ্চ আমার এই দেহ শ্যামসুন্দরের, তিনি যখন উপেক্ষা করিলেন তখন শোকে আকুল হওয়া উচিত নয় ধৈর্য্যাবলম্বন কর।

÷ তনু তেজব— তনু পক্ষে তু বিলাপ ত্যাগ।

না কহ মোয় ॥ ইহ * জীবন ধনি নহত তোঁহার। সখি এ জীবন, হোত হামার ॥ পর জীবনে তুয়া কিয়ে অধিকার। উপেখব রাখব, করম হামার ॥ কানু + চোরায়ল, তোঁহারি পরাণ। পুন নিজ পাঁচহিঁ, দেয়ল কান্ ॥ অতএ সুন্দরি, করু অবধান। কৈছে মরবি তুহুঁ, রহিতে পরাণ ॥ পুন পুন বিসরসি, প্রেমক রঙ্গ। বাম বচন সহু সুখময় অঙ্গ ॥ বেদন শুনইতে, কাণ হি দেল। মনমথ বিশিখ, হিয়া পশি গেল ॥ সমুচিত ধিরজ ধরহ, বর নারি। অবহিঁ তুয়া বশ, করব মুরারি ॥ সখি পর বোধল, রস অনুবাদে। উছলিত পুলক, পুনহি পরসাদে ॥ ৩৪। ১৬৮।

—::***::—

শ্রীকৃষ্ণানুরাগ।

গান্ধার।

রাইক সজনি, বিরস বনি যায়লি, কানুক অলখহিঁ

ভাবার্থ।

* ইহ জীবন ধনি ইত্যাদি— সখীরা কহিতেছেন হে ধনী যে জীবন ত্যাগ করিতে তুমি উদ্যতা হইয়াছ তাহাতে তোমার অধিকার নাই যেহেতু তাহা সখীদিগের জীবন, সুতরাং যে জীবনে অধিকার নাই তাহা রক্ষা বা উপেক্ষা করা তোমার আয়ত্ত নহে। প্রসাদ দাসের আভাস এই যে, অভেদ জীবিনী সখীরা এস্থানে ধনীর পর ব্যক্তি সাজিয়া যে উক্তি করিলেন তাহা প্রেমের পরাকাষ্ঠা।

+ কানু চোরায়ল ইত্যাদি—হে ধনি কানু তোমার প্রাণাপহরণ করাতে তুমি দেহটী প্রাণহীন মানিতেছ, কিন্তু কানু নিজ পঞ্চপ্রাণ তোমাকে অর্পণ করিয়াছেন সুতরাং কানুর প্রাণে তুমি প্রাণবতী থাকা সত্ত্বে মরণ সম্ভবে না। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, কানুর বিদায় নতায় ধনীর ভবিলাস ত্যাগাকাঙ্ক্ষা অনুচিত।

অঙ্গ। পঙ্কজ নয়নে, নীর ঘন সিঞ্চই, উপজল বিরহ তরঙ্গ॥ কেলি × রসাগম, দরশ না ভেল। সহচরি গোচরে, নিঠুরি আলাপলুঁ, শুনইতে রোপব শেল। দরশনে + ঐছে, আলাপন কৌতুক, রস কহ তনু মুখ ভঙ্গ। যব বিনু পরিচয়, নিঠুরি বচন যনু, দংশই দশন ভুজঙ্গ॥ বিরহ হুতাশে, তনু = হি পরিতেজই, কিয়ে ভেজই রস আশ। কানু বিলাপ, উচিত রতি বঞ্চন, বোলত পরসাদ দাস॥ ৩৫। ১৬৯।

—:*:—

তথা রাগ।

দূর সোঁ দরশি, বিকচ কমলানন, অবিরত সো পরসঙ্গ। দারুণ বিরহ, দহন তনু জারল, অনুখন (*) লালস

ভাবার্থ।

× কেলি রসাগম ইত্যাদি — নিঠুর বচনে ধনীর সখীকে বিদায় করার পর নাগরের অনুতাপ উপস্থিত। নাগর পরিতাপ করিয়া কহিতেছেন যেমত সাক্ষাৎকারে নায়কের নিঠুর বচন পরিহাস রসোদ্দীপক হয়, ধনীর সহিত আমার সেমত সাক্ষাৎ যখন হয় নাই তখন সখীকে নিঠুর বচন কহা অযোগ্য হইয়াছে কেন না এ বচন ধনীর হৃদয়ে শেল স্বরূপ হওয়া অসম্ভব নহে।

+ দরশনে ঐছে ইত্যাদি — মিলনাশয়ে উভয়ের সাক্ষাৎকারে যদি নিঠুর বচন প্রয়োগ হয়, তবে তত দোষাবহ হয় না যেহেতু অঙ্গ ও মুখ ভঙ্গিতেই চিত্তের অনুরাগ রস প্রত্যক্ষ হয়।

= তনু হি পরিতেজই ইত্যাদি — ধনী জীবন নাশ বা রস লালসা ইহার যাহা ত্যাগ করিবেন তাহাই আমার জীবন নাশের হেতু হইবে।

(*) অনুখন লালস সঙ্গ ইত্যাদি — সেই ধনীর সঙ্গ লালসা আমার সর্ব্বক্ষণ ছিল।

সঙ্গ ॥ মনমথ (=) নব তরু, হিয়ে উপজায়ল, দশ দশা দশ শাখ ভাগ। প্রতি প্রতি শাখে, কুসুম ফুটি পঞ্চ হি, অভিনব ফুল পাঁচ বাণ ॥ আরাধিত ফল, সো তরু দেল। অকরুণে বিহিক, যতন পরিতেজলুঁ, জীবন সংশয় ভেল ॥ আঁচর কাঞ্চন, রতন উপেখলুঁ, দৈবহিঁ রহু বলবান। নিঠুর বচন, সমুচিত অনুতাপন, দাস প্রসাদ তহিঁ ভাণ ॥৩৬।১৭০।

—::***::—

শ্রীকৃষ্ণ সমীপে সখির পুনরাগমন;

সুহিনী।

কানু বিলাপন বেলি। এক ÷ সজনি পুন মেলি ॥ তেজল দীঘ শয়াস। মাধব গনল হুতাশ॥ কৈছন আছই নারি। সাহসে পুছই না পারি॥ ঢর ঢর লোচন যোর। সখি মুখ হেরিতে ভোর॥ সখি কহ অব আশয়াশে। জীবই ধনি অভিলাসে॥ তুহুঁ যনি মেলহ তাই। সবহুঁ তুয়া গুণ গাই॥ মাধব পুলকিত ভোর। তেজল বিরহক ওর॥ উলশিত সো রসবন্ত। নিবি গেয়ো অনল জ্বলন্ত॥ অনুচিত

ভাবার্থ।

(=) মনমথ নব তরু ইত্যাদি— ধনীর লালসা করাতে আমার হৃদয়ে কন্দর্প রূপ একটি নবতরু জন্মে, সেই তরুতে দশ দশারূপ দশটী শাখা উৎপন্ন হয়, উহার প্রত্যেক শাখাতে পঞ্চবাণরূপ পাঁচ পাঁচটি কুসুম প্রস্ফুটিত হওয়ার পর সেই তরু আমার আরাধিত ধনীর অঙ্গ সঙ্গ রূপ ফল প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু বিধির বামে আমা হইতে অযত্ন হইল।

÷ এক সজনি— ধনীর কোন সখী।

কহলুঁ সকল্। ভেল হে সমুচিত কল্॥ অতএ যায়বি ধাই। তুরিত মিলায়বি রাই॥ পালটি সজনি পয়ান। পরসাদ পহুঁ গুণ গান॥ ৩৭। ১৭১।

—:*****:—

সখির পুনঃ প্রত্যাগমন।

ধানশী।

পুলক তড়িত গতি, হসতি হিমদ জুতি, আয়লি ধনিকি সমাজ। বোলত নিঠুরি বচন অনুতাপন, সো বর বিদগধ রাজ॥ শুন শুন এ ধনি বচন মুরারি। রতি রস উনমত, অতিহুঁ বিমোহিত, তুরিতি করবি অভিসারি॥ শুভ শিব বচনে, চিতহুঁ পুলকায়িত, বিরহ দুর তহিঁ ভেল্। মিলন গমন, অনুরোধ শ্রবণ করি, নয়ন তরল রস নেল্॥ অভিনব নাগরি, দূর দূর রহু, সখি সঞে মিলইতে লাজ। ইহ চিত রঙ্গ, হেরি কহু পরসাদ, ধনি ধনি ব্রজ রস কাজ॥ ৩৮। ১৭২।

—:*****:—

* সখ্যুক্তি।

তথা রাগ।

এ ধনি পুন ইহ, রঙ্গ কি হেরি। কানু কানু করি, ধরণি লোটায়লি, অবহিঁ গরিম পুন বেরি॥ নাগর মিলন, বচনে ফিরি বৈঠসি, না করু ঐছন রঙ্গ। মূরতি × মদন,

---

ভাবার্থ।

* ধনীর অভিসারে ত্রাস দেখিয়া সখীরা কহিতেছেন।

× মূরতি মদন ইত্যাদি— রমণীমোহন নাগর তোমার এমত রঙ্গ জানিলে রসের আশা ত্যাগ করা আশ্চর্য্য নহে।

রমণি মন রঞ্জন, শুনি পুন রস করু ভঙ্গ॥ হার + সমহি ধনি, মনমথ গাঁথল, তুয়া পুন কানু পরাণ। দো মুখ যোরি, মুঁদা ধনি বান্ধবি, তুরিত করবি সমাধান॥ অনুরত + মত, মোহন রস শেখর, সমুচিত নহত বেয়াজ। কানু দরশ, শুভ খন বহি যায়ত, পরসাদ কহ সখি মাঝ॥ ৩৯। ১৭৩।

—:*****:—

শ্রীরাধিকায়া উক্তি।

গৌরী।

শুন শুন সহচরি, কহু বর নাগরি, মধুর বচন অব হোয়। সব জন মেলি, কুঞ্জে মুঝে দেয়বি, ভাগি — না পুছি পুন মোয়॥ মঝু বিহু কো সহু পরশ নিদারুণ, ছাপি নেহারবি রঙ্গ। কহইতে শত শত বচন হি পারিয়ে, টুটি না মঁচকই অঙ্গ॥ এ মঝু (!) সখিগণ, কৈছনে সাজি। মাথহিঁ বহুত, দুখায়ই বেদনে, যাই না পারিয়ে আজি॥ শুনি সখিগণ অবহাসি বেয়াকুল, গোরিক নব রস রঙ্গ। কৌতুক

ভাবার্থ।

হার সমহি ইত্যাদি— হে ধনি যদি কন্দর্প তোমার পঞ্চ প্রাণ ও কানুর পঞ্চপ্রাণ রূপ মণি বিদ্ধ করিয়া তোমাদের উভয়ের অনুরাগ সূত্র যোগে মালা গ্রন্থন করিয়াছে তবে দুই মুখ একত্র অর্থাৎ মিলন করিয়া ত্বরায় মুদা অর্থাৎ গ্রন্থি বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

+ অনুরত ইত্যাদি— মনোহর রস শেখর নাগর যদি মত্তভাবে অনুরক্ত হইয়াছেন তবে অব্যাজে মিলন বিষয়ে যত্নশীল হওয়া সমুচিত।

— ভাগি - পলায়ন করিয়া।

(!) এ মঝু সখিগণ ইত্যাদি— হে সখি আমার শিরোবেদনা উপস্থিত অদ্য আমি অভিসার করণে অসমর্থ।

রভসে, সবহি অবগাহন, প্রসাদ দাস রহু সঙ্গ ॥ ৪০।১৭৪।

—:*****:—

সখ্যুক্তি।

তথা রাগ।

শুন শুন মুগধিনি বচন বিশেষ। জাগব + শির বেদন বর রঙ্গিনি, না রহু পিছু লব লেশ ॥ অধর সুধা সহ-পানে পিয়ায়ব, সুরস পরশ অনুপাম। না জান পুলকে, কলেবর শীতব, না রহু বেদন নাম ॥ বিহসিত * বয়ন, পাণি তুলি নাগরি, সো সখি শাসন লাগি। অবহসি সখি, বঙ্কিম করু কোথহিঁ, কর আড়ে পদ দুই ভাগি ॥ সহচরি সঞে, নব নব পরিহাসত, পরসাদ কি কহু তাই। সো রস বিন্দু, বরণি কোই মাগত, জনম জনম তছু যাই ॥৪১।১৭৫।

—::***:—

শ্রীরাধিকায়া উক্তি।

গান্ধার।

হাঁসিতে তোদের, লাগয়ে কি। তোরা তো সকলে

ভাবার্থ।

+ জাগব ইত্যাদি — কোন সখী কহিতেছেন হে ধনি তোমার শিরোবেদনা কিছুকাল জাগরুক হইবে বটে, কিন্তু পরে থাকিবেক না, সেই কানু অনুপম স্পর্শ রসৌষধি আর অধরের সুধা সহপানে সেবন করাইলেই তোমার কলেবর পুলকিত ও শীতল হইবে বেদনার নামও থাকিবে না।

* বিহসিত বয়ন ইত্যাদি— ধনী সখীর রস বচন শ্রবণ করিয়া ঈষত হাস্যপূর্ব্বক সেই সখিকে শাসন করার ছলে হস্ত উত্তোলন করিলে ঐ সখী হসিত মুখে হস্ত আড় করিয়া পদ দুই পশ্চাৎ ভাগে সরিয়া গেলেন।

রসের ঝি ॥ কহিবার সাথি, সকলে তোরা। আমার পরাণে বিষের ফোড়া ॥ কোন আনন্দে, না পাও থা। দেখিয়া জ্বলয়ে, আমার গা ॥ মুচকি মুচকি হাঁসিয়া কহে। হাঁসিতে দেখিলে, হাঁসি না রহে ॥ পুন না হসবি, ভাল না বাসি। আমারে বাঝয়ে গরল রাশি ॥ সজনি কহিছে, না বুঝি রঙ্গ। কিসের তরাসে, কাঁপয়ে অঙ্গ ॥ আন সখি কহে আর না বল। নিজ নিজ কাযে, যাই হে চল ॥ আমরা হইনুঁ উহার পর। ভয় নিয়া ধনি, করুক ঘর ॥ ধনি ধরে পুন সখির করে। আমকি কহিলুঁ, যাবার তরে ॥ প্রসাদ ভণয়ে পিরিতি রঙ্গ। বয়নে আরতি, চিতে তরঙ্গ ॥ ৪২। ১৭৬।

—:******:—

সুহই।

চিত্রিত = মূরতি, হরল পরাণ। ইহ পরিণামহি, কো পুন জান ॥ বিসাখা লখাই, আকুল কলি চিত্। ললিতা শুন শুন বচন উচিত্ ॥ সবহুঁ বনায়বি অছুক শিঙ্গার। মণিময় অভরণ, কাঞ্চন হার ॥ সো অভিসারব, কুঞ্জক লাগি।

ভাবার্থ।

— চিত্রিত মূরতি ইত্যাদি— চিত্রপটের মোহন মূর্ত্তিতে প্রাণ আকুল হইয়াছিল কিন্তু কুঞ্জাভিসার যে সেই আকুলতার পরিণাম তাহাকে জানে। ধনী রহস্য করিয়া বিসাখাকে কহিতেছেন যে, হে বিসাখে, তুমি যেমন চিত্রপট দেখাইয়াছ সেই নিজ কর্ম্মের ফলভোগ জন্য অদ্য অভিসারিণী হইয়া তুমিই কুঞ্জে যাও। তৎশ্রবণে বিসাখা কহিলেন হে ধনি, আমি গমনে সম্মতা আছি তুমি আমার সঙ্গে চল, নচেৎ আমার কুঞ্জ ঘটিত দুঃখ কিপ্রকারে দেখিবা।

আপ করম ফল, আপেহি ভোগি॥ বিসাখা শ্রবণ করি, কহ মুচকাই। যায়ব মঝু সঞে, চল তুহুঁ রাই॥ হেরিতে মঝু দুখ, মানস তোয়। না যদি যায়বি, হেরব কোয়॥ নাগরি বোলই, হাম নাহি যাব। চাতুরি বচন, নহ কি অনুভাব॥ ঠারবি ভেটিয়া নয়নে নয়ান। মোহে না তেজব লম্পট কান॥ যায়বি একলি মাধব পাশ। পরশিতে পূরব, তাকর আশ॥ যো জন মুরছিত, মুরতি হেরি। সোই মিলব ভণ পরসাদ বেরি॥ ৪৩। ১৭৭।

—:*****:—

শ্রীরাধা প্রতি বিসাখা সখি উক্তি।

কড়খা।

অনুখন + মাঁগি তুয়া পরসাদ। সজল নয়নে কহ, মুগধিনি + নাগরি, বিছুরলি নিজ মরিযাদ॥ নিখিল পবিত রসে, প্রেম পরম ধন, তুহুঁ ধনি প্রেমক সার। তুহুঁ + পুন মুরহর, মদন কলেবর, সুরতে কেলি অবতার॥ মনমথ মথন রমণ ময় মুরতি, মোহন রসিক মুরারি। তুহুঁ বিনু আনে কানু রস পূরব, শুনি মঝু চিত মাতওয়ারি। তুয়া সখি গরবে, যুগল তনু হেরব, ইহ সুখ সখিগণ আশ।

ভাবার্থ।

+ অনুখন মাঁগি ইত্যাদি— বিসাখা সখী কহিতেছেন হে ধনি আমরা তোমার প্রসন্নতার অভিলাষী।

+ মুগধিনি নাগরি— সম্বোধন বাক্য।

+ তুহুঁ পুন মুরহর ইত্যাদি— হে ধনি তোমার অঙ্গই কানুর পক্ষে মদন রূপ।

সজল নয়ন, সখি চরণে লোটায়ত, পামর পরসাদ দাস॥
৪৪। ১৭৮।

—::***::—

অথাভিসারিকা বেশ।

মল্লার।

শুন শুন সুন্দরি, এক হি বাণি। দ্রুত গতি ধাবই, ধয়লহুঁ পাণি॥ আনন্দে সখিগণ, বেশ বনাই। কৌতুকে অনুপম, রস চতুরাই॥ বান্ধিতে কবরি, বিনোদিত ছন্দ। বিদগধ মাধব, মন অনুবন্ধ॥ তিলক লতাবালি, সহচরি দেল। প্রতি প্রতি বিন্দু, মদন শর ভেল॥ উরজ সুলম্বিত, মোতিম হার। ইহ সখি মাধব মনমথ * বাড়॥ ধনি কন্তু হোয়ল সরু সরু দূর। বঙ্কিম লোচনে নিরখি মুকুর॥ বেশ সমাপল, সহচরি ভোর। সফলহি পরসাদ, লোচন মোর॥
৪৫। ১৭৯।

—::***::—

বড়ারি।

সখিগণ যবহিঁ, সমাপলি বেশ। তব তিন সজনি সিঙ্গারলি শেষ॥ লাজহুঁ রূপিনি বসন, পিন্ধাই। উরজে কবন্ধক, যতনে বনাই॥ আনন্দ রূপিনি, করতহিঁ, কেল।

ভাবার্থ।

১৭৯ সখীরা ছলে ধনীর হস্তধারণ করিয়া উচ্ছাসিত আনন্দের সহিত অভিসারিকা বেশে ধনীকে সজ্জিত করিতেছেন ও চাতুর্য্য করিতেছেন।

* মনমথ বাড়—মদনের বাড়।

গোরি অধরে মৃদু হাসহুঁ দেল॥ ভীতহুঁ রূপিনি কম্পন গাজে। থরহরি পদ যুগ, কদলি বিরাজে॥ ধনি রস চাতুরি, নব নব ছন্দ। কৌতুকে হেরই, সহচরি বৃন্দ॥ লাজ পুলক ভয়, কহ পরসাদ। এ তিন অভিনব, রস মরিযাদ॥ ৪৬। ১৮০।

—:*:—

অথাভিসার।

কামোদ।

শুভখনে রঙ্গিনি, সুরত তরঙ্গিনি, চললহুঁ সঙ্গিনি সঙ্গ। অভিনব × মিলন, বিপিন অভিসারিণি, চঞ্চল নয়ন কুরঙ্গ। ভীতি + আলিঙ্গন, দরশন আরতি, ভেটল বিনোদ আলাপ। চলইতে চরণ চারি, চরিতারথ, চমকি চমকি পুন কাঁপ্॥ কো কহু অব ধনি রূপক ছন্দ। অগণিত চান্দ, নখরে ঘন জোতই, বয়ন কমল মধু কন্দ॥ ঐছনে

ভাবার্থ।

১৮০ লজ্জা, প্রফুল্লতা ও ভীতি এই তিন পদার্থ সজনীরূপে দেহাবরণ মৃদু হাস্য ও গাত্র কম্পনরূপ তিন কার্য্য দ্বারা ধনীকে সজ্জিত করিতেছেন।

× অভিনব মিলন— নব মিলনার্থ।

+ ভীতি আলিঙ্গন ইত্যাদি— আলিঙ্গন মনে হইয়া ভয়, ও নাগর দর্শন জন্য আরতি এই উভয়ে মিলিত হইয়া ধনীর হৃদয়ে আলাপ করিতেছে। ঐ রূপ আরতি কালে ধনী যখন দুই চারি চরণ চলিতেছেন তখন চরিতার্থমনা হইতেছেন পুনরায়, আলিঙ্গন ভয়ে কম্পিতা হইতেছেন।

প্রেম, বিতরি অভিসারিণী, কুঞ্জে মিলল অবশেষ। ভকত পদাম্বুজে, প্রসাদ নিবেদয়ে, ওরহিঁ বিরহক দেশ॥ ৪৭। ১৮১।

—:******:—

রতি শিক্ষা বচন।

শ্রীরাগ।

সখিগণ হসি হসি, কহ ধনি সঙ্গ। সরস আলাপন সরস প্রসঙ্গ॥ মাধব মেলব যব ইহ কুঞ্জ। ভেটিতে যায়ব হাম সখি পুঞ্জ॥ হোয়বি ÷ তুহুঁ মঝু সম্পদ ভেট। অঙ্গেহি রাখবি বসন সমেঠ॥ বয়ন হি ঝাঁপি, রহবি তহুঁ থারি। বিমুখি শুনবি ধনি বিনয় মুরারি॥ পুন পুন কহইতে বচন একান্তে। পহিলহি বৈঠবি, শয়নক প্রান্তে॥ পুন তহিঁ বঞ্চবি, কানুক আশ। বঞ্চনে না ছুটি, মদন তিয়াষ॥ অভিনব সঙ্গমে, শুনহ সেয়ানি। লহু অবহাসবি, নহি নহি বানি॥ প্রসাদ দাস ভণ, শুনি উপদেশ। গোরি মদন গুরু জানত শেষ॥ ৪৮। ১৮২।

—:******:—

অথ শ্রীকৃষ্ণস্যোৎকণ্ঠা।

সুহই।

ত্বরিতি সজনি চলি গেল। কাহে বিলম্ব, সমাগমে

ভাবার্থ।

÷ হোয়বি তুহুঁ ইত্যাদি— হে ধনি তুমি আমাদিগের নাগর দর্শনের উপঢৌকন সম্পত্তি। যখন তোমাকে লইয়া আমরা কুঞ্জে যাইব তখন তুমি অঙ্গের বসন সম্বরিয়া রাখিও! প্রসাদ দাসের আভাস এই যে ভেটের বস্তু বসনাবৃত করিয়া লইয়া যাওয়া প্রথা আছে।

ভেল॥ কানুক চপল পরাণ। মনে মনে করত কতয়ে অনু-মান॥ প্রাণ নিকসি যদি যাই। এ বিহি কিয়ে ফল, সো ধনি আই॥ সো যদি করু নৈরাস। রাখিতে জীবন নাহি আশ্বাস॥ ঢল ঢল লোচন যোর। না সহু অব পুন, প্রাণেহি মোর॥ অতি উতকণ্ঠিত কান। বাহির ঘর পুন পুনহি পয়ান॥ গণি গণি আকুল ভেলি। তৈখনে গুণবতি সহচরি মেলি॥ তেজহ কানু, বিসাদ। দূরহিঁ ভেল্, সবহুঁ পর-মাদ॥ কুঞ্জ বিহরি বর নারি। তুরিতহিঁ চল চল, করু অভি-সারি॥ নাগর গর গর ভেল। আনন্দ শলিল, নয়নে বহি গেল॥ কুঞ্জ গমন শুভ কাল। থারল পরসাদ করে ফুল মাল॥ ৪৯। ১৮৩।

—:*****:—

অথ শ্রীকৃষ্ণাভিসার।

কামোদ।

চান্দ * অরুণ মুখ, নিরখি তরাসত, সো করু কুঞ্জ পয়ান। করি যনু করিণি গন্ধ মিলি মাতল, গণি গণি মদন শয়ান॥ যাকর পঙ্কজ, মুখ লব লোকনে, আঁধল = লোচন নীরে। ধনি ধনি সো ধনি, রস খনি লাবনি, বিল-

---

ভাবার্থ।

* চান্দ অরুণ মুখ ইত্যাদি— নাগর মনে মনে কহিতেছেন যে, ধনী চন্দ্র সূর্য্যের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অপরিচিত জন্য ত্রাস পান, সেই ধনী আমার প্রতি করুণা করিয়া গহন কুঞ্জে অভিসার করিয়াছেন।

= আঁধল লোচন নীরে— রোদন করিতে করিতে অন্ধ।

সই কুঞ্জ কুটীরে ॥ পীত বসন কটি, চুমই ধরা মুখ, দোলত কুসুমিত হার। গণ্ড যুগল, চন্দন তিলকাবৃত, মুরতি রস অবতার ॥ চলল গুণাকর, রতি রস সাগর, ঝলমল মোহন চেল। মণিময় + লোচন, পরসাদ দাসক, চরণক পাদুক দেল ॥ ৫০। ১৮৪।

—:******:—

তথা রাগ।

উলসিত কানু, পুলক নহ ওর। স্বাদু সুধাময়, আজু বিপিন পথ, পদে পদে নাগর ভোর ॥ কহইতে কহয়ে, কানু বদনাম্বুজ, বাণি রমণি + গুণ গাঁথা। হেরত অবিরত, নয়ন হেম উরু, অনুপলে উন্নত সাধা ॥ উপনিত কুঞ্জ সদন বর নাগর, চমকিত কছু সখি মাল। দেখ দেখ সুন্দরি, কানু সমাগম, জগ মন মোহন জাল ॥ লোচন না অব, ঝাঁপন মানই, দেখত পুন পুন মোর। মরম পুলক ধনি, বয়ন হুঁ বোলই, কহইতে পরসাদ ভোর ॥ ৫১। ১৮৫।

—::****::—

বিহাগ।

কনক নলিনি, কুঞ্জ মাঝ। মিলল মধুপ, রসিক রাজ ॥

ভাবার্থ।

+ মণিময় লোচন ইত্যাদি— নাগরের কুঞ্জে গমন কালে, প্রসাদ দাস নিজ মণিময় নয়ন যুগল, নাগরের চরণ যুগলে রত্ন রচিত চর্ম্ম পাদুকা রূপে অর্পণ করিল অর্থাৎ দাসের নয়ন যুগল নাগরের চরণ যুগলে লিপ্ত হইয়া রহিল।

+ রমণি— শ্রীরাধা।

দুহুঁক নয়ন লুবধি ভেল। কুটিলে কুটিলে, করত কেল॥ সজনি বয়ন নিরখি কান। চাতকি দিঠি, জলদ পান॥ কানু কহত, সজনি সঙ্গ। হৃদয় নিরখি, বিজুরি অঙ্গ॥ কহিতে কানু, খলই ভাব। সখিগণ তহিঁ, মুচকি হাঁস॥ পহু× ছরমে বিকল অঙ্গ। কহিতে বচন, হোত ভঙ্গ॥ নিরুপম রস পহিল মেল। প্রসাদ দরশি অধর ভেল॥ ৫২। ১৮৬।

—:*:—

সখি সমর্পণ।

বড়ারি।

শুন শুন কানু সমঝি করু কেল। কবহু পুরখ মুখ, দরশ না ভেল॥ নব অভিসারিণি, নহুয়া কুমারি। মাধব সখিগণ, বহু পরিহারি॥ না জান শিশু মতি, মদন বিলাস। না জান কবহু, সুরত পরিহাস॥ উপজল সংশয়, দৃঢ় তনু ঝাঁপি। বোলব + জলদ, বিজুরি যনু কাঁপি॥ লুবধ মধুপ সম, জানিয়ে তোয়। মধু করু পান, কুসুমে সুখ হোয়॥ সরস আলাপনে, মুগধই নারি। সুরত আলাপবি বেলি বিচারি॥ পরসাদ দাস, কহয়ে বড় লাজ। না ঘুচি যৈছে নাম রসরাজ॥ ৫৩। ১৮৭।

—:*****:—

সঙ্করাভবণ।

শুন শুন রসিক, শিরোমণি কান। অযতন না করু,

ভাবার্থ।

× পহু ছরমে ইত্যাদি— নাগরের উক্তি।

+ বোলব জলদ ইত্যাদি— মেঘ ধ্বনি করিবে আশঙ্কায় যেরূপ সৌদামিনী কম্পিতা হয় ধনী তদ্রূপ হইয়াছে।

সুপলু পরাণ ॥ আজু সোঁ এ তনু তুয়া তনু ভেল। এ তনু সুখ দুখ, তুয়া করে গেল ॥ তুয়া সম্পদ অব, তুয়া করে দেল। না জান পাঁচ, পরাণ মঝু নেল ॥ এ ধনি সহচরি নয়নক তার। অযতন অঙ্কুর, সহই না পার ॥ করে কর সোঁপি সজনিগণ ভোর। চমকি চমকি উঠি, লোচনে লোর ॥ ইহ কহি সখিগণ, করত পয়ানি। উলটি বসন ধরু, তরল * নয়ানি ॥ সখিগণ তহিঁ পরবোধল রাই। কুঞ্জক বাহিরে, রহল ছাপাই ॥ শুনি সখি লেহ বচন মরিযাদ। আনন্দে রোই, বিকল পরসাদ ॥ ৫৪। ১৮৮।

—:*:—

অথ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।

বিহাগ।

কুঞ্জ ভবনে ভুবনানন্দ। সব নব নব সরস কন্দ ॥ নাগরি নব, নব কিশোর। বয়নহুঁ নব, ইন্দু যোর ॥ নব রঞ্জিত, কুঞ্জ সাজ। ষড় ঋতু নব নব বিরাজ ॥ বিকচ কমল, সু নব বাস। নব নন্দনে, অলি বিলাস ॥ উছলত ক্ষিতি-রুহক সাধ। নব ঝর ঝর মধুর নাদ ॥ পিক শিখি কুল, করত রাব। নব দম্পতি মিলন গাব ॥ নব আনন্দ, পশু সমাজ। নব কাকুলি বিহগ মাঝ ॥ সখিগণ নব, নব উলাস। হেরত নব প্রসাদ দাস ॥ ৫৫। ১৮৯।

—:***:—

যথা রাগ।

আলি রি তুহুঁ দেখ দেখ আজু বিপিন মাঝে। শিখি

ভাবার্থ।

* তরল নয়ানি — শ্রীরাধা।

ফুকরত, কেয়ো কেয়ো, দাদুরি রট ঘেয়ো ঘেয়ো, পাখি নিরখি থেয়ো — থেয়ো, ধেয় = যুগল সাজে ॥ কীর সারি, করত গান, কোকিল কুহু কুহুরি তান, মন্দ + মলয় মদন শান, ঝিঁজা × রতি বাজে। কুঞ্জ বিহর মধুপ পুঞ্জ, কূজত ঘন গুঞ্জ গুঞ্জ, অমরাপুরি রমণি রঞ্জ, কুমদ দল বিরাজে ॥ শরদ শিশির হিম বসন্ত, আদিক ঋতু মূরতি মন্ত, লখি দম্পতি বিলস বন্ত, মদনাঙ্কুর গাজে। বিকচ কমল বেলি কুন্দ, মধুমালতি ললিত গন্ধ, থল ÷ সরসিজ হসই মন্দ, মৃগমদ রহু লাজে ॥ ঘোষত * ঘণ মধুর ঘোষ, তোষত দুহুঁ সরস কোষ, বিকশত রতি পতিক রোষ, তুরিতাগম ভেজে। নিন্দিত'মতি প্রসাদ দাস, কলুষ কলিত বয়ন ভাষ, হেরত দুহুঁ নব বিলাস, সাজি + কুসুম সেজে ॥ ৫৬। ১৯০।

ভাবার্থ।

— থেয়ো থেয়ো— থৈ থৈ অর্থাৎ সমূহের একত্র সমবায়।

ধেয় যুগল সাজে— ধ্যেয় মূর্তির প্রত্যক্ষ যুগল সজ্জা।

÷ মন্দ মলয় মদন শান মন্দ মলয় পবনে মদন শাণিত অর্থাৎ তীক্ষ্ণ হইতেছে।

× ঝিঁজা রতি বাজে— ঝিঁ ঝিঁ পোকা যেন রতি বাদ্য করিতেছে।

থলে সরসিজ— স্থলপদ্ম

* ঘোষত ঘন ইত্যাদি— মেঘ মধুর নিনাদে যুগল মূর্তির সরস কোষ অর্থাৎ আনন্দময় কোষকে তোষণ করিতেছে এবং রতিপতির রোষ বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে ত্বরায় কুঞ্জে প্রেরণ করিতেছে।

+ সাজি কুসুম সেজে— প্রসাদ দাস কুঞ্জে কুসুমসজ্জা সজ্জিত করিয়া সখীর আনুগত্যে যুগলের নব বিলাস দর্শন করিতেছে।

ভূপালি।

বিলসই রাধা, কুঞ্জ কিশোর। দুহুঁ রস কৌতুকে, দুহুঁ জন ভোর॥ পূছত শত ধনি না কহু বাত। নাগর অনুনয়ে, অবনত মাথ॥ বিগলিত অঞ্চল, ধরু বর কান। সম্বরি লেয়ত চকিত নয়ান॥ গুণ্ঠিত বসন, পসারলি ফেরি। মুগধল লুবধ চতুর বর হেরি॥ লুবধিনি নারি, নিরখি মুখ কান্। যবহু না ভেটত, নয়নে নয়ান্॥ হেরিতে নাগর, মুখ বর গোরি। কৌতুকে নিজ মুখ, নেয়ল মোরি॥ অনিমিখে নাগরি দরশই কান। সনমুখি মাধব, দিশই বয়ান॥ লহু হসি ঝাঁপলি, ধনি মুখ চন্দ। দারিদে যনু ধন হারি প্রবন্ধ॥ সুখময় কুঞ্জে, কতয়ে করু ঠাট। পরসাদ হেরত দুহুঁ রস নাট॥ ৫৭। ১৯১।

—:*****:—

তথা রাগ।

ঝাঁপিতে ঝাঁপি, পহিল মুখ আধ। সাধক আধেক আধ না পূরল, গোপই কলি পরমাদ॥ নিজ কর নাগরি, করছে পসারলি, আধ রুচির কুচ দান। ঝাঁপিতে লবধ, রতন যনু খোয়ল, লুবধল দারিদ কান॥ নিভৃতে সজনিগণ, গলে গলে লাগিয়ে, রঙ্গিনি ইহ রস দেখি। চতুরিণি সম্বাি, বসনে তনু গোপলি, লহু হসি নখে ক্ষিতি লেখি॥ চাতুরি সুন্দরি, রস পরিমণ্ডিত, নিরখিতে নাগর ভোর। গদ গদ পরসাদ, দাস মন্দ মতি, দূরে থারি কর যোর॥ ৫৮। ১৯২।

—:***:—

মল্লার।

দূর মদন তনু, সনমুখি ভেল। পুন মলয়ানিল, রসময়ি কেল॥ সুরত তিয়াষে করুণ পহুঁ বাণি। পরশিতে অঙ্গ, পসারল পাণি॥ করে কর বারই, সঙ্কুচি কাঁপ। পরশে করিণি কর, গজ করু ঝাঁপ॥ উরু উরু বন্ধন, ভুজে কুচ গোয়। ফান্দ হরিণি সম, ঘন ঘন কোয়॥ বয়ন সকাতরে, নহি নহি বাণি। অসমতি ভাণে, দোলায়ত পাণি॥ হৃদি কর পরশে রসাগম ভেল। হট রহু দুর, শয়নে করু কেল॥ অনুপম দুহুঁ তনু, রস অনুভাব। পরসাদ দাস দুহুঁক গুণ গাব॥ ৫৯। ১৯৩।

—:*****:—

তথা রাগ।

মদন আগোরল, আকুল ভেল। উরজাম্বুজে কর, মধুকর কেল॥ হৃদি অবগাহল উনমত কান। অধরামৃত করু, অধরেহি পান॥ চুম্বনে চমকিত সিহরই অঙ্গ। দশইতে তরসিত নয়ন বিভঙ্গ॥ বয়ন সুধা নিলি নয়ন চকোর। সুরত আলাপনে, নাগর ভোর॥ মুগধিনি গোরি, মদন অনুবন্ধ। আধ নয়নে নিরখই, মুখ চন্দ॥ পরশ আলিঙ্গনে অলস নয়ান। সখিগণ দুহুঁ জন, জয় জয় গান॥ রাধা মাধব, পাহিল বিলাস। সফল মনোরথ, পরসাদ দাস॥ ৬০। ১৯৪।

—:*****:—

ভগ প্রার্থনা।

গান্ধার।

নাগর দুর্লভ, গোপিনি বল্লভ, রস বিদু ভানু কু-

মারি। নিমিখে নবোদিত, নব নব লাবণি, মোহন মদন মুরারি ॥ সরস মধুরময়, সচি নব নন্দন, পরম সূক্ষ্ম অবতারে। রাধা মাধব, যো রস বিলসল, সো রস এক আধারে ॥ নিত্যানন্দাদ্বৈত, চরণ জয়, এ তুহুঁ করুণা নিধান। অগতি অসত মতি, গতিময় মূরতি, প্রেম ভকতি করু দান ॥ মিনতি প্রসাদ, দাস অতি পামর, না জান ভকতিক বিন্দু। সঞ্চরি করুণা, আশ পরিপূরহ, পহুঁগণ প্রেমক সিন্ধু ॥ ৬১ । ১৯৫ ।

পঞ্চম মণি।

বয়ঃ * সন্ধিরূপ পূর্ব্বরাগ।

উচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই।

সজনি, অভিনব রঙ্গ, গৌরে পরকাশ। কৈশর কান্তি, কেলিময় ভঙ্গিম, মোহন রস মৃদু হাস ॥ অঙ্গ গঠন যনু, উদিত মনোরম, মনমথ তরুবর শাখ। কুসুমিত শায়ক, গরল বিলেপিত, লোচন কুটিল কটাখ ॥ পুন চপলাইত, বাল ললিত মতি, সচিসুত করত বিহার। সুরধনি তীরে, নীরে ঘন বিলসই, শৈশব চরিত বিথার ॥ মরি মরি যুবতি, মনোহর নাগর, মদন রমণ মুখ ছন্দ। যাচত পরসাদ, মধুর প্রেম রস, গৌর চরণ অরবিন্দ ॥ ১ । ১৯৬ ।

ভাবার্থ।

* বয়ঃ সন্ধি— বাল্যের অবসান ও তারুণ্যের উদয় এই উভয় মিশ্রিত কালকে বয়ঃসন্ধি কহে।

শ্রীরাধার তারুণ্য লাবণ্য দর্শনাদিতে
শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন।

বড়ারি।

তরুতলে কামিনি, হসিত নেহার। দিশি দিশি কৌতুক, মদন বিহার॥ মারুতে + হৃদয়, বসন বর নারি। নহি সখি কাঁপি, কহলুঁ অবধারি॥ কুচ থলে অঞ্চলে, মন- মথে ঝাঁপি। উছলিত মদন, বসন তহিঁ কাঁপি॥ আধ × বয়নে, পট অঞ্চল হেল। তুরিতহিঁ মঝুচিত, গতি তহিঁ কেল॥ ঝাঁপিতে মুখ ঝাঁপলি চিত মোর। হৃদয় সমাকুলি, কহইতে ভোর॥ যবধরি পেখলুঁ সো বর রামা। তবধরি মঝু হৃদি, দহ হিম ধামা॥ শুনইতে পরসাদ দাস হি ভাণ। একলি মুরহর, ধনি রস জান॥ ২। ১৯৭।

--:*****:—

শ্রীরাধা নামে উদ্দীপন॥

তথা রাগ।

রসময় নামহি রাধা। শুনইতে পুন পুন সাধা॥ কহ-

ভাবার্থ।

+মারুতে হৃদয় ইত্যাদি— নাগর নিজ সখীকে কহিতেছেন যে, সেই ধনীর হৃদয়ের বসন বায়ুতে কম্পিত হইতেছেনা, ধনী বসনাঞ্চল দ্বারা মনমথকে স্তনমণ্ডলে ঝাপিয়া রাখিয়াছেন, এজন্য সজীব কন্দর্প অবরুদ্ধ হইয়া আস্ফালন করিতেছে তাহাতেই হৃদয়ের বসন কম্পিত হইতেছে।

× আধ বয়নে ইত্যাদি— ধনীর অর্দ্ধাবৃত মুখ দর্শনে আমার চিত্ত উন্মত্তবৎ তথায় গমন করিবামাত্র, ধনী বদন আবৃত করাতে আমার চিত্তও তৎসঙ্গে আবৃত হইল।

ইতে মঝু মতি মাতি। দহয়ে অনল, যনু ছাতি॥ শৈঠত মরমে হামার। পাঁজর পিশি অনিবার॥ অনুখন রস অবগাহ। বিরহ করত ঘন দাহ॥ সুকুটিল আঁখির ছন্দ। মনমথ শর অনুবন্ধ॥ কহি কহি মাধব ভোর। নয়নে সঘনে ঝরু লোর॥ ঘন ঘন সখি মুখ চাই। প্রসাদ দাস রস গাই॥ ৩। ১৭৮।

—:*:—

শ্রীকৃষ্ণ প্রতি কোন সখির উক্তি।

বালা প্রদর্শক বচন।

—:*:—

তথা রাগ।

ভেটলু মাধব, সো বর নারি। তোঁহারি মনোরথ সমঝি না পারি॥ কৈশর + জাগল, তরল নয়ান। শৈশব বয়স, তরুণ অনুমান॥ শিশুমতি সুন্দরি, চঞ্চল ভাব। শৈশব কৌতুকে, তনু মন ধাব॥ অনুখন তাকর, সহচরি বালা। কেলি বিলাসন, কোরক মালা॥ হেরলু মাধব, বাল তরঙ্গ। পহিল ঘটা বহু পরখনে ভঙ্গ॥ যতনে গঢ়ায়ই, মন্দির ধুর। নাহি সমাপই, পুন করু চুর॥ খনে খনে সখি সঞে, কলহক রোল। খনে পুন কহ ধনি, মিলনক বোল॥

ভাবার্থ।

+ কৈশর ইত্যাদি— হে নাগর তোমার কিশোর কাল উদয়ে নয়ন তরল রসাভিষিক্ত হইয়াছে সুতরাং সেই সুন্দরীর শৈশব অবস্থাতে তুমি তারুণ্য আরোপ করিতেছ।

ঐছন নাগরি তুহুঁ রতি সাধ। শুনি = চমকিত চিত, দাস প্রসাদ॥ ৪। ১৯৯।

শ্রীরাগ।

ভোজন আশ, নয়নে সঞ্চার। নিশি মুখে মাঁগই, শয়ন বিহার॥ গৃহপতি হেরিতে, লাজ না জাগ। শুনি রস কৌতুক, শ্রবণ বিরাগ॥ অহিত * করমে যনি, গুরুজন রোখ। সহচরি শির পর, আপন দোখ॥ অনুচিত ঔচিত, এক না জান। সাধ পরাভবে, ঝুরত নয়ান॥ গুরুজন বিহিত, বচনে নাহি কাণ। সখিগণ চপল, বচনে মন মান॥ ইহ সব মাধব, শিশুমতি রঙ্গ। প্রসাদ না সমঝয়ে, কোন্ তরঙ্গ॥ ৫। ২০০।

অন্য সখি উক্তি তারুণ্য

প্রমাণ বচন।

পাহাড়ি।

মৃদু হসি চতুরি সজনি বর নাগর, সুমধুর কহতহিঁ ভাষ। নাগরি নয়ন বয়ন কুচ রঞ্জন, অভিনব মদন বিলাস॥

ভাবার্থ।

= শুনি চমকিত ইত্যাদি— সখী, ধনীর তারুণ্য হয় নাই বাল্যই আছে এমত লক্ষণ সকল কহিলেন, তাহা শুনিয়া প্রসাদ দাস চমকিত হইতেছে কেন না, তারুণ্য প্রবেশ হয় নাই এমত সংস্থাপন হইলে যুগল মিলনাভিলাষী দাসের সকল আশাই বিফল হয়।

* অহিত করমে ইত্যাদি— সুন্দরী কোন অযোগ্য কর্ম্ম করিলে যদি গুরুজন কিছু বলেন তবে ধনী, নিজকৃত দোষ সহচরি-শিরে অর্পণ করেন এবং কার্য্যের যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা নাই, ইচ্ছানুরূপ না হইলেই রোদন করেন।

তারুণ (—) শৈশব ভেটল জান। রমণি কলেবরে দুহুঁ করু কৌতুক, অনুপম রস পরমাণ॥ উন্নতি নহত শরদ ঋতু আদিক, যব অভিনব অধিকার। মন্দ মন্দ গতি যাবত, নব ঋতু, রহত পহিল ঋতু ভার॥ নিরখবি × নাহি রমণি বর তারুণ, তুয়া দিঠে নাগরি লেহ। সখি ÷ মুখ মধুর, বচন শুনি পুলকিত, পরসাদ দাসক দেহ॥ ৬। ২০১।

—:※:—

তথা রাগ।

পেখিতে অবিরত, আকুল রতি মত, কুঞ্জর নটবর

ভাবার্থ।

বাল্যরস প্রমাণ কারিণী সখীর বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্যা সখী ধনীতে তারুণ্য প্রবেশ হওয়া উক্তি করিয়া লক্ষণাদি দ্বারা তাহা ক্রমে সপ্রমাণ করিতেছেন।

(—) তারুণ শৈশব ইত্যাদি— সখী কহিতেছেন ধনীর বাল্যে তারুণ্য প্রবেশ হইয়া অনুপম মিশ্রিত রস প্রতিপন্ন করিতেছে। হে বাল্য স্থাপিনী সখি! শ্রবণ কর যেমন ঋতু সন্ধি কালে উভয় ঋতুর ভাব মিশ্রিত থাকে এবং পর ঋতুর স্বভাব প্রবল না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ঋতুর ভাব রহিত হয় না, তন্ন্যায় ধনীর বাল্য ও তারুণ্য মিশ্রিত বয়ঃসন্ধি উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু যৌবনের প্রাবল্য না হওয়া পর্য্যন্ত বাল্য স্বভাব অপনয়ন হইবে না।

× নিরখবি নাহি ইত্যাদি— হে সখি ধনীর প্রতি তোমার স্নেহ বাহুল্য হেতু তাঁহার তারুণ্য তুমি দেখিতে পাও না।

÷ সখী মুখ মধুর ইত্যাদি— এই সখীর মুখে তারুণ্য পোষক বাক্য শ্রবণে যুগল মিলনের আশা বলবতী হইয়া প্রসাদ দাস পুলকিত হইতেছে।

কাণ। তারুণ সঙ্গমে, সংশয় না করু, জানবি দৃঢ় পরমাণ॥ কুসুম সরোরুহ, বিকচ সরোবরে, অলি কুল পায়ত গন্ধ। চঞ্চল মধুকর, বিহর সমাকুল, লুবধ কমল মকরন্দ॥ ইন্দু কলা যব গগণে বিকাশত, জানত মরম চকোর। নব ঘন ঈষত, অঙ্কুর জাগত, অনুভবি চাতক ভোর॥ প্রাতর সময় কোক কুল জানত, দাস প্রসাদ শুনি ভাণ। যছু বিনু যাকর, জীউ না জীবই, সোই মরম তছু জান॥ ৭। ২০২।

-- :*: --

শ্রীগান্ধার।

পরশিতে তারুণ,জোষিত অঙ্গে। মদন রসিক মন,জাগই রঙ্গে॥হে সহচরি তুহুঁ, ইহ নাহি জান। তুলইতে* তারুণ, মনমথ মান॥ মনমথ মানক, যতহুঁ জাগাই। তারুণ ভার ত-তহু সমঝাই, তারুণ সমঝই, সু পুরুখ ভাল। পহিল পরখ, তছু বড় জনজাল॥ হেরইতে+ কামিনি,রমণ তরঙ্গ। সংশয়

ভাবার্থ।

২০২ যেমন কাননস্থ মধুকর, সরোজের মধু সঞ্চার, ভূতলস্থ চকোর ও চাতক, গগণের চন্দ্রকলা ও মেঘাঙ্কুর এবং চক্রবাক্ প্রভাত কালকে, অন্যে জানিতে না পারিলেও অভ্রান্তরূপে জানিতে পারে, তন্ন্যায় তদেক রসসর্ব্বস্ব নাগরও ধনীর তারুণ্য সঞ্চার জানিতে পাইয়াছেন।

* তুলইতে তারুণ ইত্যাদি- হে সখি তারুণ্য ওজনের বাটখারা কন্দর্প, তারুণ্য, যত ভার হইতে থাকে বাটখারারূপ কন্দর্প ততই জাগিয়া অর্থাৎ উচ্চ হইয়া উঠে। একারণ রসিক পুরুষেরাই নারী তারুণ্যের যোগ্য পরীক্ষক।

+ হেরইতে কামিনি ইত্যাদি— সেই নাগরীর মনোহর রসতরঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া তারুণ্য প্রকাশ বিষয়ে আর কেন শংসয় করিতেছ।

না করু, উয়ল অনঙ্গ ॥ কটি কুচ লোচন, তারুণ ভাগ। দাস প্রসাদ, সজনি গুণগান॥ ৮। ২০৩।

—::***::—

সিন্দুড়া।

তারুণ (॥) রাজ, রাজ জগ মোহন, বেপল নব অধিকার। উলসিত উরজ, নিতম্ব নিতম্বিনি, উপজল পুলক বিকার॥ শৈশব রাজ পহিল চিরশাসল, অন্তরে রহু যনু ভীত্। সঙ্কোচে উরজ, নিতম্ব লখায়ত, নিজ নিজ উন্নতি রীত্॥ চতুর (×) নিতম্ব, উনতি পরকাশত, অম্বরে নিজ তনু ঝাঁপি। রসভ = করত কুচ, উর পর নায়রি, বসন

ভাবার্থ।

এই পদে তারুণ্য ও বাল্য এই দুই, রাজা রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

( ) তারুণ ইত্যাদি— জগতের মনোমোহনকারী তারুণ্য রাজার অভিনব অধিকার হওয়া দর্শনে তাঁহার প্রিয়তম প্রজা স্তন ও নিতম্বের পুলক উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু বাল্যরূপ পূর্ব্ব রাজার চিরশাসিত ভূমি বিবেচনায় তাঁহার অধিকার একদা দূরীভূত হওয়া পক্ষে সংশয় হইয়া সঙ্কোচের সহিত আপন উন্নতি দর্শাইতেছেন।

দাসের আভাস এই যে, নবযৌবনারম্ভে স্তন ও নিতম্বের অল্প অল্প উন্নতি হয়।

(×) চতুর নিতম্ব ইত্যাদি— নিতম্বরূপ প্রজা অতি চতুর, তিনি নিজ অঙ্গ বসনে আবরণ করিয়া আত্ম উন্নতি দেখাইতেছেন।

দাসের আভাস এই যে নবযৌবনে নিতম্বের বসন ত্যাগ হয়

রসভ করত কুচ ইত্যাদি— সেই নায়রীর বক্ষঃস্থলবাসী

তেজি পুন আপি ॥ বিহস ÷ চরণ গতি, গুরুয়া কটি তট, যতহুঁ বাল অনুকূল্। উনতি দূর গেয়ো, ক্ষীণ মন্দ ভেয়ো, পরসাদ পুলক অকূল্ ॥ ৯। ২০৪।

—:*****:—

বড়ারি।

শৈশব তারুণ সঙ্গম বেলি। দুহুঁ করু কৌতুক, দুহুঁ করু কেলি ॥ যামিনি দিন যব, মেলত যোর। আধ্ আন্ধারা, আধ্ উজোর ॥ দো নদি ধারা, একহি ঠাম। খেলত কৌতুক দুহুঁ অনুপাম ॥ উয়ত বসন্ত শিশির অবসান। তপন তপত তহুঁ হিম অনুমান ॥ শৈশব তারুণ, ভিনু ভিনু জান। সঙ্গমে নিজ, নিজ রস পরমাণ ॥ দুহুঁ দল কোঁদল, রস উপহার। বিজয় পরাজয়, নহত বুঝার ॥ পতিত প্রসাদ দাস কিয়ে জান। কোন্ হি ক্ষীণ, কোন্ বলবান ॥ ১০। ২০৫।

ভাবার্থ।

রূপ প্রজা কখন বসন আবরন কখন বা উদ্ঘাটন করিয়া নিজ উন্নতি জ্ঞাপন করিতেছেন।

দাসের আভাস এই যে নবযৌবনে অনভ্যাস বশতঃ হেন বসন কখন থাকে কখন থাকে না।

বিহস চরণ গতি ইত্যাদি — হাস্য গতি ও কটি এই তিন বাল্য রাজার অনুকূল প্রজা, বাল্য রাজার অধিকার লোপ ও যৌবন রাজার অধিকার প্রবেশ দেখিয়া দুশ্চিন্তাতে হাস্য ও গতিরূপ প্রজার উন্নতির হ্রাস হইয়া মান্দ্য, এবং কটিরূপ প্রজার পুষ্টি দূর হইয়া ক্ষীণতা হইতেছে।

দাসের আভাস এই যে বাল্যকালে, কটিপুষ্টি, ও হাস্য ও গমনের উপেক্ষা থাকে যে নবাবস্থে কটিক্ষীণ, হাস্য ও গমন দৃঢ় হয়।

তথা রাগ।

সখি সঞে, নাগরি রস পরখায়। নব নব দম্পতি, সখিক বনায়॥ কলপই সুন্দরি গৃহ মনোহারি। রমণি প্রবীণ সাজি বর নারি॥ বচনে রচায়ই, শয়নক সাজ। কুসুম সু মণ্ডিত, মন্দির মাঝ॥ গহিল শুতায়ত সখি পতি বেশ। সজনি বধূ বরে, রস উপদেশ॥ স্বামি আলিঙ্গনে, অতি রস পাব। কুমতি অসত গতি শয়ন না যাব॥ অনুচিত কম্পিত লখি তুয়া গাত। এক দিন সাধস, দশ দিন সাত॥ ঐছনে সুন্দরি, রস অনুমান। গাগর প্রসাদ, দাস পরমাণ॥ ১১। ২০৬।

—:*****:—

শঙ্করাভরণ।

খেলত (=) সুন্দরি, সখি সঞে ধূর। অভরণ বসনে, যতন পরচুর॥ পহিরিতে কঞ্চুক, কতয়ে সেয়ান। বেকত রাখই উরজ নিসান॥ পরিধি পটাঞ্চল, পিঠ পর দোল। কণ্ঠ উদাসই, সখি সঞে বোল॥ অনুপম মাধুরি, কহই না পার। কণ্ঠে জড়ায়ল মনমথ হার॥ সুগরিম *

ভাবার্থ।

(=) সেই নাগরী ধূলাখেলা করেন বটে, কিন্তু বসন ভূষণে প্রচুর যত্ন রাখেন। স্তন চিহ্ন ব্যক্ত রাখিয়া কাঁচুলি পরিধান করেন, এবং দক্ষিণ পার্শ্বের কণ্ঠ শোভা ব্যক্ত রাখিয়া পরিধেয় বসনাঞ্চল পৃষ্ঠে দোলাইয়া সখী সঙ্গে কথা বলেন।

* সু গরিম অন্তর — যৌবনালিঙ্গন মদে সেই নাগরীর অন্তর

অন্তর লোচন নাচ। বচনহি বোলত গুণি + দশ পাঁচ॥ অনুপম কান্তিম পরসাদ ভাণ। রমণি রমায়ত, কো পুছি কান্॥ ১২। ২০৭।

—:*****:—

কামোদ।

হেরিতে + কুসুমিত, কানন সুন্দরি, বঙ্ক নয়ন তহিঁ ধাব। বিকসিত কুসুম, সুরভি অবলম্বনে, জাগত মদন বিভাব॥ আদরে কুসুম, হার হৃদি সঙ্গ। দরপণ করে ধরি, বেশ বনায়ত, ধৌত বসন পুন অঙ্গ॥ চারু দশন যুথি, মাজয়ে সুন্দরি, কুন্দ কুসুম জিতি কাঁতি। নালিম বরণ উদয় মুখ মণ্ডলে, তরুণ অরুণ জিতি ভাঁতি॥ ঐছন বচন, শুনই বর পামর, দাস প্রসাদ অব ভোর। যতহুঁ বাতায়বি, এ সখি রঙ্গিনি, ততহুঁ না পায়বি ওর॥ ১৩। ২০৮।

—:*:—

যথা রাগ।

পতি সঞে, বিলসিতে, কুলবতি রঙ্গ। মৃদু মৃদু যায়ত, ছাপত অঙ্গ॥ নিরজনে দম্পতি, কত রস সাজ। হে-

ভাবার্থ।

+ গুণি দশ পাঁচ— দশ পাঁচ গণিয়া অর্থাৎ সতর্ক হইয়া উক্তি করেন।

+ হেরিতে কুসুমিত ইত্যাদি— হে সখি সেই নাগরীর কুটিল ঈক্ষণ কুসুম কাননে ধাবমান হয় আর কুসুম গন্ধ গ্রহণে, কুসুমহার পরিধানে, দর্পণ হস্তে ধরিয়া বেশ বিন্যাসে, এবং দশনমার্জ্জনে চিত্তের আশক্তি লক্ষিত হয়। মুখমণ্ডলে লোহিত লাবণ্য প্রকাশ পায়, এ সকল পূর্ব্বরাগ প্রবেশের লক্ষণ নহে।

রিয়ে সুন্দরি, হাঁসি মাখি লাজ॥ নিশি পরভাতে, বধূ করু ভেট। কৌতুক রস যন্থু, ননদিনি জেট॥ না × রহু লাজ, নাহি উপচঙ্কে। পতি সঞে বৈঠি; এক পরিযঙ্কে॥ অবহসি কৈছে, কয়লি পরিহাস। লাজ তেয়াগলি, শয়ন বিলাস॥ মিলইতে = তারুণ, ইহ সব ভাণয়ে। প্রসাদ দাস সখি, চরণে লোটাওয়ে॥ ১৪। ২০৯।

—:*****:—

ধানশী।

কেশরি কটিক বসন বর নাগরি, দৃঢ় বন্ধন বেরি বেরি। অভিনব উরজ সরজ ঘন ঝাঁপই, নিরজনে পুন পুন হেরি॥ সহজ (॥) বিলোক, বাল হরি নেয়ল, তারুণ বঙ্কিম দেল। সরল হিয়া তছু, দূর পরাহত, বানি কপট পুন ভেল॥ সখি * সঞে সরস তরঙ্গিনি কামিনি, ভাসত চরিত অনঙ্গ। অপর বয়ন নিরগলিত রসাঙ্কুরে, লাজে

ভাবার্থ।

× না রহু লাজ ইত্যাদি— প্রতিবাসিনী নব বধূর প্রতি ধনীর উক্তি।

= মিলইতে তারুণ ইত্যাদি— সখী প্রতি সখীর উক্তি।

(॥) সহজ বিলোক ইত্যাদি— শৈশবকাল, ধনীর সরল দৃষ্টি অপহরণ করিয়াছে, এবং হৃদয়ের সরল ভাব দূর হইয়া বচনের কপটতা হইয়াছে।

* সখি সঞে ইত্যাদি— নির্জ্জনে সখীগণের সহিত রসালাপ করেন অর্থাৎ প্রতিবাসিনী বধূগণ নিজপতি সঙ্গে যে সকল কৌতুক করিয়াথাকে তাহার আলোচনা করেন। কিন্তু অন্যা রমণী ধনীর প্রতি ঈষৎ রসবচন প্রয়োগ করিলেই লজ্জাবতী হইয়া রসমিশ্রিত গালিদেন।

লাজাইত অঙ্গ ॥ রস মাখি গারি, দেই পুন সুন্দরি শুনইতে রস পরিহাস্। বচনহি ঐছন, শ্রবণে বিভোরল, পামর পরসাদ দাস্ ॥ ১৫। ২১০।

—::***::—

ভূপালি।

আদরে আভরণ নিরখই নারি। অনুখন তাম্বুলে, অধর সিঙ্গারি ॥ লোলিত কুন্তল, চিরইতে রাই। খলিত চিকুর চয়, তেজি — থুকাই ॥ দরপণে নিরখই নিজ প্রতি-রূপ। হসি অবগাহই পুলকক কুপ ॥ নব নব ভঙ্গিম, দ-রশ মুকুরে। কবহুঁ + রসন কভু, কুচ রস পূরে ॥ কি কহুঁ পরিচয়, তারুণ বেশ। দাস প্রসাদ না জানয়ে শেষ ॥ ১৬। ২১১।

—::***::—

বেনাবলী।

বেকত (+) তরুণি, রমণিগণ ভাষত, মদন বলিত

ভাবার্থ।

,— তেজি থুকাই ইত্যাদি— মস্তকে চিরণী করণ কালে যে সকল কেশ উঠিয়া যায় তাহা একত্র করিয়া থুথু দিয়া পরিত্যাগ করেন কেন না থুথু দিয়া না ফেলিলে কেশে দোষ স্পর্শে এই সংস্কার স্ত্রী জাতিতে প্রসিদ্ধ।

+ কবহুঁ রসন ইত্যাদি— দর্পণে কখন বা রসনার অগ্র ভাগ কখন বা স্তনতট বাহির করিয়া নিরীক্ষণ করেন।

(+) বেকত তরুণী ইত্যাদি— ব্যক্ত যৌবনা কোন রমণী ধনীর সহিত রস মিশ্রিত পরিহাস করিলে ধনী এমত কৌশলে সানুনাসিক স্বরে রোদন করেন তাহাতে সেইরূপ পরিহাস পুনঃ পুনঃ শ্রবণের তৃষ্ণা থাকা অনুভব হয়।

পরিহাস। রোয়ত অনুনাসিক নব কামিনি, যনু পুন শ্রবণ তিয়াষ॥ যৌবনি = মনোহারিণি, পুরবাসিনি, মিলি কহ নিজ রস বোল। বিহর উদাসিনি, শ্রবণানুরাগিণি. মরমে রসোৎসব রোল॥ সরস + বচন যনি তহিঁ পরথায়ব, ধনি যব রহু আন কাজে। শ্রবণ তিষিত মতি, করত গতাগতি, তাহিঁ না বৈঠই লাজে॥ গুরু (—) জন মাঝে, কোই পরিহাসব, অধর কোনে ধনি নিন্দু। প্রসাদ দাস ভণ, যত সখি বোলবি, বিন্দু তরুণি রস সিন্ধু॥ ১৭। ২১২।

—:*****:—

শ্রীকৃষ্ণস্য উক্তি।

সুহই।

শৈশব বয়সে, বিহর যনি রাধা। তব কাহে মঝু চিতে, সুরত কি সাধা॥ কুঞ্জর গামিনি, রসময় বোল। তনু

ভাবার্থ।

= যৌবনি মনোহারিণী ইত্যাদি— যৎকালে পুরবাসিনী যুবতীরা নিজ নিজ রসবার্ত্তার চর্চ্চা করেন, তখন ধনী বাহ্যে ঔদাসিন্য দেখাইয়া সানুরাগ চিত্তে তাহা শ্রবণ করেন এবং তাঁহার মর্ম্মে রসোৎসব সমান্দোলিত হয়।

+ সরস বচন যনি ইত্যাদি— ধনীর অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা কালে যদি রমণীরা সরস বাক্যের প্রস্তাব করে তবে ধনী শ্রবণে ইচ্ছুক হইয়া অন্য কার্য্যের ছলে সেই স্থানে গতাগতি করেন কিন্তু লজ্জা প্রযুক্ত সে স্থানে অবস্থিতি করেন না।

(—) গুরুজন মাঝে ইত্যাদি— গুরুজন সমক্ষে ধনীকে কেহ পরিহাস করিলে, ধনী অধরের পার্শ্বদেশ ঈষৎ ভঙ্গী করিয়া নিন্দা করেন।

তনু ভঙ্গিমে, মদন বিলোল ॥ হেরিয়ে যব মুখ, চপল প-রাণ। ভেটিয়ে সখি হায়, অতনু বয়ান ॥ বরণ কলেবর, নালিম ভেল। দামিনি ঘন যনু, তনু পশি গেল ॥ নব নব নায়রি, সঞ্চে যব যাই। কুটিল নয়নে পুন, মঝু দিশ চাই ॥ চাতুরি রভসে, চলই পুন বাট। প্রসাদ দাস ভণ, মনমথ নাট ॥ ১৮। ২১৩।

—:******:—

তথা রাগ।

সখিগণ কহসি, বয়স ধনি থোর। হেরইতে ধনি মুখ, মরম বিভোর ॥ কামিনি * অনুগত, মনমথ ভেল। দরশিতেঁ বয়ন, কুপিত মতি নেল ॥ পুন পুন মঝু সঞ্চে, মনমথ দ্বন্দ। অনুখন ফুল শর, করু অনুবন্ধ ॥ মদন কলহ সখি, কহই না পারি। পুরুখ × পরাজয়, বিজয়িনি নারি ॥ উপায় বিচারি, রমণি + মিলি দেব। অনুনয়ে জীবন, মাঁ-

ভাবার্থ।

* কামিনি অনুগত ইত্যাদি— ধনী কন্দর্পকে পরাজয় করাতে সে ধনীর অনুগত হইয়াছে। আমি ধনীর মুখ নিরীক্ষণ করামাত্র সেই সেই কন্দর্প কুপিত হইয়া আমার সহিত বিবাদারম্ভ করিয়াছে।

× পুরুখ পরাজয় ইত্যাদি— যাহাতে পুরুষ পরাভূত ও নারী বিজয়িনী এমন কন্দর্প যুদ্ধের কথা আমি লজ্জাতে প্রকাশ করিতেও পারি না।

+ রমণি মিলি দেব ইত্যাদি— হে সখি যদি কোন উপায়ে, ধনীর সমক্ষে আমাকে লইয়া যাইতে পার, তবে তাঁহার নিকট বিন-তির সহিত ভিক্ষা করিয়া তদ্বশবর্ত্তী মদনের হস্ত হইতে জীবন রক্ষা করিতে পারি।

গিয়ে লেব॥ শুনইতে ভাণয়ে, দাস পরসাদ। মিলইতে মেটব, মদন বিবাদ॥ ১৯। ২১৪।

—:******:—

কেদার।

চারু চরণ যুগ, চলন সু মন্থর, পীন পয়োধর জোর। মৃদু মৃদু পবন বহনে কটি হেলত, নিরখি চপল চিত মোর॥ উরু তরু কদলি রি গুরুয়া নিতম্ব। ভুজ যুগ সরল নালে কর পঙ্কজ, অধর অরুণ জিনি বিম্ব॥ চম্পক কলি কুল, গঞ্জন লাবনি, অঙ্গুল নিকর বিলাস। নখ = মনি ঝলমল, গুণ প্রতিবিম্বিত, নিছুই হিমদ পরকাশ॥ প্রসাদ দাস ভণ, শুন বর নাগর, না রহু অনুখন ভোর। আপন মূরতি আপ না হেরসি, তুহুঁ ঐছে বিনোদ কিশোর॥ ২০। ২১৫।

—:*:—

তথা রাগ।

অভিনব নীল, নলিনি মদ ভঞ্জন নাগরি লোচন মোর। মরি মরি কাজর বিরচিত রঞ্জন, হেরিতে মঝু মন ভোর॥ নয়নক বঙ্ক, বিলোকন মাধুরি, মনমথ বিশিখ বিলাস। ফণি — যুগ ভাঙরি, দংশল মঝু মন, জারত বিরহ হুতাশ॥ আলি রি হামারি, মরম মাতওয়ার। যাহাঁ যাহাঁ নয়ন, জ্যোতি মঝু নিকসই, তাঁহা তাঁহা রূপ নেহার॥ জগ-

---

ভাবার্থ।

= নখ মনি ঝলমল ইত্যাদি— সেই ধনীর নখর সকলের চাক্‌চক্য দর্পণের ন্যায় প্রতিবিম্বের গুণশালী।

— ফণি যুগ ভাঙরি ইত্যাদি— ভ্রূযুগল ভুজঙ্গের ন্যায়।

ভরি ভরল রূপ বর নাগরি, মদন দগধ মঝু অঙ্গ। পরসাদ দাস, চিন্তি ভেল আকুল, কব হেরব দুহুঁ সঙ্গ ॥ ২১ ।২১৬।

— :#: —

ভূপালি।

হসইতে অতনু, কতয়ে নিরমাণ। নিরিখন কুটিল, কুসুম পাঁচ বাণ ॥ চলইতে × অমিয়া, সিন্ধু সব ঠাম। মঝু মনে খেলি, লহরি অবিরাম ॥ যাহঁা যাহঁা কুচ যুগ, করয়ে উদাস। কোটি কনক ঘট, করত বিলাস ॥ যব বর গোরি, বসন মুখ মোর। গগণ ধরাতল, হিমদ উজোর ॥ নীল পটাঞ্চল, ঝাঁপি নিতম্ব। ধরণি * সুধাময়, তছু প্রতিবিম্ব ॥ অঙ্গ বরণ যাহঁা যাহঁা নিকসাওয়ে। তাঁহা তাঁহা নিবিড়, বিজুরি চমকাওয়ে ॥ শুনইতে পরসাদ দাস তহিঁ ভাণ। দূর সেঁ হেরলি, কিয়ে অনুমান ॥ ২২। ২১৭।

—::###.:—

শ্রীকৃষ্ণ প্রতি সখি উক্তি।

হেরলি নাগরি নিজ নয়নাঞ্চলে এ মুখ মোহন চন্দ।

ভাবার্থ।

× চলইতে ইত্যাদি— সেই ধনীর গমন সর্ব্ব স্থানে অমৃত সাগর উৎপাদন করে কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তাহার লহরী কেবল আমার হৃদয়েই ক্রীড়া করে।

* ধরণী সুধাময় ইত্যাদি— কবিরা রমণী নিতম্বের উপমা ধরণীতে দিয়া থাকেন যদি তাহা যোগ্য হয় তবে ধনীর নিতম্ব সুধাময়ী মেদিনী ব্যতীত সামান্য মেদিনীর সহিত তুলনা করা যায় না।

ভার ÷ কলেবর, বহি চলি যায়লি, মানস তুয়া অনুবন্ধ ॥ বেদন গহন বিরহ অনুশীলন, অনুখন সখিগণ মাঝ। ফান্দক হারিণি, মিলায়ব মাধব, এ ভালে কোন্ হি কাজ ॥ যমুনা তীরে, সুখময় কুঞ্জ। ধৈরজে রহবি, তুরিতি ধনি পায়বি, ভুঞ্জবি রস পরিপুঞ্জ ॥ অলখিতে ধাই, চললি সখি নাগর, মেললি লুবধিনি রাই। ভেটিতে (+) দোতিক লাজ নয়নে ধনি, প্রসাদ দাস অনুমাই ॥ ২৩। ২.১৮।

—:*****:—

শ্রীরাধা প্রতি সখি উক্তি।

ভাটিয়ারি।

এ ধনি পদুমিনি, না বুঝি কাজ। মঝু মুখ নিরিখনে, করু তুহুঁ লাজ ॥ হসি নিজ সহচরি, সঞে কহু বানি। হেরিতে মঝু মুখ, কুটিল নয়ানি ॥ পুলকিত মানস, তরসিত অঙ্গ। না জানি তুয়া চিতে, কোন্ তরঙ্গ ॥ উপজল যৌবন, ভেলি সেয়ান। সহজ বিলোকন, মনমথ বাণ ॥ কুলবতি কৈছে, শিখলি এত ছন্দ। অনুখন মঝু মনে, লাগয়ে ধন্দ ॥ বচনহি এক, পুছিয়ে বর রাই। খোজসি নিজ সম রসিক

ভাবার্থ।

÷ ভার কলেবর ইত্যাদি— সখী কহিতেছেন হে নাগর, ধনী যখন কুটিল নয়নে তোমার মোহন বদন দেখিয়াছেন তখন চিত্ত তোমাকে অর্পণ করিয়া কেবল নিজ অঙ্গের ভার বহন করিয়াগিয়াছেন মাত্র।

(+) ভেটিতে দোতিক ইত্যাদি— কানুর দূতীকে আসিতে দেখিয়া ধনী লজ্জিত হইলেন।

কি নাই॥ পরসাদ দাস, ভণয়ে অবধারি। থিরি করি বৈঠলি, ইহ বর নারি॥২৪। ২১৯।

—:*:—

বেলয়ার।

নিজ মুখ নিরজনে, দরপণে সুন্দরি, না নিরখসি অনুভাব। দূর + হি নাহ চতুর বর কৈশর, নারি রমণ উপজাব॥ সহজে + তুয়া রূপ, কুসুম বিশিখ বন, তথি পুন নয়ন বিভঙ্গ। ঘাট বাট তুহুঁ কাহে চলসি ধনি, বিকশি কলা রতি রঙ্গ॥ শুন শুন সুন্দরি, রসিকিনি রাই। সুপুরুখ তুয়া মুখ, দরশি বেয়াকুল, ধিরজ অনিল গতি ধাই॥ এ-কহি পুরুখ, রসিক বর সুন্দর, হেরিতে ভৈ গেল ভোর। প্রসাদ দাস ভণ, রসিক = কহসি যব, হোয়ব নন্দ৹ কিশোর॥২৫। ২২০।

ভাবার্থ।

* দূর হি নাহ ইত্যাদি— হে ধনী তোমার অনুপম মুখ দর্শনে সুচতুর তরুণ নায়কদিগের কথা দূরে থাকুক রমণীগণেরও হৃদয় মোহিত হয়!

+ সহজে তুয়া রূপ ইত্যাদি— তোমার রূপ সহজেই মদন বাণের আলয়, তাহাতে আবার নয়ন ভঙ্গি করিয়া রতি রঙ্গ কলা বিস্তার পূর্ব্বক কেন ঘাটে পথে গমন কর। হে রসিকে! সুপুরুষ সকল তাহা দেখিয়া মহা ব্যাকুল ও অধৈর্য্য হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ একটী সুরসিক পুরুষ তাহা দেখিয়া একেবারে মত্ত প্রায় হইয়াছে।

= রসিক কহসি ইত্যাদি— প্রসাদ দাস কহিতেছে হে সখি রসিক শব্দ যখন প্রয়োগ করিলা তখন তিনি নিশ্চয় নন্দ কিশোর হইবেন।

তথা রাগ।

সুন্দরি সাঁচি, কহবি তুহুঁ বাণি। বাট ঘটিত কব, কছুক নেহারলি, কুটিল নয়ন শর হানি॥ হেট বয়নে পুন, ঈষত বিহাসলি, তুরিতি বসনে দিলি ঝাঁপি। আধ কুটিল তনু, পদ দশ জায়লি, সখি ধরি নিজ তনু ছাপি॥ অদূর গমনে পুন, বসন উতারলি, পিছু লখি সখি সঞে হাস। এ নব যৌবনে কৈছে শিখলি ধনি, ঐছন, রভস বিলাস॥ নিজ কর পুন তুহুঁ, চিকুরে পসারলি, বিতরলি কুচ রুচি ভাগে। পুন লখি লাজে, মন্দ হসি ধাবলি, প্রসাদ দাস পরমাণে॥ ২৬। ২২১।

—:******:—

ধানশী।

কব পুন সো জন, পন্থ বিহারল, যব রবি অতমিত ঠান। শ্যামরি * সখি সঞে, কয়লি গতাগতি, তটিনি গমন করি ভাণ॥ কুটিল নয়নে পুন, হেরি পসারলি, সো সখি গলে নিজ পাণি। ভুজ পর শির ধরি, কতয়ে বিহাসলি, কহলি মধুর মৃদু বাণি॥ সো সখি কহইতে, পুন কছু তোয়। পিছু দিশি হেরি, যতনে মুখ চুম্বলি, ধন্ধ লাগি শুনি মোয়॥ মৃদু হসি বিধু মুখ, মোরলি সুন্দরি, সখি পায়লি আশয়াস। প্রসাদ দাস ভণ, উচিত সময় ভেল, কহ × হরি বিরহ বিলাস॥ ২৭। ২২২।

ভাবার্থ।

* শ্যামরি সখি ইত্যাদি— শ্যাম বর্ণা সখী।

× কহ হরি বিরহ বিলাস— প্রসাদ দাস সখীকে কহিতেছে এই উচিত সময়ে হরির বিরহ দুঃখ বর্ণন কর।

অথ শ্রীকৃষ্ণের দশ দশা।

তত্রচিত্ত শ্রীগৌরচন্দ্রস্য।

কামোদ।

নবদ্বীপ রস পতি বর সুন্দর, মৃগ গঞ্জন যুগ চাহ। রাধা নামে বিস্মুরি [॥] বিস্মুরায়ত, নিশি দিন রস অবগাহ ॥ নিরজন (+) ভোম, মৌন অবলম্বন, জাগরে নিশি অবশান। নিজ তনু গুরুয়া ভার, বহি কাতর, রুচির বরণ মৈলান॥ সজনি ইহ কিয়ে, ভাব বিলাস। নয়ন বিভঙ্গে, রমণি কুল আকুল, কো করু পতি অভিলাস॥ গো রস রভসে, লুবধ সুর কামিনি, ছার যুবতি কাহাঁ লাগি। ভব সংসার, ঐছে পহুঁ তারল, উপেখই প্রসাদ অভাগি ॥ ১৮। ২২৩।

—::***::—

শ্রীরাধা সমীপে শ্রীকৃষ্ণের সখী উক্তি।

অথ লালস।

গুঞ্জরি।

অভিনব জলদ বরণ বর মাধুরি, ব্রজ পতি নন্দ কিশোর। রতি পতি মদন রমণ রস শেখর, অবিরল লুবধ বিভোর ॥ জনম জনম তুহুঁ, স্বামি আরাধলি, নারি আরাধল কান। তুহুঁ জন জনম, সফল অনুমানিয়ে, যৌবন ধনি ধনি

ভাবার্থ।

[॥] বিস্মুরি বিস্মুরায়ত— গৌরসুন্দর নিজে আত্ম বিস্মৃত হইতেছেন এবং ভক্তজনদিগকে আত্ম বিস্মৃত করাইতেছেন।

(+) নিরজন ভোম— নির্জ্জন স্থান।

জান॥ কামিনি গরব, রসিক সম্ভাষণ, ভাগে মিলল ধনি তোয়। শুভখনে তুহুঁ নিজ, মুখ দরশায়লি, নিশি দিশি নাগর রোয়॥ যবধরি তুয়া গুণ, নাম শ্রবণ করু অনুখন কীর্ত্তন গান। রাধা নামে দেহ অবলম্বন, প্রসাদ দাস তহিঁ ভাণ॥ ২৯। ২২৪।

-:*:-

অথ উদ্বেগ।

শ্রীরাগ।

নিরজনে অনুখন, নিবসয়ে কান। দূরহি নাগর, সব অভিমান॥ অনুখন শির +, অবলম্বন জানু। না জান চান্দ, কিরণ কিয়ে ভানু॥ দীঘল শ্বাস, অনল = সমভাব। বেরি মন্দ বহ, ঘন উচ ধাব॥ বয়ন মুরলি কর, চিবুকক ঠেক। অনিমিখে তুয়া মুখ দিশি দিশি দেখ॥ না কর সহচর, সঙ্গে পরিহাস। চিতে নহ আনহি, সুখ অভিলাস॥ সাধি সমাধি, করয়ে অনুমান। পরসাদ দাস পিরিতি রস গান॥ ৩০। ২২৫।

—::***::—

অথ জাগরণ।

তথা রাগ।

নিশি দিন মানসে, মনমথ জাগি। তাকর ধূমে, নিন্দ

ভাবার্থ।

+ শির অবলম্বন ইত্যাদি—সেই কানু নিয়ত জানুতে মস্তক রাখিয়া দুশ্চিন্তায় কালযাপন করেন।

= অনল সম ভাব ইত্যাদি—প্রজ্বলিত অগ্নি যেরূপ বায়ুকে দুষ্ট হইয়া উচ্চে ধাইয়া উঠে তদ্রূপ কানুর শ্বাসের গতি হইয়াছে।

গেলি ভাগি॥ তনু মন মাধব, আকুল হোয়। রাধা যপি যপি, অনুখন রোয়॥ গগণে জলদ যব, করত বিলাস। দামিনি × হেরব, হৃদয়ে উলাস॥ ধনি ধনি তোঁহারি, কছুক বড়ি রঙ্গ। হেরি ÷ বয়ন বিধু, সব সুখ ভঙ্গ॥ যব নিশি গহন, শয়ন নাহি যাই। হেরল — যাঁহা যাঁহা, তাঁ-হা তাঁহা ধাই॥ যামিনি ঐছে, পোহায়ই জাগি। হেরিয়ে আকুল, প্রসাদ অভাগি॥ ৩১। ২২৬।

—:*****:—

অথ তানব।

তুড়ি।

শুন শুন ধনি, কহিতে পরাণি, কাঁপয়ে সঘনে মোর। গমনের ছলে, রস কুতহলে, রসিকে কয়লি ভোর॥ উচ গিরি বর, গুরুয়া না জান, তুলা সম অনুমান। তুয়া প্রেম ভরে, অবশল তনু, ইথে কিয়ে সমাধান॥ বচন কহিতে, আধ নিকশি, তহিঁ সখি মুখ চায়। ক্ষীণ তনু লাগি, কহিতে না পার, বেদন মরমে ধায়॥ মরম বেদনে, ঝুরয়ে নয়ন, চলিতে চলয়ে থিরে। অনুভবি তুয়া, মিলন না ভেল, দু কর হানয়ে শিরে॥ বরজ যুবতি, রতি রসবতি,

ভাবার্থ।

× দামিনি হেরব ইত্যাদি— হে ধনি মেঘ উদয় হইলেই তোমার তনু বর্ণ সম তড়িৎ দেখিতে পাইবে বলিয়া কানু পুলকিত হয়।

÷ হেরি বয়ন বিধু — হে ধনি তোমার এই চন্দ্র-মুখ দেখিয়া।

— হেরল যাঁহা যাঁহা— হে ধনি তোমাকে যে যে স্থানে দেখিয়াছে।

হেরিলে বাঢ়য়ে জ্বালা। পরসাদ ভণ, ইথে না সংশয়, দেখিলে এ চান্দ মালা॥ ৩২। ২২৭।

—:*:—

অপ জড়িমা।

দেশবড়ারি।

ইন্দু * মুখি ইন্দিবর, নিন্দিবর নয়ন যুগ, কানে দহ মদন অনিবার। বিরহ বন ঘোর অতি, সাধত সমাধি সতি, নিরখি ঘন রভস ব্যবহার॥ কর চরণ অরুণ নলিনাভ অব নীল দল, কুসুম (=) শর চাহে ঝরু ধার। সীধুময় অধর যুগ, কেলি রস বঞ্চিত হি, নারি কুল বল্লভ উদার॥ শরদ বিধু কান্তি মুখ বিরস অনিবার। ত্বমসি মম মাধব, ত্বমসি মণি লোচন, ত্বমসি পুন মরম = পরিবার॥ মুঞ্চ ধনি রস কপট, নমিত বর মাধবে, করু করুণ পরশ রস দানে। দাস

ভাবার্থ।

* ইন্দু মুখি ইত্যাদি - সখী কহিতেছেন হে চন্দ্রমুখি শ্রবণ কর, ইন্দীবর অর্থাৎ নীলপদ্ম বিনিন্দিত নয়ন বিশিষ্ট নাগরকে মদন দগ্ধ করিতেছে, একারণ ঐ নাগর যে সকল রসকৌতুক দূর হইতে দৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই বিরহরূপ নিবিড় কাননে সমাধি সাধন করিয়া এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছে।

(=) কুসুম শর চাহে ইত্যাদি— জগতের নারীগুণ, নাগরের যে মদন বাণ রূপ নয়ন দর্শনে মোহিত হয়, সেই নয়নের অজস্র বারি ধারা পতিত হইতেছে।

মরম পরিবার ইত্যাদি— হে ধনি এই বৃন্দাবন ক্ষেত্রে অপর যত নারী আছে ইহারা সকলেই কানুর বাহ্য পরিবারে পরিগণিত। নাগর অন্তরঙ্গ পরিবার কেবল মাত্র তুমি।

পরসাদ ভণ, পবিত কর জগত জন, বিতরি ধনি অভয় শব কানে ॥ ৩৩। ২২৮।

—:*****:—

অথ বিয়োগ।

বালাধানশী।

রূপ ৷ কলানিধি, হৃদি নিরমায়ত, বিরহ বিলাপিত কান। নৃত্যতি লখতি, মুখাধর চুম্বতি, বিহসতি এ তনু × ভাণ ॥ দারুণ মনমথ, জাগি বিশালে। দহতি শরানল, পততি ধরাতল, রুদতি বিলুণ্ঠতি বালে + ॥ কূজিত মধুপ, সঘনে পরিতাপতি, কুহু রিতি কোকিল ভাষে। গোপিনি কুল মন, মথন সুবল্লভ, বিহরতি বিরহ বিলাসে ॥ মাধব ÷ জীবন, বসন সমাকৃতি, তুহুঁ (+) ধনি তন্তু দুকুলে। পরসাদ দাস, ভায কব নাচর, অনুখন রস অনুকুলে ॥ ৩৪। ২২৯।

ভাবার্থ।

। রূপ কলানিধি ইত্যাদি— হে ধনি সেই কানু বিরহ বিলাপ করিয়া পরে চন্দ্রকান্তি তুল্য তোমার রূপ আত্ম হৃদয়াগারে নির্ম্মাণ করে।

× এ তনু ভাণ— সেই হৃদয় নির্ম্মিত মূর্ত্তিকে তোমার এই তনু ভাবিয়া একাগ্রচিত্তে নিরীক্ষণাদি করে।

+ বালে— হে ধনি।

÷ মাধব জীবন ইত্যাদি —হে ধনি মাধবের জীবন বসন তুল্য।

(+) তুহুঁ ধনি ইত্যাদি— হে ধনি তুমি সেই দুকুল অর্থাৎ বস্ত্রের তন্তু বা সূত্র স্বরূপ হইয়াছ। প্রসাদ দাসের আশয় এই যে, রাধা শ্যাম উভয়ে সমতায় সমবায়ী কার্য্য কারণ হইল।

অথ ব্যাধি।

যথা রাগ।

তুহুঁ (॥) রসবতি করু, হৃদয়ে বিলাস। অপরূপ পুন পুন, মদন তিয়াষ॥ সো মুখ পাণ্ডুর, বিরহ হুতাশে। গহনা * লাগি শশি, সরব গরাসে॥ অশন (১) তেয়াগল, নীর না পান। পাঁচ পরাণ, কয়ল তুহেঁ দান॥ রাধা যপি যপি, নিশি অবসান। হোয়ব কব ধনি, মুকতি সিনান॥ বিরসই সো তনু, বিদরই মোয়। তছু হৃদি পরিচয়, কহলম তোয়॥ পথ লখি জীবনে রহত সোহাগ। বেদন যতহুঁ, ততহুঁ অনুরাগ॥ অতএ সুন্দরি, করু অভিসার। প্রসাদ দাস অব সহই না পার॥ ৩৫। ২৩০।

ভাবার্থ।

(॥) তুহুঁ রসবতি করু ইত্যাদি— হে ধনি হৃদয় সরস থাকিলে তৃষ্ণা হওয়া অসম্ভব কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তুমি অতি রসবতী এবং তাহার হৃদয়ে নিয়ত বিলাস করিতেছ তথাপি তাহার মদন তৃষ্ণা দূরিভূত হইতেছে না।

* গহনা লাগি ইত্যাদি— চন্দ্রগ্রহণে সর্ব্বগ্রাস হইলে চন্দ্রের আভা যেমন শুক্ল পীত মিশ্রিত অর্থাৎ পাণ্ডুবর্ণ হয়, সেই রূপ কৃষ্ণ মুখ চন্দ্রকে বিরহ রাহু সর্ব্বগ্রাস করাতে তাহার আভা পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে।

(১) অশন তেয়াগল ইত্যাদি— গ্রহণ দিবসে যেরূপ ভোজন পান বর্জ্জন, সাধ্যমত দান, এবং মন্ত্র যপ করিতে হয়, কানু সেইরূপ ভোজন পান বর্জ্জন, তোমাকে পঞ্চপ্রাণ দান, এবং রাধা নাম যপ করিয়া নিশি যাপন করিতেছে কিন্তু হে ধনি বিরহ মুক্তি স্নান কবে হবে তাহাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।

অথ উন্মত্ত।

—:*****:—

সুহিনী।

তুয়া লাগি উনমত কান। দিশি দিশি অনুখন, করত পয়ান॥ তুয়া গুণ সখি যব বোল। থারি দরশি করু, কত উতরোল॥ যাঁহা যাঁহা দেখল তোয়। তাঁহা তাঁহা লোটি বিলাপই রোয়॥ দিগহুঁ বিদিগ নাহি ধাব। ধাবত যবহিঁ, তবহিঁ পুন আব॥ থির নহ তছু অনুভাব। বৈঠত এক গুণ, তিন গুণ ধাব॥ বান্ধলি কিয়ে গুণ সাঁচি। কাঠ পুতলি সম মাধব নাচি॥ কব হরি মুরলি বয়ান। তেজব যব, জাগত ফুল বাণ॥ এ ধনি ইহ কিয়ে সাধা। পরসাদ ধরু পদ পঙ্কজ রাধা॥ ৩৮। ২৩১।

—:*****:—

অথ মোহ দশা।

—:*****:—

তথা রাগ।

মাধবে নবমি নিদান। বধিবি কি রসিক পরাণ॥ পুন পুন প্রাপত মোহা। মরি মরি তুয়া রস সোহা॥ ভূতলে মুরছিত কান। কাঠ পুতলি অগেয়ান॥ সখিগণ আকুল হেরি। রাধা রাধা কহ, বেরি বেরি॥ মেলিয়া লোচন চাহ। থর থর কাঁপয়ে নাহ॥ অতএ ইহ অনুভাব। মুরছিত নাগর, চিতে তুয়া ভাব॥ এ ধনি তুহুঁ সে পাখানি। পরসাদ দাসক, জ্বলত পরাণি॥ ৩৭। ২৩২।

—::***::—

অথ দশমী দশা।

বড়ারি।

সো * হরি সরসিজ, বিগলিত নালে। দশমি দশা অব, উদিত বিশালে॥ অচেতন ধরণি, শয়নে রহু কান। তনু তনু দেয়ত, দশমি নিশান॥ অঙ্গ উপল সম অনিমিখ আঁখি। চিত্র পুতলি সম, না রহু ভাখি॥ যতহুঁ ফুকারিয়ে, এক না শুনই। বাহিরে নাশা, শ্বাস না বহই॥ ভুজ দিশি ধমণি, গমন মৃদু মন্দ। না করু কম্পন, তহিঁ সখি ধন্ধ॥ কহলুঁ তুয়া গুণ; ঔখধি লাগি। নিজ থলে ধমণি, উঠলি পুন জাগি॥ ঐছন দেখিয়ে, আয়লু ধায়। পরসাদ নয়নে কছুই নাহি ভায়॥ ৩৮। ২৩৩।

—::***::—

অথ অভিসার।

তথা রাগ।

নাগর বিকল, দশা শুনি রাই। বেথিত নয়নে, সজনি মুখ চাই॥ ঈঙ্গিতে সখিগণ অনুমতি পাই। বেশ বনাই, পুলক অবগাই॥ সহচরি সঞে ধনি, কয়লি পয়ান। সংশয় কত চিতে, মিলইতে কান॥ উপনিত সবজন, কুঞ্জ

ভাবার্থ।

* সো হরি ইত্যাদি— হে ধনী তোমার মিলনটী পদ্মনাল স্বরূপ, এবং নাগরের আশা সেই নাল গর্ভস্থ সূত্র স্বরূপ, পদ্ম যেমন মৃণালগর্ভস্থ তন্তু দ্বারা আবদ্ধ হইয়া সজীব থাকে সেই রূপ সেই মিলন নালের আশা সূত্রে বদ্ধ থাকিয়া শ্যাম কমল সজীব ছিল। এইক্ষণ সেই আশা সূত্র ত্যাগ অর্থাৎ নৈরাশ হওয়াতে শ্যাম কমলে দশমী দশা উপস্থিত হইয়াছে।

নিয়োর। নাগর যাঁহাঁ করু, বরত কঠোর ॥ রাই শুভাগম, কহ সখি ধাই। চমকি উঠল পুন, জীবন পাই ॥ তুরিতহিঁ নাগর, পথ আগুয়ান। কুঞ্জ ভবনে সব, কয়ল পয়ান ॥ রাধা শ্যামক, পহিল বিলাস। আনন্দে নিমগল, পরসাদ দাস ॥ ৩৯। ২৩৪।

:*:

অথ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।

ধানশী।

ভয়ি উপচক্কিত, থরহরি কাঁপি। সহচরি বসন, ধরত কর কাঁপি ॥ দুর হি নাহক, রস পরসঙ্গ। শয়ন পরশ যনু, কাল ভুজঙ্গ ॥ নাহক পাশে, বৈঠায়লি গোরি। চলইতে বিদগধ, রসিক আগোরি ॥ দুহুঁ জন শয়নে, ছোড়ি সখি গেল। অনুপম দুহুঁক, পহিল রস খেল ॥ দরশিতে তরশি, বসনে মুখ গোয়। পরশিতে বিধু মুখি, লহু লহু রোয় ॥ চুম্বনে মুখ শশি, লেয়ত মোরি। হট পরিরম্ভনে, উরু উরু যোরি ॥ পরশিতে অঞ্চল, করে কর বার। নাগর চাতিকে, কুলিশ বিদার ॥ বিধুমুখ হেরি, বিকল রসরাজ। পরসাদ দাসক, সুসফল কাজ ॥ ৪০। ২৩৫।

—:*****:—

ভূপালি।

ধনি তনু হেরি, মদন উদিয়ান। ধৈরজ + অন্তর আকুল কান ॥ দরশয়ে সব তনু, কুসুমক বন্ধ। জঘনহিঁ না-

---

ভাবার্থ।

+ ধৈরজ অন্তর— ধৈর্য্য দূর হইল।

ভি, কমল দল ছন্দ॥ মন্দ মন্দ বহ মলয় সমীর। সুরভি আগোরল, কুঞ্জ কুটীর॥ সেবল × মদন, কুসুম রস বাণ। লুবধল নাগর মধুকর কান॥ রতি রস বিদগধ, চতুর সুজান। কছু করু পীড়ন, কছু মধু পান॥ মধুপ আলিঙ্গনে, পুলকিনি রাই। পরসাদ দাস, আনন্দে অবগাই॥ ৪১।২৩৬।

—:******:—

ষষ্ঠ মণি।

শ্রীরাধার দর্শন পূর্ব্বরাগ।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রস্য।

মঙ্গল।

আলো সৈ কি দেখিলাম, সুরধনি তটে। গৌরাঙ্গ রূপের খনি, নাগর রসের মণি, নয়ন বিন্ধিল হৃদি পটে॥ নিশি নাই দিন নাই, মনে করি ধেয়ে যাই, টানে যেন কেশেতে ধরিয়া। ঘাটে পথে গুরুজন, দেখিতে না পাই ক্ষণ, সে নব রসের পুতলিয়া॥ সে রূপ আলোক মালা, দেখিয়া ঘটিল জ্বালা, হলুঁ সৈ পাগলিনি পারা। কুল শীল ডরি ডরি, কান্দিয়া কান্দিয়া মরি, ঘর মোর পিঞ্জরের ধারা॥ কুলেতে বান্ধিয়া ডুরি, গোরা রসে ঝুরি ঝুরি, মিটাইব হৃদয়ের সাধ। না মজিল প্রেম রসে, উপরে উপরে ভাসে, বিফল জনম পরসাদ॥ ১। ২৩৭।

ভাবার্থ।

× সেবল মদন ইত্যাদি— মদন ধনীর তদ্রূপ উদ্যানকে সেবা করাতে এ মুগ কুঞ্জ রসময় হইয়াছে।

শ্রীরাধা উক্তি।

সুহই

আলো সৈ কেমন কেমন করে গা! এ ঘর ও ঘর আমি, যাইতে না পারি গো, চলিতে কাঁপয়ে মোর পা॥ কদম্ব তলাতে আমি, যে হতে দেখিলুঁ গো, কালিয়া কানুর রূপ খ্যানি। মরমে মরমে মরি, কেমনে ধিরজ ধরি, আকুল করয়ে মোর প্রাণি॥ কিবা সে রূপের ছটা, কত বা কামের ঘটা, কামিনি মোহন ঘন ফান্দ। রসের পুতলি কেবা, বিরলে গঢ়ালে গো, ভালে দিল চন্দনের চান্দ॥ নিশি দিন ধরা লেখি, সে রূপ নয়নে দেখি, আখন ছাড়িতে নারি আর। পরসাদ দাস ভণে, পেলে সে নাগর জনে, কুলের গরব কোন ছার॥ ২। ২৩৮।

:*:

ঐ রাগ।

পাশরিতে রূপ শশি, নয়ন মুদিয়া বসি, হিয়ার ভিতরে উঠে নাচি। পাঁজরা টানিয়া নেয়, কতবা বেদন দেয়, কহ দেখি কেমনে বা বাঁচি॥ কালিয়া রূপের চান্দ, কিবা সে মোহন ছান্দ, সুধার সাগর মৃদু বানি। নাশার তিলক ছাঁচে, অয়স্কান্ত মণি নাচে, টানিয়া লইল মোর প্রাণি॥ সে কালা জগত আলা, হিয়ার রতন মালা, বয়ন হে রতি রস খানা। খাইতে শুইতে নারি, মনমথ সারি সারি, থাকি থাকি বুকে দেয় হানা॥ হিয়ার মাঝারে মোর, রূপের তরঙ্গ নাচে, দু পাশ ভাঙ্গিয়া যেন নেয়। পরসাদ দাস কয়,

এমতি হইতে হয়, যে জন সে রূপে আঁখি দেয় ॥ ৩ ।২৩৯।

—:****:—

সিন্দুরা।

অসকালে ভরি জল, আসিতে না পারি ঘর, ফলিল কপাল দুখ লেখি। কালিয়া মেঘের মালা, ঘিরিয়া লইল হে, দুই চক্ষে কিছুই না দেখি ॥ ভালের তিলক লতা, বে-ড়িয়া ধরিল গো, চলিতে না পারি এক পা। ঈষত চাহুনি তার, বুকে বিন্ধি হল পার, থর থর কাঁপি মোর গা ॥ ক-পালে চন্দন চান্দ, কত না রসের বান্ধ, কি কুহুক কৈল তাহে কালা। হেরিয়া নয়ন কোনে, মোহিত পরাণ গো, হিয়ার মাঝারে কত জালা ॥ জালায় জলয়ে তনু কালা কালা করি মনু, কি গুণ জানয়ে বনমালি। পরসাদ দাস কয়, কুল লাজ আর না রয়, কালারূপ কলঙ্কের ডালি ॥৪।

॥ ২৪০॥

—:*****:—

সখি উক্তি

ও শ্রীরাধার উত্তর।

ভূপালি।

নিশেধিলু বারে বারে, যাইতে যমুনা জলে, না দেখিবি কদম্বের তলে। না শুনিলি শখি কথা, খাইলি আপন মাথা, পোড়াবে গো রূপের অনলে ॥ ধ্রু ॥ আলো সখি মনে ছিল, আঁখি না মেলিব। মুদিয়া নয়ন আমি, ঘরেতে আসিব ॥ কদম্ব তলার কাছে, নয়ন না মেলি থর থর কাঁপি বুক, দ্রুত পদ ফেলি ॥ কেবা জানি আসি

মোর, পলক টানি দিল। সে কাল মোহন রূপ নয়নে প-শিল॥ চূড়ার টালনি বামে, শিখিচন্দ্র শোভা। কি কহিব আলো সৈ, মনমথ লোভা॥ শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, পব-নের ভরে। গরাসিতে রমণি, মকর যেন চরে॥ পরাণ যেমন করে, কহিবার নাঞি(ই)। পরসাদ কহে কালার, পিরিতি বালাই॥ ৫। ২৪১।

—:*****:—

শ্রীরাধা উক্তি।

সুহিনী।

কদম্ব তরুতে হেলা। ভঙ্গি মদন মেলা॥ ঈষদ ঈষদ হাঁসে। রমণির কুল নাশে॥ ভুবন মোহন দিঠি। গরল গরল মিঠি॥ দেখিয়া হইলুঁ ভোর। নিশি দিশি গলে লোর॥ কিবা সে চাহনি ধারা। হইলু পাগলি পারা॥ ননদিনি তাহা দেখি। হৃদয়ে রাখল লেখি॥ দাঁড়ালে দুয়ার নাছে। কহে গুরু জন কাছে॥ কাঁপয়ে আমার হি-য়া। অযশ কহিবে গিয়া॥ পরসাদ দাস কয়। তাহেবা কিসের ভয়॥ পিরিতে দড়ালে বুক। কলঙ্ক বড়ই সুখ॥ ।৬। ২৪২।

-:*****:-

মায়ুর।

সখি হে! বেদন ধাইছে থেনে। এঘর করণ, জাতি কুল ধন, রাখিতে নারিলু মেনে॥ কালার লাগিয়া, ভা-বিয়া ভাবিয়া, পরাণ হইল সারা। কালিয়া কালিয়া, জ-পিয়া জপিয়া, হইলু পাগলি পারা॥ যাকু সখি যাকু কুল

লাজ ভয়, আর না সহয়ে প্রাণে। শ্যামের কলঙ্ক, শিরেতে বান্ধিয়া, ভ্রমিব নগর গ্রামে॥ পিরিতি মাখিয়া, দু আঁখি ভরিয়া, দেখিব সেরূপ রঙ্গ। পরশি চরণ, চিকণ বরণ, সফল করব অঙ্গ॥ সে না পরশিলে, যমুনার জলে, মজ্জিয়া তেজিব জালা। পরসাদ কহ, ধৈরজ ধরহ, সেখানে এমতি কালা॥ ৭। ২৪৩।

—:***:—

শঙ্করা ভরণ।

ধরণি বিলোটিয়ে, ভৈ গেল ভোর। বিগলিত কুন্তল, নয়নে হি লোর॥ শির উর অঞ্চলে, নহ অবধান। উহু উহু বচনে, উরে কর হান॥ সখি কহ না করু, ধনি উতরোল শুন শুন সুন্দরি, মঝু মুখ বোল॥ এমুখ দরশল, সো রস বন্ত। জাগল মনমথ, উদিত বসন্ত॥ সো মন মোহন, তুহুঁ রস খান। তুহুঁ ধনি আকুল আকুল কান॥ কবহুঁ না হেরল, এসম মুখ। না জানি কত, বেদন তছু বুক॥ এক তু পলকে, মিলব সম্বাদ। উহ সখি আয়ত কহ পরসাদ॥ ।৮। ২৪৪।

—:*****

শ্রীকৃষ্ণের নিজ সখির আগমন এবং উক্তি।

মল্লার।

ঐছন সবহুঁ, বিচারয়ে যাঁহা। মাধব সহচরি, উপনিত তাঁহা॥ সো সখি হেরিয়ে লাজে লাজাই। নিজ তনু সম্বরি, বৈঠলি রাই॥ লোচন চকিত, কহত সখি ভাব। একি নিরখি ধনি, তোহারি বিলাস॥ ধুরি ধুসর তনু, কাঞ্চন

তোর। লোচন বরিখল, সুন্দরি লোর॥ লোটলি ধরণি, কিয়ে অনুরাগি। রোয়লি সুন্দরি, কিয়ে দুখ লাগি॥ সখি-গণ কাছে, রহয়ে আন চিৎ। না বুঝি সুন্দরি কৈছে চরিৎ॥ ভাণয়ে পরসাদ, কাহে না বোল। অবহিঁ শুনলুঁ ধনি, বহু উতরোল॥ ৯। ২৪৫॥

—:*****:—

ধানশী।

এ ধনি পদুমিনি, অপরূপ তোরি। পুছইতে বেদন, রহু মুখ মোরি॥ বহু দিনে ভেটলুঁ, তোঁহারি বয়ান। যৌবন পায়লি, নহ অবধান॥ পায়লি যৌবন, কিয়ে বড়ি রঙ্গ। কা-মিনি জাতিক, মিলে অছু অঙ্গ॥ ইহ বড়ি সম্পদ, সু পুরুখ পাশ। তুয়া যৌবনে মঝু, কিয়ে অভিলাস॥ তব তুহুঁ পদু-মিনি, মিলে সু পুরুখ। শুনইতে অন্তর, শ্রবণক সুখ॥ কিয়ে কহ সখিগণ, ইহ কিয়ে নাই॥ পরসাদ কহ সখি, তুয়া বলি যাই॥ ১০। ২৪৬।

—::***::—

শ্রীরাধার উক্তি।

যথা রাগ।

এ সখি শুন শুন, বচন বিশেষ। দিন দুই চারি, হৃদয় গত বেদন, রহি রহি হানই শেষ॥ সহচরি কতহুঁ, করত অবধারণ, নহত কছুই উপকার। যবহু উদীপন, বিবিধ উত্তাপন, কো কহু সো সমাচার॥ নিশি দিন বিরস, বদনে দুখ যাপিয়ে, নাহি উপজি সুখ লেহ। বহু দিনে তোঁহারি, সমাগম হেরিয়ে, পুলক বলিত মঝু দেহ॥ কাপট বচনে,

লুকায়লি বেদন, বয়নক অরহিঁ ছন্দ। জলে যনু তৈল, লুকায়লি নাগরি, প্রসাদ দাস তহিঁ ধন্দ॥ ১১। ২৪৭।

—:******:—

শ্রীকৃষ্ণের সখি উক্তি।

কড়খা।

রঙ্গিনি রমণি, নিবেদন তোয়। বেদন হৃদয়ক, বহুত সচেতন, মানুখ চিহ্নয়ে সোয়॥ হেরিতে মঝু মুখ বেদন ভাগল, অপরূপ বেদন তোর। কপটিনি কপট বচন বহু জানসি, শুনইতে মঝু মন ভোর॥ আনক অন্তর, জারসি নিশি দিন, ভোগবি ধনি কিয়ে নাই। দেয়বি যৈছন, পায়বি তৈছন, নহ যদি অনুচিত রাই॥ শুন শুন কামিনি, রমণি শিরোমণি, মুরহর রসিক নিদান। ধনি অবহাসি বয়ন শশি মোরল, প্রসাদ দাস তহিঁ ভাণ॥ ১২। ২৪৮।

—:******:—

শঙ্করা ভরণ।

সুন্দরি শুন শুন করু অবধান। নাগর তরু তলে, করত শয়ান॥ মদন শরানলে, দুখ বলবন্ত। রাই রাই করি, নিরখয়ে পন্থ॥ ঝর ঝর লোচনে, বরিখত লোর। কভু রহু চেতন, কভু রহু ভোর॥ উহু উহু শবদে অবধি করু রাতি। চমক চমকি, কর হানয়ে ছাতি॥ তুয়া রতি বিনু সতি, গতি কিয়ে আর। অতএ কহলুঁ সকল ব্যবহার॥ ঝটিতি চলহ ধনি পরসাদ বোল। মাধব বধিলে, কপরে উতরোল।১৩।।২৪৯॥

—::****::—

তথা রাগ।

শুন শুন সুন্দরি, অনল* স্বভাব। যো করু পরশ, অনল বনি যাব ॥ মদন অনল দহ, কানু অভাগ। যোই পরশ করু, হোয়ত আগ ॥ শীতল মলয়, অনিল বহ মন্দ। পরশিতে অঙ্গ, অনল তছু ছন্দ ॥ তরল নলিনি দল, তনু যব লাগি। সো পুন ঐছন, হোয়ত আগি ॥ সুধাবধি কিরণ কুমুদি কুল নাহ। অঙ্গ পরশে বনি, অনলক দাহ ॥ কোকিল কুহু রব, শ্রুতি পরশাওয়ে। অনলে মিলি তহিঁ, তনু দগধাওয়ে ॥ প্রসাদ দাস কহ, চল বর নারি। শেষ সময় অব, মিলহ মুরারি ॥ ১৪। ২০০।

:******: —

রাগ ধানশী ॥

তুয়া মুখ দরশন, পায়ল নাগর, সো ভেল পহিল নিদান। নিশি দিন বিজনে, যোগ অবলম্বনে, এ মুখ করত ধেয়ান ॥ বিবিধ সুযতন অবধি ভেল সুন্দরি, উদিতহিঁ দশমিকি × শ্বাস। সখিগণ সবহুঁ, ভয়ী উপচকিত, ভেজল মুঝে তুয়া পাশ ॥ অতি গুণবতি, ভূপতি বর বালা। পিরিতি

ভাবার্থ।

* অনল স্বভাব ইত্যাদি— অগ্নির স্বভাব এই যে, যে দ্রব্য তাহাকে স্পর্শ করে সেই দ্রব্যই অগ্নি হইয়া যায়। মদনানল অভাগা কানুকে দহন করিতেছে এ জন্য শীতল মলয়ানিল, স্নিগ্ধ কমল দল, চন্দ্রের সুধাময় কিরণ এবং কোকিলের কুহু ধ্বনি কানুর দেহোত্থিত মদনানলকে স্পর্শ করিয়া অগ্নি হইয়া যাইতেছে।

× দশমিকি শ্বাস— শেষ দশার শ্বাস।

মধুর রস, শত শত জানলি, বধিতে কি সুচিকন কালা॥ অ-
ভিনব নাগর, তনু তুয়া সুন্দরি, না জান ইথে অর* ছন্দ।
চল চল নাগরি, ভণয়ে মিনতি করি, প্রসাদ দাস মতি মন্দ॥
।১৫।২৫১।

—:*:—

অথ অভিসার।

সুহই।

পর পর পুলক, ভরল তনু নাগরি, কৌটিলে সখি মুখ
চাই। সখিগণ লোচন, ঈঙ্গিত পাইয়ে, বেশ বনায়লি রাই॥
সিন্দুর(১) বিন্দু হি ভালে বনাই। ভাঙরি ভুজগ ফণা মণি
তেজল, গ্রাসিতে প্রাণ কান্হাই॥ অভিনব ছন্দে, চিকুর করু
বন্ধন, মণিময় অভরণ সাজ। নিশবদে চললি, সজনি সঙ্গু-
লি সহ, পুন মুখ হেরিতে লাজ॥ কত শত সংশয়ে, সখি
সঞে মেলল, রতি মত কুঞ্জর পাশ। নিরখিতে পুলক মুগধ
চিত কানুক, কহতহিঁ পরসাদ দাস॥ ১৬। ২৫২।

—:*:—

অথ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।

ভূপালি।

ঝলমল কুঞ্জ, রতন দো সঙ্গে। দুহুঁ তনু কিরণ, চমক

ভাবার্থ।

* অর ছন্দ— অন্য প্রকার।

(১) সিন্দুর বিন্দু ইত্যাদি— মণি যুক্ত ফণি যাহার কালে ফণা হইতে মণি নামাইয়া রাখে, সেইরূপ ধনীর ভ্রূভুজঙ্গ সিন্দুর বিন্দুরূপ নিজ ফণাস্থ মণি ললাটে রাখিয়া কানুর প্রাণ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে।

দুহুঁ অঙ্গে ॥ আনন্দে নিমগন, নাগর কান। মদন সমাগমে, চপল পরাণ ॥ থরহরি সুন্দরি, লহু লহু রোয়। পরশিতে কানু, ভুজঙ্গম ফোয় ॥ দরশ লুবধ মতি, আকুল কান। অনু-নয়ে ধনি দিঠি তীখনি বাণ ॥ কর ধরু নাগর, নহি নহি ক-হই। বিজনে রতন কিয়ে, দারিদ ছোড়ই ॥ অনুপম পহিল, মিলন রসভাস। বহু ভাগে গায়ল, পরসাদ দাস ॥ ১৭ ।

। ২৫৩ ।

—:*****:—

ঐ রাগ।

গ্রন্থি হৃদয় সব, কর খুলি দেল। সব তনু বন্ধন সৈ-থিল ভেল ॥ পরশিতে বিকচি সকল কলি অঙ্গ। বচনেহি করুণা, মরমে রতি রঙ্গ ॥ হিয়া হিয়া পরশি, অধর রস পান। নহি নহি ভাষে, অধর করু দান ॥ দৃঢ় পরিরম্ভনে, নাগরি রোখ। নাগর মানত হসি নিজ দোখ ॥ দুহুঁ জন করু কত, রস অনুবন্ধ। বাজত কিঙ্কিনি, রতি অনু ছন্দ ॥ ছাপি ছাপি সখিগণ, দরশয়ে রঙ্গ। পুলকে পিবই রস, অভিনব সঙ্গ ॥ অবহসি সখিগণ, আনন্দ ভোর। প্রসাদ* দাস, সখি চরণ আগোর ॥ ১৮ । ২৫৪ ।

ভাবার্থ।

* প্রসাদ দাস ইত্যাদি— যুগল মিলন দর্শন সখীদিগের কৃপাতে লাভ হওয়ায় সাদরে প্রসাদ দাস সখীগণের চরণ ভক্তি বন্দন করিতেছে

—*****—

সপ্তম মণি।

শ্রীরাধার প্রকারান্তর দর্শন পূর্ব্ব রাগ।

শ্রী মূর্ত্তি। তদুচিত শ্রীগৌর চন্দ্র।

নদিয়া নাগরি উক্তি।

গান্ধার।

অভিনব সচিস্তুত বিহরত ভাল। ক্ষেম কনক বপু প্রেম† পুরন্দর, যুবতি মনোহর জাল॥ ভাঙরি ভুজগ, নয়ন পুন প্রেমক, প্রেম প্রেম মুখ হাস॥ বয়ন বিমল বিধু, প্রেম বরিখি মুহু, নটন× প্রেম বিন্যাস॥ তনু তনু ভাঁতি, প্রেম অচলাকৃতি, হরি কীর্ত্তনে রহু ভোর। প্রেম ভকতি রত, মেলল শত শত, পতিত(*) অকৃতি করু কোর॥ বিতরল প্রেম, ভাঁতি করি ঐছন, নবদ্বীপ অবতারে। একলি পরসাদ, প্রেম সুদারিদ, আপন করম বিচারে॥ ১।২৫৫।

-::***::—

শ্রীরাধা উক্তি।

তথা রাগ

পেখলু নিখিল, ভুবন মন মোহন, উনমত রস তনু লাগি। বিহসিত বয়ন, বরিখি শরদামৃত, নিরখি নয়ন অনুরাগি॥ ভাঙরি সহচরি কুসমিত চাপ। কুসুম বিশিখ, কুল, কুটিল

ভাবার্থ।

† প্রেম পুরন্দর— প্রেম রাজ।

× নটন প্রেম বিন্যাস—নৃত্য করণে প্রেম সুসজ্জিত হইতেছে।

* পতিত অকৃতি ইত্যাদি - পতিত এবং অকৃতি জনকে প্রেম আলিঙ্গন দ্বারা গৌরসুন্দর কৃপা সঞ্চার করিতেছেন।

বিলোকন, বিন্ধিতে উপজল তাপ ॥ মঝু(÷) মুখ নিরখি, সখী সঞে মাধব, বচন কহিতে কর হেল। বিরহ সিন্ধু নিপতিত যনু নাগর, কূল দরশি রস ঠেল ॥ পিই পিই অনুখন, ভকত পদামৃত, পরসাদ[।] দাস বিচার। মাধব বিরহ সীম বর নাগরি, সম্ভোগ উদধি অপার ॥ ২। ২৫৬ ॥

:❋❋❋❋❋:

সুহিনী।

ধরম করম মঝু নেল। কুল ধন সরম ভরম সখি গেল ॥ অরুণ অধর লখি ভোর। কো জানে কৈছে, করত হৃদি মোর ॥ কুটিল নয়ন হৃদি লাগি। অনুখন মানসে, মনমথ জাগি ॥ হসইতে দশন উদাস। রজনি উজোর, বিজুরি পরকাশ ॥ অলকেহি আকুল ভেল। নাসা তিলক, মুগধি করি দেল ॥ হৃদয় সরোবর ভাল। ঝাঁপল অতনু, রোম

ভাবার্থ।

(÷) মঝু মুখ নিরখি ইত্যাদি— হে সহচরি সেই নাগর আমার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া প্রিয় সখার সহিত আলাপ উপলক্ষে যে হস্ত হেলন করিতে লাগিলেন সেটি কেবল ছল মাত্র বস্তুতঃ তিনি অগাধ বিরহ রস সিন্ধুতে পতিত হইয়া সেই সিন্ধুর কূল দর্শনে হস্ত দ্বারা রস অন্তরণ করিতে লাগিলেন।

[।] পরসাদ দাস বিচার ইত্যাদি— প্রসাদ দাস মনে২ বিচার করিতেছে যে, এই সুন্দরি কানুর বিরহ সিন্ধুর সীমা বটেন, কেননা ইহাকে স্পর্শ করিলেই কানু বিরহ সিন্ধু হইতে উত্তীর্ণ হইবেন। কিন্তু তাহাতেও দাস, কানুর নিস্তার দেখিতেছে না যেহেতু ধনী, সম্ভোগ রসের সাগর স্বরূপ ইহাতে পতিত হইলে আর কানুর সীমা পাইবার সম্ভাবনা নাই

শৈবাল।। পরসাদ ভণ বর নারি। কাহে উদাসসি, মিলব মুরারি।। ৩। ২৫৭।

—:*****:—

গৌরী।

যাইতে যমুনা তটে, মুরহর সুকপটে, বসি ছিল তরুর উপরে। আপন গলার মালা, ফেলিয়া যে দিল গো, আমার গলায় আসি পড়ে॥ আচম্বিতে উঠি কাঁপি, পটাঞ্চলে তনু ঝাঁপি, থর থর কাঁপি মোর হিয়া। কদম্ব ডালেতে বসি, সে কালা গগণ শশি, মৃদু মৃদু হাঁসিছে বসিয়া॥ কেমন তাহার ছলা, কত না জানয়ে কলা, একি কৈল কিবা অভিলাস। মুগধিনি নারি আমি, ভাল মন্দ নাহি জানি, কি বুঝিব তাহার বিলাস॥ সখি কহে মালা নয়, পরাণ মদনময়, গাঁথিয়া দিয়াছে সেই কান। পরসাদ দাস কয়, যা বলিলা তাই হয়, বিনিময় হয়েছে পরাণ॥ ৪। ২৫৮।

—:*****:

তথা রাগ।

সজল জলদ তনু, রসে ঢর ঢর যনু, হেরি মরি হৃদয় বেদনে। বয়ান চমকে চান্দ, নটবর বাঁকা ছান্দ, যে দেখেছে পাসরে কেমনে॥ বিধু মুখ হাঁসি দেখি যুবতি না বাঁচি। চান্দের কিরণ যেন, তিমির নাশয়ে গো, পরাণ পুতলি উঠে নাচি॥ অগোর চন্দন সোভা, রমণির মন লোভা, বিরলে গঢ়ালে বিহি তায়। বরণ চিকন কালা, ভুবন করেছে আলা, দেখিয়া হইল মোর দায়॥ ধস ধস করে বুক, কহিতে না পারি তুখ, হৃদয়ে পসিল মোর কাল। যে দেখে কালার রূপ, ডুবি যায় রস কুপ, পরসাদ দাস জানে ভাল॥ ৫। ২৫৯।

তুড়ি।

মনের বেদন, বিষম যেমন, কহিতে নয়ন ঝরে। যে হতে সে বিধু, বদন হেরলুঁ, রহিতে না পারি ঘরে॥ যমুনা গমনে, দেখিয়া নয়নে, না পারি আসিতে হেথা। মনমথ বাণ, বিন্ধল পরাণ, কহিতে না জানি বেথা॥ কটির রূপ, মদন কুপ, থাকি থাকি হানে বুকে। শুভ দিন কবে, পুন মোর হবে, দেখিব মোহন মুখে॥ জাতি কুল ধন, ঘরে গুরু জন, সকল আমার কাল্। প্রসাদ ভণয়ে, কানুর পিরিতিঃ ধনিয়ে সেজেছে ভাল্॥ ৬। ২৬০।

—:*****:—

মল্লার।

রে সখি পেখলুঁ, অপরূপ ভালা। তরু তলে বিহরই, চন্দ্রক মালা॥ হিমময় কিরণ, জগত পুলকাব। কামিনি কুল-বতি তনু দগধাব॥ সিত পুন অসিত, দিবস পুন রাত। নব নব রুচির, কিরণ করু পাত॥ গোকুল গোপিনি নয়ন চ-কোর। পিবইতে তনু মন, অবিরল ভোর॥ পেখি না পা-রলুঁ, মনমথ জাগ। পুন কব হোয়ব ঐছন ভাগ॥ কহতহিঁ পরসাদ, রস অনুরাগি। বিলসই মালা ধনি হৃদি লাগি॥ ৭। ২৬১।

—:*****:—

মায়ূর।

সখি* হে! মঝু হৃদি মন্দির মান। কুল শিল গরিম

ভাবার্থ।

* সখি হে! ইত্যাদি। হে সখি! আমার হৃদয় মন্দির স্বরূপ,

ধরম গুরু গৌরব, সম্পদ সব তহিঁ জান॥ কহইতে বচন, সঘন তনু কম্পই, মরি মরি মাধব চোর। চকিদবলোকিতে, মঝু হৃদি পৈঠল, সব হরি নেয়ল মোর॥ সো+ সম সম্পদ, বিরহে নহত দুখ, দুখ কহি সজনি সমাজ। মঝু তনু হরণ উচিত ধন না বুঝি, লেইতে আয়ল বাজ॥ ঐছন বেদন, জাগত নিশি দিন, চপলহিঁ ধৈরজ মোর। পরসাদ দাস, কতহুঁ বলি যায়ত, সাধু অনুপ পুন চোর॥ ৮। ২৬২।

—::***::—

বড়ারি।

কো কহু সো তনু, মানব হোয়। সরসিজ কানন, লাগয়ে যোয়॥ বোলত সব জন, পদ রসরাজ। বেকত রাতা, উতপল সাজ॥ নাভ গভীর, কহয়ে বেরি বেরি। নয়ন নিরাময়, সরসিজ হেরি॥ পাণি পাণি কহ সব জন ভালে। যুগল কমল সখি, বিলসত নালে॥ নহত বয়ান, বয়ানক ছান্দ। মোহন নীরজ, অলি কুল ফান্দ॥ লোচন নহ পুন,

ভাবার্থ।

তাহাতে কুলশীল গরিমা প্রভৃতি সম্পত্তি ছিল, আমি মাধবকে নিরীক্ষণ করিবা মাত্র, চোর মাধব সেই ঈক্ষণকে দ্বার করিয়া মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক উক্ত সম্পত্তি সকল অপহরণ করিতেছে।

+ সো সব সম্পদ ইত্যাদি— ঐ সম্পত্তি হরণে আমার কিছু মাত্র দুঃখ নাই, কিন্তু আমার এই তনুটী হরণ যোগ্য ধন বিবেচনা না করিয়া যে হরণ করেন নাই ইহাই অতিশয় দুঃখের বিষয় হইয়াছে। এবং তাহাই দিবা নিশি মনে জাগিতেছে।

লোচন রঙ্গ। অনুখন নীল, কমল দল ভঙ্গ ॥ ধনিহুঁ নলিনি বন, পরসাদ ভণই। দ্বি কুচ কমল ধরি, মাধবে জিতই ॥ ৯ ২৬৩।

—::***::—

কেদার।

আলি রি শুন শুন মঝু অনুমান। মঝু* হৃদি সরসি মৃনালজ পঙ্কজ, নাগর মুখ অভিধান ॥ কুঞ্চিত চলিত চিকুর চয় চৌদিশি, খেলত বাল ভুজঙ্গ। অবিরত শত শত, দশন বিদারত গরল বেয়াপিত অঙ্গ ॥ রঞ্জিত× মদন বিশিখ কুল লোচন, মোহন বঙ্কিম ঠাম। রবিথনে বিদর, বিরিখ গিরি গারিম, নারিক কো করু নাম ॥ কহত বচন ধনি তনু মন আকুল, লোচনে সারন বারি। পরসাদ দাস, ততহিঁ আশ-য়াসত, মেলব ঝটিতি মুরারি ॥ ১০ ॥ ২৬৪।

ভাবার্থ।

ধনী নাগরের অঙ্গ অঙ্গ পদ্ম কহিয়া কমল বন বর্ণন করিলেন, তৎ শ্রবণে প্রসাদ দাস কহিতেছে হে ধনি তুমি ঐরূপ নলিনী বন বট, বরং দুই স্তন কমল অতিরিক্ত থাকাতে মাধবকে জয় করিয়াছ।

* মঝু হৃদি সরসি ইত্যাদি— কানুর মুখ মণ্ডল আমার হৃদয় সরোবরের অনুরাগ রূপ মৃণাল জাত পদ্ম, এবং তাহার কুঞ্চিত কেশ সমূহ সঞ্চালিত হইয়া মুখ পদ্মের চতুর্দ্দিকে ভুজঙ্গ সাবকের ন্যায় খেলা করিতেছে, ঐ ভুজঙ্গগণ অবিরত দংশন করাতে আমার অঙ্গ বিষে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

× রঞ্জিত মদন ইত্যাদি—কানুর নয়ন, মদনের রঞ্জিত অর্থাৎ শানিত শর স্বরূপ, তাহা আবার বক্র, উহা বর্ষণে বৃহৎ২ বৃক্ষ ও পর্ব্বতাদি বিদীর্ণ হয়, অবলা নারীর কথা আর কি কহিব।

শ্রীকৃষ্ণের সমীপে শ্রীরাধার নিজ সখির গমন।

সুহিনী।

রাইক পিরিতি নিদান। হেরিয়া সজনি পয়ান॥ হরি নিজ, সহচরি সঙ্গে। বোলত ধনি, পরসঙ্গে॥ ধনি সখি মুখ, লখি কান। সম্বরি নিজ দুখ পুলক বয়ান॥ পুছত মধুর, সম্ভাষ। কাঁহা চলসি, কোন অভিলাস॥ হসি কহ সজনি কিশোরি। বহুত আরাধলি, গোরি॥ বরত শেষ, অনুমানে। ভেজল বর, পরদানে॥ মাঁগবি য়ছু অভিলাস। পূরব অব চিত আশ॥ জানসি কত রস ভাণ। মন-মহা শায়ক, নিটন বয়ান॥ ইহ÷ কি মরম, সুখ গাম। ভোগি দুখায়সি ইহ পরিণাম॥ শুনি কহ দাস পরসাদ। পরিহর অবসখি কৌ-তুক বাদ॥ ১১। ২৬৫।

—:*****:—

অথ সখি উক্তি দশ দশা।

লালস সোদ্বেগ জাগর্য্যং ইত্যাদি।

দশ দশা ভাবাঢ্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

কামোদ।

পেখলুঁ সজনি গৌর নব রঙ্গ। শিখি বর জলদ কণ্ঠ অবলোকনে, চঞ্চল অবিচল অঙ্গ॥ অবনত বয়ন, নিশসি নি-শি জাগত, কহিতে বচন মৃদু মন্দ। শ্যামর ঝামর, শীত কিরণ ময়, বয়ন শরদ নিশি চন্দ। গদ গদ গরজিত পুঞ্জু

ভাবার্থ।

÷ ইহ কি মরম সুখ ইত্যাদি— এই কি তোমার মর্ম্ম সুখ ই-হার পরিণাম ও আমি এই দেখিতেছি যে, তুমি নিজেও ভোগীতেছ অন্যকেও ভোগাইতেছ।

কলেবর, অনুখন উনমত চিৎ। হরি গুণ চরিতামৃত শ্রুতি লবধয়ে, মহি তলে পহুঁ মুরছিৎ॥ জগ মঙ্গল, ইহ ভাব বিথারই, গৌর প্রেমময় দেশ। পরসাদ দাস, দৈব লাগি বঞ্চিত, না মিলি তছু লব লেশ॥ ১২। ২৬৬।

—:*****:—

অথ লালসা।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

ধানশী।

সজনি, মরি মরি গৌর বিলাস। নিরখিতে কৃষ্ণ, চূড় কুসুমাবলি, ঘন ঘন ডারত শ্বাস॥ রোধিত* নীর, সান্ধ যনি পায়ত, বেগে বহত অবিরাম। বিগলিত ঐছে, লোর সচি নন্দন, কো পুন রতিক উপাম॥ কবহিঁ × শ্রবণে হরি কীর্ত্তন পৈঠই, ভোরহিঁ তছু অনুমানে। যৈছন সিঞ্চিত তরু পল্লব গণ, ঝুরত জলদ অবসানে॥ প্রেম কলপতরু, খলু কুশলা-কৃতি, নিখিল কলুষ করু নাশ। হাহা প্রেম, বিন্দু বিনু আ-কুল, পামর পরসাদ দাস॥ ১৩। ২৬৭।

ভাবার্থ।

* রোধিত নীর ইত্যাদি—অবরুদ্ধ জল যেমন অবকাশ স্থল পাইলেই বেগে বহির্গত হয় সেইরূপ বেগে গৌরচন্দ্রের নয়ন বারি পতিত হইতেছে, গৌরচন্দ্রের অনুরাগ নিরুপম বটে।

+ কবহিঁ শ্রবণে ইত্যাদি—মেঘ বর্ষণে তরুপল্লব অভিসিক্ত হইয়া মেঘাবসান হইলেও যেরূপ বারি বর্ষণ করে সেই রূপ গৌরচন্দ্র কখন হরি-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া তাহার বিরাগেও অশ্রুপাত করিতে থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ সমীপে সখি উক্তি।

সুহিনী।

শিখিকুল-পুচ্ছ, গুচ্ছ অবলোকনে, সচ্ছ মরম অ-নিবারি। মোহন মুরলিক, শবদ খুরালিক, রুদতি বিনায়ক নারি॥ নিরখিতে দুপহর যামিনি কাল। মন্দির দ্বারে, থারি বর নাগরি হেরত তরুণ তমাল॥ গলিত পটাঞ্চল, নয়ন অচঞ্চল, ধারা ধরি বহ লোর। সিহরত-সরজ মৃনালক কণ্টক, আরতি(*) গুণি গুণি ভোর॥ শুভখনে কোন বরত নিলি মাধব, শুনইতে কহ পরসাদা। বরত যে বরত, করত বর মাধব, স্মরতহিঁ অনুখন রাধা॥ ১৪। ২৬৮।

--:-****:-

মল্লার।

মধুকর* গুঞ্জর, মঞ্জীর রাব। মুঞ্জর ধনি মন, পুলক

ভাবার্থ।

শিখিকুল পুচ্ছ ইত্যাদি—সখি কহিতেছেন হে নাগর, ময়ুর পুচ্ছ দর্শনে তোমার বর্ণ সাজাত্য মনে হইয়া ধনীর মর্ম্ম নির্ম্মল হইয়া থাকে অর্থাৎ পুলক সঞ্চার হয়, এবং তোমার মোহন মুরলির শব্দ নায়ক হীন ধনীকে খুরালিক অর্থাৎ তীক্ষ্ণ অস্ত্রবৎ আঘাত করিতেছে। ধনী দুই প্রহর যামিনী কালে দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া একদৃষ্টে তমাল তরুর প্রতি চাহিয়া থাকেন।

(*) আরতি গুণি গুণি ভোর—ধনী তোমার আরতি গণনা করিয়া ভোর থাকেন।

* মধুকর গুঞ্জর ইত্যাদি—হে কানু! তোমার নূপুর ধ্বনি ভ্রমরের গুঞ্জন তুল্য, তৎ শ্রবণে ধনীর মনের পুলক বিভাব মঞ্জরিত হয়, ইহাতেই বোধ হয়, ঐ নূপুর সুধা মন দ্বারা নির্ম্মিত।

বিভাব ॥ অমিয়া নিঙ্গাড়ি, গঢ়ায়লি কান। অনুখন যব্ধু মনে, ঐছন ভাণ ॥ চমকিত অন্তর, একলি রোয়। পুছইতে আ- কুল, গদ গদ হোয় ॥ তুয়া মুখ তিলক পুলক উছলাব। যৈ- ছন আরতি কো পাতিয়াব ॥ খেনে খেনে হেরই, দিগহুঁ উদাস। ঘন ঘন তেজই, দীঘল শ্বাস ॥ পরসাদ গাওয়ে, পি- রিতি রস ক্ষেম। রোয়ত যো জন জানয়ে প্রেম ॥১৫।২৬৯।

—:******:—

তথা রাগ।

শ্যামরি সহচরি, নিরখিতে ভোর। পুলকিত অনু- রাগিনি করু কোর ॥ অনিমিখ অনুখন মুখ অবলোক। প্রা- ন্তর নিরখই কোকিনি কোক ॥ আদরি সজনি, সোহাগই কান। নিমিখ সমঝ যনু যুগ অবসান ॥ অমৃত নিকেতন, কালিন্দি পন্থ। আত যাত ধনি, দণ্ডে অনন্ত ॥ কৃষ্ণসার× শুন মৃগ এক নাম। অনুখন বিহর, নিশাকর ধাম ॥ তে নভ ইন্দু, সুধাময় চান। কহি কহি নিশসই, রমনি পরাণ ॥ ঐ- ছন রাইক হৃদয় বিলাস। কতহুঁ নিবেদিব পরসাদ দাস ॥ ১৬।২৭০।

ভাবার্থ।

× কৃষ্ণসার শুন ইত্যাদি— হে কানু ধনার নিশ্চয় প্রতীতি হ ইয়াছে যে তোমার সম্বন্ধ বর্জ্জিত পদার্থে সুধা থাকে না, তবে সুধা- কর চন্দ্রের প্রতি এই উক্তি করেন যে, কৃষ্ণসার মৃগের এক নাম, চন্দ্র ঐ মৃগ ধারণ করিয়া তোমার নামের সম্বন্ধ লাভে সুধাকর হইয়া- ছেন।

—:******:—

অথ উদ্বেগ।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

মঙ্গল।

সচিসুতে অনুপম ভাব বিলাস। অবনত মদন জনক মুখ মণ্ডল, তেজল রস পরিহাস॥ প্রেম÷ ধরণি রুহ, মধু রস মুঞ্জর, ভাব মলয় বলবন্ত। চিকন রসায়িত, সকল কলেবর, হাসহুঁ উদিত বসন্ত॥ হরিকীর্ত্তন ফল তুলহ রসামৃত, যাচি যাচি কলি দানে। সো সচিসুত অব বিরস বিলাসত, অবিরত বিরল পয়ানে॥ সুরসিক চতুর, ভকতগণ মেলিয়ে, রহতহি অনুখন ভোর। পরসাদ দাসে, কিয়ে গহ লাগল, না সমঝল গুণ থোর॥ ১৭। ২৭১।

:*: —

সখি উক্তি।

গুঞ্জরি।

মদনক+ সদন মধুর মদ ভঞ্জন বদন নিগদ ধনি কান। নয়ন রচন যনু হরিণহুঁ লোচন জগজন জীবন বাণ॥ সো সব চাতুরি বরজি বিহার। চিতহুঁ বয়ন ধনি, জপই তুয়াগুণ, হেরই অঙ্গ (১) সিঙ্গার॥ একলি বৈঠি বৈঠি চিন্তানল,

ভাবার্থ।

÷ প্রেম ধরণি ইত্যাদি— গৌরসুন্দরের প্রেম মহীরুহের, মধুর রস মুঞ্জরের, ভাব মলয় পবনের, হাস্য বসন্ত কালের, এবং হরিকীর্ত্তন দুর্লভ অমৃত রসাল ফলের আকার ধারণ করিয়াছে।

+ মদনক সদন ইত্যাদি— হে কানু মদন নিকেতনের মধুরতার গৌরব খর্ব্বকারি ধনীর বদন নিগদ অর্থাৎ মুখ বচন।

(১) অঙ্গ সিঙ্গার—তোমার অঙ্গ শোভা।

আকুল তনু মন ভোর। ঘর গুরু জনহুঁ যতন গরলায়িত, বিহগিনি পিঞ্জর কোর॥ এ তনু পরশ লাগি চিত ভাবিত, না করু তুহুঁ অনুরাগ। শুনইতে প্রসাদ, দাস ভণ এ সখি, ইহ ফল হামারি(*) অভাগ॥ ১৮। ২৭২।

—::***::—

গান্ধার।

তোমারে নাগর, কহিব কত। কহিতে বিদরে, হৃদয় যত॥ তুয়া অনুরাগে, নারহে থীর। তিলেঘরে, তিলে কালিন্দি তীর॥ কদম্ব কাননে, নয়ন ধায়। আন ছলে ধনি চমকি চায়॥ আন মনে সেহ, চলয়ে পথ। কুসের আঘাতে, চরণ খত॥ শিরে কর দেই, ভূতলে বসি। অঙ্গের বসন, পড়য়ে খসি॥ সখি মুখ চাহি, কাঁপয়ে প্রাণি। ঝর ঝর লোর, না সরে বাণি॥ মরম না কহ, ফাটয়ে বুক্। অনল ভাণ্ড, ঝাঁপল মুখ্॥ মাধব চরণে, প্রসাদ ভাণে। আরনা সহয়ে, দাসের প্রাণে॥ ১৯। ২৭৩।

—:*****:—

শ্রীরাগ।

অচল পটল সম, অটল অলজ্জন, রসবতি ধৈরজ কান(১)। নাগর(২) জাগর নিদহুঁ না হেরল, গোকুল পুরুখ বয়ান॥ দূর সোঁ তুয়া মুখ, হেরি কি ভেল। নিশি দিন

ভাবার্থ।

(*) হামারি অভাগ — হে সখি ধনীর মিলনে কানুর অনুরাগের বিলম্ব কেবল প্রসাদ দাসের অভাগ্যের ফল।

(১) কান— হে কানু।

(২) নাগর— হে নাগর।

দুখিত, বেয়াকুল অন্তর, বিরল(১) আলম্বন নেল॥ রস(২) গুণ বিনত বশম্বদ নাগরি, না কহুঁ কছু পুন আন। ভালে হি রসিক, বিসারদ মাধব, সাধলি মদন নিদান॥ অতএ তুরিত, মিলহ অনুরাগিনি, বল্লভ রস পরচুর। প্রসাদ দাস ভণ, জগ(৩) জন রঞ্জন, ভকত মনোরথ পূর॥ ২০। ২৭৪।

—:**:—

বাল! ধানশী।

মূরতি হৃদি পশি। ভাবি বিজনে বসি॥ নিশসই* ঘন, শ্বাস। কহত মরণ আশ॥ নাহি কহত বাত। হানত কুর মাথ॥ সখি ফুকরত রঙ্গে। বারই কর ভঙ্গে॥ মরমক দুখ ধাই। ভূতল শুতি রাই॥ শীত পরশ দুর। লোরে নয়ন পূর॥ শুনিলে মধুর নাম্। চকিত করত কাণ্॥ নখে ক্ষিতি তল লেখি। ঢল ঢল ধনি দেখি॥ খনে খনে তনু মোর। উহু উহু কহি ভোর॥ পরসাদ দাস কয়। কৈছে পরাণ রয়॥ ২১। ২৭৫।

ভাবার্থ।

(১) বিরল আলম্বন— নির্জন অবলম্বন।

(২) রস গুণ বিনত বশম্বদ— সেই নাগরি তোমার রস গুণে একান্ত বিনীতা ও বশীভূতা হইয়াছেন।

(৩) জগ জন রঞ্জন— হে কানু তুমি জগৎ জনের মনোরঞ্জক অতএব কৃপা পূর্ব্বক ভক্তের মনোরথ পূর্ণ কর।

* নিশসই ঘন ইত্যাদি— ধনীর দীর্ঘশ্বাস মরণের আশা ব্যক্ত করিতেছে।

—:**:—

অথ জাগরণ।

তত্রচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

সজনি, দ্বিজপতি অবিরল ভোর। নয়ন নীর ঝরু সাঙন ঘন যনু, জাগি রজনি করু ওর॥ বিরহিনি কামিনি, সম মদনানল, নব নব আরতি ধাব। যামিনি যতহুঁ, গহন অবলোকিয়ে, তত অনুরাগ বিভাব॥ কাতরে ভকত, বৃন্দ সঞ্চে ভাসই, গদ গদ বচন বিলাস। কৈশর× বয়স, নহত যনু নৌতুন, শীলিত রতি পরকাশ॥ পামরে অধিক প্রেম রস সঞ্চরু, জগজন তারণ ভাঁতি। একলি পরসাদ করুণ হীন জন, গেলি নিচয় অধপাতি॥ ২২। ২১৬।

—※※—

সখি উক্তি।

গুঞ্জরী।

যামিনি÷ অলসব, দিবস গোঙয়ায়ই, দিবস ইচ্ছুই নিশি জাগি। নিশি দিন জাগরে, রমণি গোঙাঁয়ায়ত, এ তনু পরশক লাগি॥ মোহন জলদ পটল মুখ মণ্ডল, অনুখন অ-

---

ভাবার্থ।

×কৈশর বয়স ইত্যাদি— এই গৌরসুন্দর বয়সে নবকিশোর কিন্তুরতি প্রকাশের চর্চা এত অধিক যে তাহাতে নূতন বোধ হয় না।

÷যামিনি অলসব ইত্যাদি— সেই ধনী রাত্রীতে ঘুমাইবে বলিয়া দিবস অতিবাহিত করে, আবার দিবসে নিদ্রা যাইবে বলিয়া রাত্রী জাগরণ করে সুতরাং দিবা রাত্রি নিদ্রা নাই কেবল তোমার তনু স্পর্শের লালসা।

ধিক পরাণ। জাগরে+ দরশি, ওর বিনু আকুল, না করু অলস নয়ান॥ শুন শুন আরতি নন্দ কিশোর। যামিনি ঘোর, ঘুমায়ত পুরজন, ধনি দিঠি বরিখত লোর॥ সহচরি গণ উরু, শির অবলম্বন, হরি হরি কিয়ে পরমাদ। নব নব কিশলয়ে অনুক্ষণ বীজত, পামর দাস পরসাদ॥২৩।২৭৭।

———*****———

সুহিনী।

লোচন* যুগ মণি ঠান। বৈঠি বিরাজসি, অনুখন কান॥ নাহি পলক, দিঠি লাগি। রোয়ত কামিনি, জামিনি জাগি॥ নিশি দিন বৈঠি বিলাপ। সহচরি সঞে করু, তোঁহারি আলাপ॥ লোরে কলেবর ভিগ্। নিশসি নেহারিতে, দগধয়ি দিগ্॥ দূর হি সখি পরিবার। বন তরু বন ফুল ঝুর জনিবার॥ নিঠুরহিঁ হৃদয় পরাণ। নিরমল× ধাতা, পুতলি পাখান॥ ইহ কি তুয়া রস ছন্দ। শুনি পরসাদ, দাস রহু ধন্দ॥২৪।২৭৮।

ভাবার্থ।

+ জাগরে দরশি ইত্যাদি— হে কানু ধনীর যে নয়ন জাগরিত অবস্থায় তোমার রূপ দর্শন করিয়া তৃপ্ত হয় না সেই নয়নের আলস্য গ্রহণ কি প্রকারে সম্ভবে।

* লোচন যুগ ইত্যাদি— হে কানু তুমি সেই ধনীর লোচন মণিস্থানে বসিয়া নিয়ত বিরাজমান আছ। মণির উপরিভাগে তুমি উপবেশন করিয়া থাকাতে চক্ষুর উভয় পলক যোগ হইতে পারিতেছে না সুতরাং নিদ্রাকর্ষণের ব্যাঘাত জন্মিয়া সমুদায় রাত্রী জাগরণে রোদন করে।

× নিরমল ধাতা ইত্যাদি—বিধাতা তোমাকে পাষাণের পুত্তলী করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন।

অথ মানবং।

স্তুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

ধানশী।

পেখলু গৌর কিশোর। প্রেমক÷ পরব গরব তনু ভানব, অনুখন রহত বিভোর॥ তনু+ গিরি বিহর বিচর রস কেশরি, উর গজ মগজ বিদারি। বোলিতে বচন, বয়ন কহু আধেক, আধ কহত কর ঠারি॥ হরি হরি শবদে, ভাব ভরে ভূতল, কম্পিত সলিল গমীরে। সুরধনি ধার, বিরাজত অনুখন, সচিসুত নয়ন সু নীরে॥ অনুপম রস নিধি, ক্ষিতি অবতারল, দেব ভুলহ রস দান। প্রসাদ দাস ভণ, প্রেম পথিক বিনু, কোন গৌর গুণ জান॥ ২.৫। ২.১৯।

—::***::—

সখি উক্তি।

ভাটিয়ারি।

এ মুখ অনুরাগিনি বর নারি। মন্দিরে থির মন, রহই কি পারি॥ আরতি মুগধিনি কোপাতিযাব। উঠত গিরত ধনি, কালিন্দি যাব॥ কানন(১) কেলি কদম্ব নিবাস। নাহি

ভাবার্থ।

÷ প্রেমক পরব গরব ইত্যাদি— প্রেম পর্ব্বের গুরুতাতে তনু ক্ষীণ।

+ তনুগিরি ইত্যাদি— গৌরসুন্দরের তনুরূপ গিরিতে রস রূপ কেশরী বিহার ও বিচরণ পূর্ব্বক হৃদয় রূপ গজের মর্জ্জা বিদারণ করিতেছে।

(১) কানন কেলি ইত্যাদি— তোমার নিবাসস্থলী কেলী কদম্বে তোমার মুখ নিরীক্ষণ না করিয়া ধনীর হৃদয়ে ঔদাস্য জন্মে।

দরশি মুখ হৃদয় উদাস ॥ কো করু নাগর, বরণি বিলাপ। সঙরিতে ঘন ঘন তনু মন কাঁপ ॥ সখি(১) মুখ গেহ গমন পরসঙ্গে। বসন বহিতে ধনি, থর-হরি অঙ্গে ॥ অনুখন নাগরি নিশসই ভোর। নিকসই(২) আনল হৃদয় আফোর ॥ ভেঠল নাহি, অনল হরি পাশ। জারত জানত পরসাদ দাস ॥ ২৬। ২৮০।

—:*****:—

গান্ধার।

চলইতে কাঁপই, থরহরি নারি। না অব বোলত নয়ন পসারি ॥ নব নব বেদন বেপল অঙ্গ। অনুখন তনু মন, গুণ* অনুসঙ্গ ॥ থির× গতি সব তনু, দিব মুঝে তোর। কেবল চঞ্চল, লোচনলোর ॥ জীবন পুন হি, চপল যনু মোজ। নিশি দিন গমন, পন্থ ঘন খোজ ॥ বচন আলিঙ্গন, জীবন

ভাবার্থ।

(১) সখি মুখ গেহ ইত্যাদি—সখী মুখে গৃহ গমনের অনুরোধ শুনিয়া ধনী নিজ অঙ্গের বসন বহিতে কম্পিত হয়।

(২) নিকশই আনল ইত্যাদি—ধনীর হৃদয়রূপ আফের অর্থাৎ অগ্নি স্থল হইতে তাপ নির্গত হইতেছে।

* গুণ অনুসঙ্গ—তোমার গুণের অনুগামী।

× থিরগতি সব তনু ইত্যাদি—হে কানু তোমার দিব্য করিয়া কহিতেছি যে ধনীর সকল অঙ্গই দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত স্থির কেবল নয়ন জলের নিয়ত চাঞ্চল্য আছে, তদ্ব্যতীত ধনীর জীবনও তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল হইয়া দেহ হইতে বহির্গমনের পথানুসন্ধান করিতেছে, কেবল সখীরা যে মিলনের আশ্বাস বাক্য কহিতেছেন সেই বচন ফান্দে পড়িয়া জীবন বহির্গত হইতে পারিতেছে না ছটফট করিতেছে।

কান্দ। নিকসই নাহি, বেয়াকুল ছান্দ॥ সখিগণ রোয়ত নিরখি বিলাস। মুগধিনি বধিলে কি পূরব আশ॥ পরসাদ দাসক, হৃদয় পাখান। সুন্দরি দুখ শুনি ধরত গেয়ান॥ ২৭।২৮১।

—:******:—

বালাধানশী।

নিরখি + বয়ন বিধু, লুবধি সুধা মুখি, মদন উদধি অবগাহ। নিমজি অগাধ, অবধি বিনু আকুল, নাজান কিয়ে নিরবাহ॥ সবল লহরি কুল, অবল অলস তনু, নিমজি উমজি রস বারি। ভীষণ জলচর, চরতি দশাগণ, নিরখি বিকল বর নারি॥ শুন শুন মাধব কুটিল ভুজঙ্গ। তানব হেতুক, উদধি ভাসায়ত, নিহিত নিতম্বিনি অঙ্গ॥ মুগধলি মুগধিনি, রমণি শিরোমণি, বলি+ তুয়া রস তনু ধামে। প্র-

ভাবার্থ।

: নিরখি বয়ন ইত্যাদি - হে নাগর সেই সুধা মুখী ধনী তোমার মুখ চন্দ্র দেখিয়া মদন সাগরে অবগাহন পূর্ব্বক নিমগ্ন হইয়াছে কিন্তু সেই সাগরের কুল দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে কিসে উদ্ধার পাইবে তাহা জানিতে পারিতেছে না। সেই সাগরস্থ রসবারির প্রবল তরঙ্গে ধনীর দুর্ব্বল তনু বারংবার উমজ্জন নিমজ্জন করিতেছে। হে কুটিল কানু আবার সেই নিতম্বিনীর অঙ্গ ক্ষীণতা প্রযুক্ত শক্তি না থাকাতে উক্ত সাগরে গচ্ছিত আছে, এবং তরঙ্গের গতি অনুসারে ভাসিয়া যাইতেছে।

: বলি তুয়া ইত্যাদি — তোমার তনু "রসের আলয়," এই কলেবরের বলিহারি যাই।

সাদ= দাস ভণ, দুহুঁ জন ভাসল, মেলব দুহুঁ পরিণামে॥ ২৮। ২৮২।

—:*****:—

সুহিনী।

শশি যমু দিনে, দিনে ছীনা। ঐছন নারি কলেবর ক্ষীণা॥ চন্দনে বেশ বনাই। বহইতে কাতর সো বর রাই॥ তনু আভরণ কর দূর। কুন্তল ভার, বুঝয়ে পরচুর॥ হৃদয়ে মিলন, অনুরাগ। জলদ চিকুর চয়ে, রহত সোহাগ॥ শুন শুন কহি অবধারি। উঠইতে মহি ধরি, উঠ বর নারি॥ নিশি দিন শুতি, রহু গোরি। মোরিতে বয়ন, সজনি দিই গোরি॥ কো পরিচায়ব রাই। জানত সহচরি, চিহ্নত তাই॥ পুন* ইহ পরিচয়, হোয়। তুয়া গুণ শুনইতে ঝর ঝর রোয়॥ মাধব সব পরমাদ। মিছু আশয়াসয়ে দাস পরসাদ॥ ২৯। ২৮৩।

—::****::—

অথ জড়িমা।

উচ্চিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

গুঞ্জরী।

পলিত(১) মলিন কলধৌত কলেবর, গৌর গুণাকর

ভাবার্থ।

— প্রসাদ দাস ইত্যাদি — দাস কহিতেছে হে সখি, উভয়েই ... সাগরে ভাসিয়াছেন সময়ে উভয়ের একত্র সংযোজন হইবেক। তুমি ব্যাকুলা হইও না।

* পুন ইহ পরিচয় ইত্যাদি — ধনীকে চিনিবার আর এক পরিচয় এই যে, তোমার গুণ শ্রবণ করিলেই রোদন করে।

(১) পলিত মলিন ইত্যাদি — অনল স্পর্শে রক্তের পল্লব

কাঁতি। অনল পরশে তরু পল্লব যৈছন, শ্যামরি কুঞ্চিত ভাঁতি॥ অপরূপ(২) বিবরণ গৌরক গাত। নীরদ পটল, গগণ অবছায়ল, বিহরত কুমদিনি নাথ॥ কো কুল যুবতি, ধিরজ ধরি বৈঠব, হেরি বয়ন অনুপাম। ললিত(৩) নয়ন শরল্যাকুল যৌবনি, মুগধি বিহর অবিরাম॥ লোচন(৪) যুগল, গজগে জল ঢালই, প্রেম সিন্ধু বহি গেল। আপ করম ফলে পামর পরসাদ, বিষয় গরলে করু কেল॥ ৩০। ২৮৪।

—:*****:

বাসাধানশী।

কনক অচল বরণি ধনি। বিরহ বয়স বিরলে গণি॥ বয়ন নিরস, জড়িত অঙ্গ। বেপল যনু বিষ ভুজঙ্গ॥ বিরহ অনল, করত দাহ। শ্যাম বরণ রমণি* নাহ×॥ লোচন

ভাবার্থ।

যেমন শ্যাম বর্ণও সঙ্কুচিত হয় সেইরূপ গুণাকর গৌরসুন্দরের, সুবর্ণ কলেবর পলিত ও কান্তি মলিন হইয়াছে।

(২) অপরূপ বিবরণ ইত্যাদি— মেঘ সমূহ গগণ আচ্ছাদন করিলে তন্মধ্যবর্ত্তি চন্দ্র যেমন রূপ ধারণ করে, সেইরূপ গৌরসুন্দরের নির্ম্মল শরীর অতি আশ্চর্য্যরূপে বিবর্ণ হইয়াছে।

(৩) ললিত নয়ন ইত্যাদি— সেই গৌরসুন্দরের মনোহর নয়নের শরলে ব্যাকুলা যুবতীগণ মুগ্ধ হইয়া অবিরত বিহার করিতেছে।

(৪) লোচন যুগল ইত্যাদি - গৌরসুন্দরের নয়ন যুগল সবেগে জল বর্ষণ করিতেছে তাহাতে প্রেম সাগর বহিয়া যাইতেছে।

* রমণি—— ধনী।

× নাহ—— হে নায়ক।

মুদি রহত, ভোর। শ্যাম÷ ধতুরি, বরণ গোর ॥ তোঁহারি নাম, কহত সখি। মুদিত+ নয়ন বিকশি লখি ॥ কহিতে তোঁহারি গুণ প্রসঙ্গ। কনক= সু জিত বরণ অঙ্গ ॥ প্রসাদ ভণয়ে, নব কিশোর। রসময়ি চিতে, রসের ঘোর ॥ ৩১। ২৮৫।

—:******: —

সুহই।

সমুচিত* সঙরণ তুয়া গুণ কাজ। বেপিয়া সব তনু দেয়লি সাজ ॥ মোহন লোচন, শ্যামরি ভেল। কাজর বেশ, যতনে বনি দেল ॥ শ্যামরি ঝামরি, অধর সুরঙ্গ। লোহিতে নীলিম রেহ তরঙ্গ ॥ রাতা উতপল, পদ বর নারি। নীলিম পঙ্কজ, কয়লি মুরারি ॥ সোধনি বিমল বয়ন মৈলান। চান্দে হরিণ, তুহুঁ কয়লি বিধান ॥ ঐছনে সবহুঁ, সিঙ্গারলি কান্।

ভাবার্থ।

÷ শ্যাম ধতুরি ইত্যাদি—ধনীর গৌরবর্ণ কৃষ্ণ ধুস্তুরন্যায় মলিন।

+ মুদিত নয়ন ইত্যাদি—মুদিত চক্ষু বিকাশ করিয়া দেখেন।

= কনক সুজিত—সুবর্ণ জয়ী।

* সমুচিত ইত্যাদি—হে কানু তোমার গুণের কার্য্য স্মরণ করা সমুচিত বটে, যে হেতু আমরা যে ধনীর বেশ ভূষণ সজ্জাতে অনুরাগিণী তুমি সেই ধনীকে নিম্ন কথিত রূপে সজ্জিতা করিয়াছ যথা—ধনীর মোহন লোচন যে কালিম হইয়াছে সেটি তোমারই দত্ত কজ্জল ভূষণ, ধনীর লোহিত অধর যে কৃষ্ণ বর্ণ হইয়াছে সেটি তোমারই দত্ত অরুণ বর্ণে শ্যাম রেখা শ্রেণী, ধনীর চরণ রূপ লোহিত পদ্ম যে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে সেটী তোমারই কৃত নীল কমলের শোভাবিন্যাস, এবং ধনীর নির্ম্মল বদন যে মলিন হইয়াছে সেটি তোমারই কৃত চন্দ্রের মৃগ চিহ্ন।

ভালেহিঁ+ জানলু, পিরিতি পরাণ॥ পরসাদ÷ দাস, শুনত সখি ব্যঙ্গ॥ হেরত কানুক, কাঁপই অঙ্গ॥ ৩২। ২৮৬।

—::***::—

মায়ুর।

নীরদ× উদিত, গহন কুহু যামিনি, জোতল ধনি মুখ কেল। সো বর বিধু মুখ, তিমিরে মিলায়ল, পরিচয় সুদু-লহ ভেল॥ অনুখন শয়নে, নয়ন মুদি রোয়ত, বয়নেহি বিরহ বিসাদ। ইহ(*) দিন মান, বাঢ়ি চলি যায়ত, পলহুঁ কল্প পরমাদ॥ শুনশুন মাধব তোঁহারি সোহাগ। লোরে(+) ভিগায়ত, চিত নিরমুঞ্জনি, মাঁজয়ি তুয়া অনুরাগ॥ উন্নত

ভাবার্থ।

+ ভালেহিঁ জানলু ইত্যাদি— হে কানু জানিলাম তোমার প্রীতিময় প্রাণ বটে ভাল ভাল।

÷ পরসাদ দাস ইত্যাদি—দাস সখীর উক্ত ব্যঙ্গ শ্রবণ করিয়া দেখিল যে কানুর অঙ্গ কম্পিত হইতেছে।

× নীরদ উদিত ইত্যাদি— ধনীর যে মুখ কান্তিতে পূর্ব্বে নিবীড় ঘন ঘটাচ্ছন্ন অমাবস্যার ঘোর রজনীও আলোক ময়ী হইত এইক্ষণ সেই মুখ চন্দ্র মলিনতা বশতঃ তিমিরের সহিত এমন মিলিত হইয়া যায় যে, মুখের পরিচয় হওয়াই দুর্লভ।

(*) ইহ দিন মান ইত্যাদি— এইযে দিনের পরিমান ইহ ধনীর পক্ষে এমত বৃদ্ধি পাইয়া যাইতেছে যে, ধনী পল মাত্র কালকে কল্প পরিমিত কাল বিবেচনায় প্রমাদ গণিতেছে।

(+) লোরে ভিগায়ত ইত্যাদি— হে কানু এরূপ মলিন দশা-তেও ধনীর তোমার প্রতি যে অনুরাগ আছে তাহাতে মালিনা স্পর্শ করে নাই। কেন না ধনী চিত্তরূপ পাত্র মার্জ্জনী নয়ন জলে আর্দ্র ক-রিয়া তদ্দারা অহরহঃ ঐ অনুরাগকে মার্জ্জন করিতেছে।

পিরিতি(+), নিদান দিনহি দিনে, সহচরি বৃন্দে হুতাশ। অতএ সখি,(×) রসরাজে নিবেদল, কহতঁহি পরসাদ দাস ॥ ৩৩। ২৮৭।

—:*****:—

অথ বৈযোগ্য়।

তদুচিত্ত শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ি।

দেখ দেখ গোরাচান্দ। ভোরি কাতর, রহত আকুল, বিরস বদন ছান্দ॥ মদন অনলে, কাঁপি হৃদয়, চমকি চমকি রোয়। শীতলে পুন মরমক দুখ, দ্বিগুণ ত্রিগুণ হোয়॥ রস তরঙ্গ, উরহি বিহর তনু ঢুলি ঢুলি নাচে। নহ না হোব, ঐছে অপরূপ গৌর পুরখ ছাঁচে॥ কর= তলে মুখ নিশি নায়ক, কিয়ে রসে রহু ভোর। কহ পরসাদ, জগ মঙ্গল, গৌর নব কিশোর॥ ৩৪। ২৮৮।

—::***::—

সখি উক্তি।

বড়ারি।

কবহুঁ মদন তুহুঁ, কব তুহুঁ কান। কব তুহুঁ মনমথ

ভাবার্থ।

(+) পিরিতি নিদান— বিরহ দশা।

(×) সখি রসরাজে ইত্যাদি— দাস কহিতেছে যে, ধনীর রূপ ঘটিত মালিনা প্রযুক্ত প্রতিকার অভিলাসে সখী রসরাজ শ্যাম সুন্দরের নিকট নিবেদন করিতেছেন।

— করতলে মুখ ইত্যাদি— করতলে মুখচন্দ্র বিন্যাস করিয়া নাজানি কি রসেই ভোর রহিতেছেন।

কুসুমিত বাণ ॥ শুন শুন মাধব নন্দকিশোর । মলয় অনিল তুহুঁ, যমুনা হিলোর ॥ কব তুহুঁ কমল, কবহুঁ হিম ধাম । কব তুহুঁ কোকিল, কব শিখি নাম ॥ কব তহুঁ মধুকর, কব ফুল মাল । কব তুহুঁ মোহন তরুণ তমাল ॥ কব তুহুঁ নীরদ, মলয়জ বেশ । কব তুহুঁ ভূষণ কব তুহুঁ কেশ ॥ কহতহিঁ দাস, প্রসাদ ফুকার । প্রেমে না রহত মদন অধিকার ॥ ৩৫ ২৮৯ ।

:*****:

কড়খা ।

শুন শুন মাধব রস অনুরাগি । কুমদিনি* বিরহ, অনল মন আকুল, বিধুবর বরিখত আগি ॥ কোকিল কুহু কুহু, কুহরি গজাওল, বৈরি মদন মন কোপ । মধুকর গুঞ্জরি, বসতি রটায়ত, কাঁহা নাগরি গোপ ॥ দারুণ বিরহক, পরব রবাহুত, মারুত মলয়ক কান । রাইক মন্দিরে আত যাত ঘন, অনুখন দগধে পরাণ ॥ হে পহুঁ বিদগধ রসিক

ভাবার্থ ।

* কুমদিনি ইত্যাদি— চন্দ্র কুমদিনির বিরহানল ব্যাথা জানিয়াও ধনীর প্রতি অগ্নি বর্ষণ করিতেছে, কোকিল কুহু কুহু ধ্বনি করিয়া পরম শত্রু মদনের কোপ বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছে । ধনী যেস্থানে বসতি করে সেই স্থানেই মধুকর গুণ২ রব করিয়া প্রচার করিয়া দেয়, হে কানু ধনী মদন ভয়ে কোথায় লুক্কায়িত থাকিবে । আবার মলয় পবন নিদারুণ বিরহ পর্ব্বের রবাহুত স্বরূপ হইয়া বিনা আবাহনে ধনীর মন্দিরে গতাগতি করত ধনীকে দগ্ধ করিতেছে ।

শিরোমণি, প্রসাদ দাস ভণ সোঝ। সমুচিত× নিজ ঋণ, তুরি মিঠি যায়ব, নহত পুঞ্জ শির বোঝ॥ ৩৬। ২৯০।

—:**:—

মায়ূর।

কুচ+ বর নাগরি, কনক উদয় গিরি, অনুভবি মদন অরুণ্। নিরবধি বরিখত কিরণ ছুটাবলি, দগধই রমণি অসুন্॥ অতমিত অচল বিহর তুহুঁ নাগর, নাহি অরুণ বর পেখ। অবিচল নিয়ম বিষম বনি যায়ত, আনহি যব বিহি লেখ॥ শুন শুন মাধব, বচন হামার। কোমল তনু ধনি, দহ মদনানল, সহচরি সহই কি পার॥ সজনি বচন শুনি, গদ গদ বোলত, পামর দাস প্রসাদ। নাগরে+ মদন অরুণ কিরণাবলি, পৈঠল দৃঢ় সম্বাদ॥ ৩৭। ২৯১।

ভাবার্থ।

× সমুচিত নিজ ইত্যাদি— দাস কহিতেছে যে হে কানু ধনীর এই ঋণ তোমার শীঘ্র পরিশোধ করা উচিত নচেত তোমার শিরোভারের অধিকাই হইবে।

* কুচ বর ইত্যাদি— সূর্য্যদেবের উদয়াচলে উদয় হইয়া অস্তাচলে যাওয়া নিশ্চল নিয়ম, কিন্তু ধনীর কুচরূপ কনকময় উদয়াচলে মদন সূর্য্য উদয় হইয়াছে ও সেই স্থানেই নিয়ত কিরণ বর্ষণ দ্বারা ধনীর প্রাণ দাহ করিতেছে; তোমার তনুরূপ অস্তাচলের প্রতি আর সেই মদন সূর্য্য লক্ষ্য অর্থাৎ আগমন করিতেছে না। অতএব বুঝিলাম বিধি লিপি অন্য মত হইলে স্থির নিয়মেও বৈষম্য ঘটে।

+ নাগরে মদন ইত্যাদি— প্রসাদ দাস মৃদু-স্বরে কহিতেছে যে হে সখি সেই মদন রবির কিরণ কানুর তনুতেও প্রবেশ করিয়াছে। ইহা নিশ্চিত সংবাদ বটে তুমি আক্ষেপ করিও না।

অথ ব্যাধি।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

ধানশী।

শুনবি সাঙ্গাতিনি, কৈছন অনুপম, ভঙ্গিম গৌর কি-শোর। যাকর (॥) চরণ নখর রসবারিধি, সো পুন তিষিত বিভোর॥ কনক ধরাধর, গৌর কলেবর, পাণ্ডু বরণ অব কাঁতি। দারুণ(!) প্রেম, ব্যাধি তনু পরশল, নাহি মগন দিন রাতি॥ হরি কীর্ত্তন তহিঁ ভকত আলাপ। হুঙ্কৃতি গরজি, ধরণি ঘন লোটত, অনুখন হিয়ে পরিতাপ॥ লোটি লোটা-য়ত, ভকত বৃন্দ পুন, অনুপম ভাব বিধান। যো (ঃঃ) অভি-লাসে, ধরণি অবতারল, সো করু পরসাদ ভাণ॥ ৩৮। ২৯২।

—:**:—

সখি উক্তি।

কামোদ।

গদিত* গদিত তনু নিগদিত বেদন, ধিক ধিক বিরহ

ভাবার্থ।

( ) যাকর চরণ ইত্যাদি— যাহার চরণ নখর সকল প্রত্যেকে রস সাগর আজ সেই গৌরচন্দ্র তৃষ্ণাতে কাতর হইতেছেন।

(!) দারুণ প্রেম, ব্যাধি ইত্যাদি— কি দারুণ প্রেম ব্যাধিই শরীরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা দিন রাত্রীতে ক্ষণকালও মগ্ন হয় না।

(ঃঃ) যো অভিলাসে ইত্যাদি— প্রসাদ কহিতেছে যে অভি-লাসে গৌরচন্দ্র ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহাই প্রচার করিতে-ছেন।

* গদিত গদিত ইত্যাদি— হে কানু ধনীর অত্যন্ত পীড়িত তনুকে কেবল বেদনাই ব্যক্ত করিতেছে এমন বিরহ নিদানকে ধিক্। হে মাধব তুমি যে ব্রজ ধামে "বিদগ্ধশেখর" নামে পরিচিত হও তাহা

নিদান। ভালে হি বরজে, কহাওসি মাধব, বিদগধ শেখর কান॥ অবিরত কানু তুয়া গুণ গাব। ক্ষণে তনু মোরি, ধনুক টঙ্কারই, জীবন রহব কি যাব॥ শোষিত কণ্ঠ, দুখিনি রস নাগর, কিয়ে বর বিরহ তিয়াষা। পিবইতে সিন্ধু কণ্ঠ নহ শীতল, বিন্দু পরশ রস আশা॥ শুনইতে পরসাদ, দাস নিবেদয়ে, নাগর বরজ কানাই। ইহ× অনুবন্ধে, নিকসি যনি জীবন, দেয়বি পুন মথুরাই॥ ৩১। ২৯৩।

—::***::—

সিন্দুড়া।

নিরবধি কানু, বিরহ গদ বেদন উপজই বরিখত লোর। নিশি দিন আঠ, পহর পরিতাপই, নিঠুরি বিরহ জরে ভোর॥ হরি + হরি অনুতাপিনি দুখ কাহ্না। উপল গলিত সর শলিল কলেবর, পরশে ফুটই অব ধানা॥ পাণ্ডু

ভাবার্থ।

সম্ভবই বটে। হে রসরাজ বিরহ তৃষ্ণা কি গুরুতর, ধনীর কণ্ঠ এমত শুষ্ক হইয়াছে যে সাগর পানেও তাহা শীতল হয় না কেবল স্পর্শ রস বিন্দুর আশাই জাগরুক হয়।

× ইহ অনুবন্ধে ইত্যাদি— প্রসাদ দাস কহিতেছে যে হে কানু যদি তোমার এই প্রীতির প্রত্যাশায় ধনীর জীবন যায় তবে আমার ধনীকে পুনরায় তোমার দিতে হইবে।

+ হরি হরি অনুতাপিনি ইত্যাদি— হরি হরি খেদে হে কানু সেই অনুতাপিনী ধনীর দুখ শ্রবণ কর। পাষাণ স্যন্দিত সলিলময় সংরোবরের ন্যায় সুশীতল সেই ধনীর কলেবর ঐইক্ষণ এইরূপ উত্তপ্ত হইয়াছে যে তাহা স্পর্শ মাত্র ধান্যও ফুটিয়া যায়।

বরণ পুন রসন+ হি পিত পিত, পীতহিঁ লোচন মাঝ। কু-
টিল বিরহ, বিষধর ঘন দংশই, জীবন(+) রহত নিলাজ॥
নাগর চরণকমলে কর যোরিয়ে, কহ পরসাদ অভাগি। রাধা
বল্লভ, বরজে কহায়সি, নহ পুন রতি অনুরাগি॥৪০। ২৯৪।

—:**:—

অথ উন্মাদ।

ভক্তচিত্ত শ্রীগৌরচন্দ্র।

মঙ্গল।

সজনি, কবহিঁ কহত কব মৌনহি গোর। সুরধনি,
তীরে, নীরে দিন যামিনি, ধাবই গদ গদ ভোর॥ নাচত
রোয়ত, পুন পুন লোটত, কত শত বেকতি ভাব। ভকত
সবহুঁ মিলি, করত কোলাহলি, হরি হরি কীর্ত্তন রাব॥
প্রেম গরল, অনুখন তনু জারই, পুন লহু হসিত বিলাস।
কো কহু কৈছে, করত সচিনন্দন, ব্যাকুল গদ গদ ভাষ॥
কুটিল কমল দিঠি, মিঠি অবলোকই, জগজনে প্রেম সঞ্চার।
দাস প্রসাদ অকৃতি বর পামর, বহত কলুষ গুরু ভার॥
৪১। ২৯৫।

—:*:—

সখি উক্তি।

সঙ্করা ভরণ।

খনে খনে নাগরি, বিলসই মৌন। এক বচন খনে

ভাবার্থ।

+ রসন হি পিত পিত—— পিত্তোত্তপ্ত রসনা।

(+) জীবন রহত নিলাজ—একাবস্থাতে জীবনের অবস্থান
অসম্ভব তবে নির্লজ্জ হইয়া আছে।

কহ পুন পৌন॥ আরম্ভ এক, কহই পুন আন। কহইতে বচন তুয়া গুণ গান॥ বাহির অঙ্গনে লোটত গোরি। গুরু জন কুল ভয়, রাখত থোরি॥ ধরি ধরি সখিগণ, মন্দিরে লেব। বসনক অঞ্চল, উরহি কি দেব॥ যৈখনে রোয়ত তৈখনে হসই। যৈখনে বৈঠই, তৈখনে উঠই॥ অবনত বয়নে, রহই পুন ধন্দ। মানসে বিলসই তুয়া পরবন্ধ॥ অতিহুঁ বেয়াকুলে পরসাদ ভাণ। ভূতল শূন করব বর কান॥ ৪২। ১৯৬।

—:*****:—

সুহই।

মদন পরাভবে, মাতি। রোই পোহায়ই যুগধিনি রাতি॥ খনে রোখই, খনে ভীত। খনে কম্পাই তনু মাঘক শীত॥ অম্বরে হেরই চন্দে। চমকিত অন্তর তুয়া অনুবন্ধে॥ আকুল কতহুঁ পরাণ॥ অনুখন করে জপি নামহি কান॥ খনে ধাবই, খনে থির্। বসনে যতন পুন করে ধরি চির্॥ তুয়া গুণ শুনইতে, হসই। পুন পুন রমণি, ধরাতল লুটই॥ প্রসাদ দাস, তহিঁ বোলে। নয়ন নীর সখি মুছত নিচোলে॥ ৪৩। ২৯৭॥

—:*****:—

অথ মোহ।

হত্নচিত্ত শ্রীগৌরচন্দ্র।

শ্রীরাগ।

সজনি.* গৌর প্রেম গিরি রঙ্গ। নব নব ভাব, বি-

ভাবার্থ।

* সজনি, গৌর ইত্যাদি— প্রেম গিরি রূপ গৌরসুন্দরের

রাজত অনুক্ষণ, গিরি পর যনু তরু ভঙ্গ॥ ভাব বিটপি মিলি, ভকত বিহঙ্গম, তথি করু পুলক বিলাস। আরতি × শেল, গৌর চিতে পৈঠই, কতহুঁ গুহা পরকাশ॥ হরি ÷ হরি শবদে, মুরছি দিটি রবিথত, বহইতে হৃদি বনি ঝোর। হেরিতে + সজনি, মুগধি ললনা গণ, প্রাণ কুসুমে পূজি ভোর॥ কোরে আগোরই পতিতে চঢ়ায়ল, অনুপম ঐছে বিলাস। প্রেম পঙ্গু, পরসাদ দাস অব, কিয়ে করু গিরি অভিলাস॥ ৪৪। ২৯৮।

—:*****:—

সখি উক্তি।

ভাটিয়ারি।

দূরসোঁ(*) চকিত নিরখি মুখ আকুল না পুন হেরলি গোরি। প্রতিপদ চান্দ, উয়ত তহিঁ গোপত, ব্যাকুল রহত

ভাবার্থ।

তনুতে ভাব রূপ তরু বিহার করিতেছে, সেই তরু আশ্রয় করিয়া ভক্ত রূপ বিহঙ্গগণ বিলাস করিতেছেন।

× আরতি শেল ইত্যাদি— অনুরাগ রূপ শেল প্রবেশ করিয় ঐ গিরিতে নানা গুহা প্রকাশ করিতেছে।

÷ হরি হরি শবদে ইত্যাদি— "হরি হরি" এই শব্দ উচ্চারিত হইলেই মূর্চ্ছা হয় এবং নয়ন বারি রূপ ঝর্ণা হৃদয় দ্বারা বহিয়া যাওয়াতে হৃদয় ঝোরা স্বরূপ হইয়াছে।

+ হেরিতে ইত্যাদি— হে সজনি ললনাগণ গিরি দর্শন করিয়া প্রাণ কুসুমে পূজা করিতেছে।

(*) দূরসো ইত্যাদি— হে কানু সেই গৌরী (ধনী) দূর হইতে তোমার মুখ চকিত মাত্র নিরীক্ষণ করিয়া আর দেখা পাইল না।

চকোরি ॥ রতি রস পরশ, বিড়ম্বিত নারি। অব হি হরি নাম শ্রবণে বর নাগরি, মুরছিত পড়ত মুরারি (×) ॥ তুয়া চিত রাগ বচন শুনি নাগরি, লোচন চমকি পসার। ঝর ঝর লোর ঝুরত বর (+) নাগর, সখি মুখ করত নেহার ॥ প্রেমক নবমি দশা অব জাগল, বোধ বচন ধনি নিন্দু। প্রসাদ দাস ভণ বোধ বচন অব, অনল পুঞ্জে জল বিন্দু ॥ ৪৫। ২৯৯।

—:*****:—

তথা রাগ।

অব তুয়া নামে, মুরছি মহি গীরই, অন্তরে তুয়া গুণ গাব। পিরিতি দশাগণ, ফলিত কলেবরে, কো ধনি গুণ পরিচাব ॥ সুন্দরি মুরছি, নয়ন উলটায়লি, না জানি কত দুখ গাম। পরিজন সবহুঁ, উরহি কর হানই, কাণে কহত হরি নাম ॥ কহইতে হানি শেল যনু মোয়। দশমি দশাক, চিহ্ন উপজায়ল, হরি হরি কৈছন হোয় ॥ আশক অবধি, নহল অবধারণ, মিলন* গৌন অব নিম্ব। প্র-

ভাবার্থ।

(×) মুরারি— হে মুরারি।

(+) বর নাগর— হে বর নাগর, সেই ধনী সজল নয়নে তোমাকে দেখিতে না পাইয়া সখী মুখ নিরীক্ষণ করে।

* মিলন গৌন ইত্যাদি— হে কানু ধনীর এই নবমী মূর্চ্ছা দশা কালেও যে মিলনে গৌন করিতেছ তাহা নিম্ববৎ অতি তিক্ত বোধ হইতেছে।

সাদ× দাস ভণ, অনুপম নাগরি যাকর রস প্রতিবিম্ব॥

৪৬। ৩০০।

—::***::—

সুহই।

শুন শুন মাধব, আরতি কেল। পরশক÷ আশ, অবধি নাহি ভেল॥ যাচিত রতনে, যতন পরিহার। নিজ হিয়ে হানবি বিরহ কুঠার॥ রহ ইতে জীবন মেলহ তায়। পুন পুন অকরুণ, কভু কি জুয়ায়॥ রহইতে সম্পদ, অয়তন হোয়। দুখ অনুমানত যব ধন খোয়॥ এক রজনি কুহু, শশি নাহি জাগ। প্রতিপদ চান্দে, বহুত অনুরাগ॥ প্রসাদ দাস ভণ, মদন কানাই। ধনি ধনি তোঁহারি মরম নিঠুরাই॥

৪৭। ৩০১।

—:*****:—

অথ দশমি দশা।

চতুর্চিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

করুণ মঙ্গল।

লাবনি বয়ান, কিরণ ঘন দামিনি, অনুখন* পিছলি

ভাবার্থ।

× প্রসাদ দাস ইত্যাদি— দাস কহিতেছে রস পদার্থ, যে নাগরীর প্রতিবিম্ব স্বরূপ সেই নাগরীর এই অবস্থা ইহা নিতান্তই অসহ্য।

÷ পরশক আশ ইত্যাদি— হে কানু ধনী মূর্চ্ছা দশাপন্না হইয়াও তোমার মিলনের আশা পরিত্যাগ করে নাই।

* অনুখন পিছলি নয়ান— গৌরসুন্দরের বিদ্যুৎ সদৃশ বদন লাবন্য ধারণ করিতে নয়ন পিচ্ছিল হয়।

নয়ান। পদ নখে শত শত, শশধর জোতই, মূরতি অনুপ স্থঠান॥ যৌবন+ গরবি পদবি পরিভঞ্জন, মনমথ রমন বিলাস। কীর্ত্তনে÷ নাচি, গৌর যব ফেরত, লোটি মদন পদ পাশ॥ কতহুঁ করুণ মঙ্গল অবতার। নাশিতে জগত কলুষ সচিনন্দ, দশমি দশা পরচার॥ চিতঘন× পুতলি, হরল গতি চেতন, হরল শ্বাস পুন বাত। মরু ভুমি সম হৃদি পরমাদ দাসক, প্রেমাঙ্কুর নাহি জাত॥ ৪৮। ৩০২।

—:*****:—

সখি উক্তি।

কামোদ।

জীবন শেষ সময় চলি আয়লুঁ, বোলিতে বিদর, পরাণ। মুরছল রমণি কণ্ঠ অবরোধল, ধরণি পড়ল অগেয়ান॥ গুরু + জন তব, উপদিঠি অনুমানল, পূজি যতনে

ভাবার্থ।

+ যৌবন গরবি ইত্যাদি— "যৌবন গর্ব্বিত" এই পদবী বিশিষ্ট। যুবতীগণের গর্ব্ব থর্ব্ব কারি রূপ।

÷ কীর্ত্তনে নাচি ইত্যাদি— ভাবাবেশে গৌরসুন্দর কীর্ত্তনে যে নৃত্য করেন তাহাতে শত শত মদন পদ পাশে লুণ্ঠায় মান হয়।

× চিত ঘন পুতলি ইত্যাদি— সেই গৌরসুন্দর জ্ঞান সার মূর্ত্তি হইয়া আজ চেতনা গতি শূন্য হইয়াছেন।

+ গুরু জন তব ইত্যাদি—তৎকালে ধনীতে দেবতার উপদৃষ্টি বিবেচনায় গুরু জন হরগৌরীর পূজা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সখিরা নির্জ্জনে তোমার গুণ ধনীর শ্রবণে কীর্ত্তন করিতে লাগিল। তাহাতে বিকশিত পদ্মের ন্যায় ধনীর বয়ান সরস হওয়াতে ধনীর দেহে জীবন সঞ্চার থাকা সখিরা অনুমান করিলেন।

হর দেবি। নিরজনে সখিগণ, ললিত কণ্ঠ করি, শ্রবণে তুয়া গুণ সেবি॥ বিকশিত পঙ্কজ সরস বয়ান। বিহরত জীবন রমণি কলেবরে, সখিগণ কলি অনুমান॥ প্রেম+ রতন, পরিবরতে পিয়ায়বি, পরশ রসায়ন তোর। পরসাদ দাস, অথির মতি আকুল, না মিলি অব দুখ ওর॥৪৯।৩০৩।

—:******:—

শ্রীকৃষ্ণোক্তি; নিঠুর বচন।

রাগ ধানশী॥

গোপনে গোপনে, কহিছ কথা। তরাসে মরমে, পাই যে বেথা॥ ধনি (।) সখি তুমি, চিহ্নয়ে লোক। দেখিলে আমারে, দেয়ব দোখ॥ অপযশ চাহি, মরণ ভাল্। পিরিতি বচন, লাগয়ে কাল্॥ কুলবতি নারি, গ্রহণ কায। ভূতলে না রহু, এমতি লাজ॥ অবলার দোষ, কেহ না ভাষে। যে শুনে এসখি, পুরুখে হাসে॥ লোকে(+) কহে নিজ মরম বোল। হেরিলে সঘনে, হৃদয় দোল॥ এমতি বচন, না কহ আর। শুনি পরসাদ বয়ন ভার॥ ৫০।৩০৪।

ভাবার্থ।

+ প্রেম রতন পরিবরতে ইত্যাদি— হে কানু ধনীর প্রেম রত্ন গ্রহণ করিয়া তোমার স্পর্শ রসায়ন ধনীকে দেওয়ার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছি, তোমাকে নিজ স্বার্থ রহিত দান করিতে হইবে না।

(।) ধনি সখী— ধনীর সখী।

(+) লোকে কহে ইত্যাদি— লোকে পরস্পর নিজ নিজ মর্ম্ম কথা কহিয়া থাকে, কিন্তু তাহা দেখিলে বুঝি গুপ্ত প্রেমের কথা কহিতেছে এই বিবেচনায় হৃদয় কম্পিত হয়।

মায়ূর।

সখি হে, পরিহর, বচন বিলাস। পুছ তুহুঁ সবহুঁ, বরজ কুল নন্দন, কভু নহ ইহ অভিলাস॥ রাইক রাগ জনিত দুখ ক্ষোলমি মঝু মন মোহন লাগি। চিত* বিত সজনি, আন পুন অনুখন, নহ মঝু মন অনুরাগি॥ রূপসি † যোষিত, সুরত সুধায়ত, কো জন করত নিবারে। অনুদিত রতি রস রভস কলা সখি, এ মঝু হৃদয় উদারে॥ মাধব রভস, বচন মধু মাধুরি, নিখিল লোগ হরসাই। বঞ্চিত রস পরসাদ দাস চিত, অনুখন রহু মুগধাই॥ ৫১। ৩০৫।

—::***::-

মল্লার।

ব্রজপতি নন্দন, জগজন জান। ধরম করম বিনু, না বুঝি আন॥ পর × নারি রমণ, দমন মঝু কায। তাহে মঝু আরতি, শুনইতে লাজ॥ সখাগণ মঝু সখি, কি কহব তোয়। ইন্দ্রিয়গণ সব অবশই রোয়॥ অচল টলয়ে তহুঁ,

---

ভাবার্থ।

* চিত বিত ইত্যাদি— হে সজনি সর্ব্বদাই আমার চিত্ত বৃত্তি অন্য প্রকার, আমার মন কখনও নারীর প্রতি অনুরক্ত নহে।

† রূপসি যোষিত ইত্যাদি— হে সখি রূপবতী কামিনীরা সুরত কার্য্য যাচ্ঞা করিলে কোন্ পুরুষ তাহা নিবারণ করিয়া থাকে, কিন্তু হে সখি! কি করি, আমার উদার হৃদয়ে কখনও রতিরস কলা উদয় হয় নাই।

× পর নারি রমন ইত্যাদি— হে সখি! আমি রাজ নন্দন সুতরাং পরনারি রমণ কার্য্য দমন করাই আমার কর্ত্তব্য, এমত স্থলে আমার স্বয়ং সেই কার্য্যে অনুরাগী হওয়া অতি লজ্জার বিষয়।

না টল অঙ্গ। নিশি দিন ধরম, করম পরসঙ্গ ॥ অনুক্ষণ তা-কর, সঞে মঝু গাত। পাপ করমে সখি, চমকই গাত ॥ ইহ সব বচন, কহবি সখি তায়÷ শুনি সখি নত মুখি, দিগ নাহি পায় ॥ জীবন+ সুন্দরি, মঝু গতি সঙ্গ। কৈছনে করব নিঠুরি পরসঙ্গ ॥ মাধব বচন, নিঠুরি অনুবন্ধ। সখি সঞে প্রসাদ, দাস চিত ধন্দ ॥ ৫২। ৩০৬।

—:*****:—

সখির প্রত্যাগমন এবং বিলাপ।

সুহই।

মাধব বয়ন বচন শুনি সো সখি, উপজল বিষম বিলাপ। দীঘল নিশসি, নিকসি সখি বাহির, না কলি কছুই আলাপ ॥ চরণ বিখেপিতে, পদে পদে সো সখি, গরল উদধি অবগাহ। সুখময়* গোকুল, মরণহি মন্দির, লোচনে না সখি চাহ ॥ এ বিহি + নিরমলি রসময় রূপ। কো পুন

ভাবার্থ।

÷ তায়— ধনীকে।

+ জীবন সুন্দরি ইত্যাদি— আমার প্রত্যাগমনের শুভাশুভ প্রতীক্ষায় সেই সুন্দরীর জীবন আছে।

* সুখময় গোকুল ইত্যাদি— বিনাদিতা সখী সুখময় গো-কুল নগর মরণ মন্দির তুল্য বোধ করিতেছেন, সুতরাং নয়ন উঠাইয়া দেখিতেছেন না।

+ এ বিহি নিরমলি ইত্যাদি— সখী কহিতেছেন, হে বিধি তুমি শ্যামসুন্দরের রূপটি রসময় করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছ, কিন্তু নীরহীন কূপের ন্যায় তাহার হৃদয় রসহীন রাখিয়াছ তোমার এমত অন্তরের চাতুর্য্য কে জানিবে?। দেখ বিধি সেই রমণী শিরোমণি ধনীর বেদনা শ্রবণ করিয়া এমত নিষ্ঠুর বচন অনায়াসে কহিল।

জানত, অন্তর চাতুরি, হীন শলিল কলি কূপ॥ শুনইতে রমণি, শিরোমণি বেদন, ঐছে নিঠুরি কহু ভাব। সজনি উদাস, বচন শুনি আকুল, পামর প্রসাদ দাস॥৫৩। ৩০৭।

——*****——

সুহিনী।

শুভ× মঙ্গল ধনি মুখরে। দরশিয়ে আয়লুঁ তহুঁ মন দুখরে॥ সবহুঁ করম, ফল হোয়। আয়লুঁ পুলকিত. যাইয়ে রোয়॥ সুর মন মোহিনি রামা। রূপ গুণ মাধুরি রস অনুপামা॥ আরতি যাচল, রাই। ঝাটে÷ উপেখল নি-ঠুর কাহ্নাই॥ ভেজব রমণি পরাণ। কিয়ে+ পরবোধব, কিয়ে সমাধান॥ যাই না পারয়ে ফেরি। ভুবন শূন, অনু-মানয়ে, হেরি॥ নয়ন লোর ঝরু ধাই। খেনে খেনে বোলয়ে রাধা রাই॥ থর থর কাঁপই, অঙ্গ। দাস প্রসাদ নেলি সখি সঙ্গ॥ ৫৪। ৩০৮।

—::***::—

সখা রাগ।

বাউরি সম সখি পন্থ বিহারই, লোর ঝুরই হৃদি

ভাবার্থ।

শুভ মঙ্গল ইত্যাদি— ধনীর শুভ মঙ্গল দায়ক মুখ দর্শন করিয়া আসিয়াছিলাম তবে কেন এমন দুঃখ ঘটিল! বুঝিলাম সকলই নিজের কর্ম্ম ফলে হইয়া থাকে। নচেৎ কেন পুলকিত হইয়া আসিয়া ছিলাম, রোদন করিতে করিতে যাইতে হইয়াছে!

÷ ঝাটে—— ঝটিতি।

+ কিয়ে পরবোধব ইত্যাদি— কিসেই বা ধনীকে প্রবোধ দেই কিসেই বা ইহার সমাধান হয়।

ঝাঁপি। মাধব বচন, বিশিখ যনু রোপল, হৃদয় পুতলি ঘন কাঁপি॥ এ বিহি ডারলি অনল বিশালে। বিগলিত বসন, ঘরমে তনু ভীগল, নয়ন উঠল সখি ভালে॥ হেরিতে যুগল বিলাস সজনি গণ, জীবনে ধয়ল উলাষ। সুখময় প্রেম, বীজ উতপাটল, সহচরিগণ নৈরাশ॥ অফল যতনে পুন, না পালটায়ব, নিমজব শলিল অগাধ। সেহ না পারিয়ে পুন পুন রোখয়ে, অনুগত দাস প্রসাদ॥ ৫৫। ৩০৯।

—*:*:*—

গান্ধার।

চলিতে চরণ, গুরুয়া ভার। সঘনে কাঁপয়ে, হৃদয় তার॥ ভাবিয়া গুনিয়া হইলা ভোর। দিবস মানয়ে, রজনি ঘোর॥ নয়নে না দেখি, জাবট বাট। শুণ কলেবর নারির ঠাট॥ সকল না ভেল, মরম আশ। তনুর ঘরমে, তিতল বাস॥ আইলা সজনি মরম দুখি। যাঁহা চাতকিনি, কমল মুখি॥ বয়ন হেরিয়া, কহয়ে ভাষ। তরাসে কাঁপয়ে, প্রসাদ দাস॥ ৫৮। ৩১০।

—:**:—

শ্রীরাধা উক্তি।

ভূপালি।

হেরিয়ে তুয়া মুখ, বেদনে ভোর। সফল মনোরথ না ভেল মোর॥ মাধব বচন, কহবি সখি মোয়। আকুল হোয়সি, কাহেক রোয়॥ উচিত যতনে যদি না ভেল কাজ। কহইতে সাধস কিয়ে সখি মাঝ॥ শুন শুন এ সখি, মঝু দশ দেখ। কৈছে মিটায়বি ভাগকি লেখ॥ শুনি সখি রা-

ইক, বচন উদাস। কহইতে মানয়ে, বহুত তরাস॥ কহই না পারি, নিদারুণ বাত। পরসাদ, বৈঠি, শিরে করি হাত॥ ৫৭। ৩১১।

—:*****:—

সখি উক্তি।

গুর্জ্জরী।

চমকত তনু ঘন, ঘন সিতকারই, কহতহিঁ গদ গদ ভাষে। থরহরি কাঁপয়ে, তনু মন সো সখি, আকুল চিতহুঁ তরাসে॥ কানু কানু করি, বহু দুখ পায়লি, বেদন অসফল ভেল। না বুঝি কহলু, তুয়া মন বেদন, সবহুঁ অকারণ গেল॥ সুন্দরি কানুক কঠিন পরাণ। পিরিতি বিরাগ, বচন কিয়ে দারুণ, কহল নিঠুর বর কান॥ মুরহর বচন, বিদর হৃদি মন্দির, কিয়ে পুন কহুঁ নিঠুরাই প্রসাদ দাস ভণ, কাঠ পুতলি সম, শূন কলেবর রাই॥ ৫৮। ৩১২।

—::***::—

শ্রীরাধা উক্তি।

ধানশী।

সখিহে মাধব রসিক সুজান। বুঝি মঝু মরণে, রস হুঁ বহু পায়ব, ইছুই উপেখল কান॥ অতএ গহন, তপন তনয়া জলে, তেজব অসফল দেহ। তরুণ তমালে, বান্ধি তনু রাখবি, হেরিতে পুলকব সেহ॥ জীবনে নহল, সঙ্গ বর নাগর, মৃত তনু পায়ব লেশ। মঝু মন আশ, সকল সম্পূরণ, না রহু কছু অবশেষ॥ কানু কানু করি, অব মরি-

যায়ব, না করু সবহুঁ বিলাপ। পরসাদ দাস, চিন্তি বহু কাতর, শুনইতে দশমি আলাপ॥ ৫৯। ৩১৩।

—:******:—

গান্ধার।

যো জন লাগি লাজ ভয় গেল। যো জন লাগি বহুত দুখ ভেল॥ যো দুখ পায়লুঁ, কহই কি পার। শ্যামক রূপ, নয়ন মঝু তার॥ নিঁন্দ তেয়াগলু, নীর না পান। গুরু গরবিত জন, বচন না মান॥ তেজলু সহচরি, সুখ অভিলাস। লাবনি পিই কলু দূর তিয়াষ॥ মরম আকিঞ্চন, যাকর সঙ্গ। তাকর বচনে, মনোরথ ভঙ্গ॥ সব পরিহারলুঁ, কানুক লাগি। সো যনি তেজল, করম অভাগি॥ জীবন অব মঝু অতি গুরু ভার। ঝটিত তেয়াগব, সহই না পার॥ সখিগণ আকুল, নিরখিতে মুখ রে। শুনইতে বিদরই, পরসাদ বুক রে॥৬০।৩১৪

—:******:—

পট মঞ্জরী।

সখি হে জীবন নিকশিলে সব দুখ ওর। অনুচিত চরণ পসারি বিলাপসি, রোই রহসি অব ভোর॥ কাল ভুজগ যনু ঘন ঘন দংশই, গরল ভরল মঝু অঙ্গ। নিশসি নেহারসি, নাহি করসি পুন, উতর কাল পরসঙ্গ॥ সুখ ময় শ্যাম কুঞ্জে, তনু তেজব, কহি কহি ধাবলি রাই। কুঞ্জ সমাগমে, আকুল অন্তর, গীরল তহিঁ মুরছাই॥ সখিগণ বোধ বচনে আশয়াসত, বিহিত রচিত পরমাণে। রাধা শ্যামক, প্রেম অচিন্তন, পামর পরসাদ ভাণে॥ ৬১। ৩১৫।

—:******:—

সখি আশ্বাস।

সুহই।

তেজবি তনু অনুরাগি। জীয়ব মাধব কাহুক লাগি। অনুচিত ইহ পরসঙ্গ॥ অবহি মিলায়ব কানুক সঙ্গ॥ এক না করবি, তরাস। যাবত সখিগণ, রহ নিজ পাশ॥ বিলসব সো সঞে রাধা। যোড়ব কর পূরব মঝু সাধা॥ কানু নিকট অব যাব। অবহি মিলায়ব, তব পাতিয়াব॥ বোধ বচন নহ ওর। আনন্দে পরসাদ ভৈ গেল ভোর॥ ৬২। ৩১৬।

—:*:—

গান্ধার।

ধিরজ ধরিয়া রহনা ধনি। এখনি মিলিবে চতুর মণি॥ কালি ভুজগ, দশল অঙ্গ। অখনি মিলিবে না হবে ভঙ্গ॥ আপন গরল তুলিবে যবে। তোমার বেদন ঘুচিবে তবে॥ তোমার বেদনে, না কান্দি রাই। শুনহ তোমারে কহিব তাই॥ ভাবিয়া আমার পরাণ যায়। নাগর রতন রসের কায়॥ নিঠুর বচন কহিয়া কান্। আছে কি না আছে তাহার প্রাণ্॥ তোমারে কহি যে শুন হে ধনি। মণি হারাইলে বাঁচে কি ফণি॥ শুনি অনুদাস, প্রসাদ ভাণ। কানুর বেদন, কানু সে জান্॥ ৬৩। ৩১৭।

—:*****:—

শ্রীকৃষ্ণের অনুতাপ।

কেদার।

কমনিয় কমল কুসুম কুল নাগরি, চান্দ কিরণে মুরছাই। অখিল সুধাকর, প্রেমকি অঙ্কুর, ভাঙ্গব শুনি নিঠুরাই॥

কিয়ে বর মানিনি, নিজ তনু তেজই, বিরহক গরল হুতা-শে। শুণি শুণি অব মঝু, চিতহুঁ বেয়াকুল, অনুখন হৃদয় উদাসে ॥ কাহুক বোলব মঝু মন তাপ। অব মঝু অন্তরে, জ্বলত তুষানল, মনমথ দারুণ পাপ ॥ যাচিত রতন কপটে পরিতেজলুঁ, অব হৃদি বেদনে ভোর। রোয়ত পরসাদ, কহই না রোয়ব, বঞ্চন বেদনে থোর ॥ ৬৪। ৩১৮।

সুহই।

অনিমিখে হেরত পন্থ। জীবন যনু বিষ দন্ত ॥ দূরে লখই যত নারি। সচকিত নিরখি মুরারি ॥ ধনি সখি আয়ত ফেরি। ঐছন মাধব হেরি ॥ নিকটহি সো যব আই। সখি নহ হেরিয়ে বেদন ধাই ॥ ঐছন নহ মঝু ভাগি। পুন হেজব মঝু লাগি ॥ মদন কদন শর হান। অনুখন বিকল পরাণ ঐছন যতহুঁ হুতাশ। না জান পরসাদ দাস ॥ ৬৫। ৩১৯।

—:****:—

শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার সখির

আগমন এবং উক্তি।

গান্ধার

কানুক নিকটহি, সজনি সমাগম, কহত বচন কুটি-লাই। রাইক মন্দিরে, রহি দিন যামিনি, না শুনি কভু নিঠু-রাই ॥ অভিনব ললিত নিঠুরি বচনামৃতে, বাঢ়ল মঝু মন সাধ। শ্রবণ লুবধ চিত পুনরপি আয়লুঁ, শুনি হরি অবনত মাথ ॥ ধিক ধিক শতঁ ধিক নিঠুর পরাণ। ভালে রমনি বল্লভ বর নাগর, নারি যতন নাহি জান ॥ সাবট বিহগ পিরিতি

মনি জানবি, ধনি ধনি মানবি ভাগ। প্রসাদ দাস ভণ, লা-জেহিঁ নটবর, খোজত ধরণি বিভাগ ॥ ৬৬। ৩২০।

—:**:—

তথা রাগ।

ঐছন নিঠুরি বচন শুনি আকুল, বাউরি সম বর নারি। গহন নিকুঞ্জে বিহর বর নাগরি, মরণ করিয়ে অব-ধারি ॥ মরি মরি শিখলি পিরিতি ব্যবহার। যোই নিকুঞ্জে, মিলন অভিসারব, কয়ল মরণ অভিসার ॥ কুঞ্জ সমাগমে, মুরছিত নাগরি; তরসিত সখি কুল কান। বোধ বচন কত, করত আলাপন, সঘন তুয়াগুণ গান ॥ থকিত ধমনি গতি, অঙ্গ হিমাম্বুধি, থকিত নটন দিঠি যোর। প্রসাদ দাস ভণ, ধৈরজ না করু, চল চল নন্দ কিশোর ॥ ৬৭। ৩২১।

:**:—

শ্রীকৃষ্ণ উক্তি।

কামোদ।

সহচরি করুণে করবি পরিহার। মুরছিত জনে কি উচিত পরহার। পরখিতে নাগরি, রস মধুরাই। অনুচিত কহলুঁ, বচন নিঠুরাই ॥ যদি তুহুঁ আগম, না করু থোর। হোয়ত নিরিখন মৃত তনু মোর ॥ কহইতে সহচরি, মঝু মন ভোর। যৈছন তাকর তৈছন মোর ॥ বিরহ হুতাশ, অনল তনু দেল। মনমথ তহিঁ যনু মারুত ভেল ॥ সো পুন ভিনু তনু, ইহ অবিচার। একক বেদন. আনক জার ॥ না সহু বিরহ, কহিয়ে অবধারি। তুরিতহিঁ মিলব, যাঁহা বর নারি ॥ সখি পিছে তুতহিঁ, চলল বর কান। পুন পুন

লখ সখি, কত করি ভাণ॥ কো পাতিয়ায়ব, চৌরক রাজ। পিছে রহু পরসাদ, হরি করি মাঝ॥ ৬৮। ৩২২।

—*:*:*—

ভূপালি।

চললহুঁ নাগর সহচরি সঙ্গ। গদ গদ অন্তর, গদ গদ অঙ্গ॥ ধনি* অনুমানয়ে, বিরহ হুতাশ। ধনি÷ উপজল মঝু, পিরিতি তিয়াষ॥ সফলহিঁ কালি, দমন দিন মোর। সফলহিঁ পুন মঝু, লোচন যোর॥ যোই নিকুঞ্জে অচেতন রাই। সখি সঞে নাগর, মেলল যাই॥ মূরতি মান ষড়হুঁ ঋতু ভেল। শরদ বসন্ত কুসুম ফুটি গেল॥ কোকিল শিখি কুল, কণ্ঠহিঁ সাধ। গগণে জলদ করু লহু লহু নাদ॥ সখি-গণ× রাই, নিরখ চকিতাই। কাহে সময় অব, পুলক র-টাই॥ দ্বারেহি+ নাগর, সজনি নিকুঞ্জে। কানু সমাগম, কহ সখি পুঞ্জে॥ কাঁহা কহি সব সখিনি আনন্দে। প্রসাদ লখায়ত, অঙ্গুলি ছন্দে॥ ৬৯। ৩২৩।

ভাবার্থ।

* ধনি—— ধন্য।

÷ ধনি—— ধন্য।

× সখিগণ রাই ইত্যাদি— সখীরা ধনীকে সচকিত হইয়া দেখিতেছেন এবং ভাবিতেছেন ধনীর এ অবস্থাতে সময় কেন পুলক রটনা করিতেছে।

+ দ্বারেহি নাগর ইত্যাদি— যে সখী নাগরকে সঙ্গে আনিলেন সেই সখী নাগরকে কুঞ্জ দ্বারে রাখিয়া নিকুঞ্জে প্রবেশ পূর্ব্বক অপর সখিদিগকে কানুর সমাগম বার্ত্তা কহিলেন।

মায়ূর।

বিহরত কুঞ্জে রসিক বর নাগর, কহ সখি মুগধিনি কাণ(*)। বরিখত ললিত চন্দ্র কিরণাবলি, মেলহ মুদিত নয়ান॥ রাইক শ্রবণে অমিয়া যনু ডারল, বিরহক(!) গরিম কনেঠ। মেলিতে মুদিত নয়ন বর নাগরি লোচনে লোচনে ভেঠ॥ হুহু হসি গোপলি নিকট কবাট। সখিগণ মুচকি, মুচকি হসি হেরই, রঙ্গিনি ইহ রস ঠাট॥ এতহুঁ জানসি, রঙ্গ তরঙ্গিনি, না বুঝি ভঙ্গিম থোর। রাধা মাধব, অভিনব দরশন, আনন্দে পরসাদ ভোর॥ ৭০। ৩২৪।

—:******:—

অথ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।

—******—

কামোদ।

নিভৃত নিকুঞ্জে, উদয় নব নাগর, অন্তর মন্মথে ভোর। চাতকি তিষিত, হৃদয় বর নাগরি দরশ নয়ন যুগ মোর॥ নিজ(=) মুখ দরশাইতে পুন কানে। আধ মুখাঞ্চল

ভাবার্থ।

(*) কাণ—— কর্ণে।

(!) বিরহক গরিম কনেঠ— বিরহ গুরুতার কনেঠ অর্থাৎ লাঘব হইল।

(=) নিজ মুখ দরশাইতে ইত্যাদি—ধনী আবার কানুকে নিজ মুখ দেখাইবার জন্য আপন কুণ্ডল বিশৃঙ্খল হওয়া ছল করিয়া মুখাবরণ অঞ্চলের অর্দ্ধাংশ সংকোচ করত কর্ণে হস্তার্পণ পূর্ব্বক কুণ্ডল সজ্জিত করিতে লাগিলেন।

মোরি শ্রবণে কর, কুণ্ডল অন উল ভানে ॥ অঞ্চল(৫) করে করি, তনু পরশ ঘন, ঝাঁপল কুচ পুন ঝাঁপি। ঈষদ নিরিখনে, সখিগণে হেরই, বয়ান বসনে কর আপি॥ অবহসি সখিগণ, হেলি পড়ত সব, একহিঁ আনক অঙ্গে। রাধা চাতুরি, রস পিয়ে নাগর, পরসাদ পুলক তরঙ্গে ॥ ৭১। ৩২৫।

—*****—

ভূপালি।

দরশই নাগর, ধনি রস ছন্দ। মানসে মনমথ, দ্বিগুনহিঁ দ্বন্দ ॥ নাগর থিরজ, মদন তহিঁ নেল। সুরত আলাপনে, উনমত ভেল ॥ নব কমলায়িত, নাগরি অঙ্গ। আকুল কুঞ্জর, মদন তরঙ্গ ॥ নিজ কর নাগর, করত পসারি। নাগল কুঞ্চক, ভিত বর নারি ॥ লাজে লাজায়লি, সহচরি পুঞ্জ। দড়বড়ি সো সব, নিকসলি কুঞ্জ ॥ নিরখই ছাপি পুলক নহ ওর। গহিল সমাগমে, সখিগণ ভোর ॥ নাগরি নাগর রসিক সেয়ান। পরসাদ দাস, মধুর রস গান ॥ ৭২। ৩২৬।

—*****—

মল্লার।

অবসহি ললিতা, পুছ সখি পুঞ্জে। জানসি কো কো বিলসই কুঞ্জে ॥ সহচরি এক, উতর ইহ দেল। মুরতি দো বিনু, কো পুন গেল ॥ দো জন রাখিয়ে, কয়লুঁ পয়ান। একহিঁ রাধা, আনহি কান ॥ বোলত ললিতা, বচন ললিৎ।

ভাবার্থ।

(৫) অঞ্চল করে করি ইত্যাদি— ধনী কথন কথনও বা স্বীয় বসনাঞ্চল হস্তে করিয়া তাহার তনু স্পর্শ করিতে লাগিলেন।

না। জান এ সখি, নিভৃত চরিৎ॥ মুরতি তিন, করয়ে অব রঙ্গ। রাধা মাধব তিসর অনঙ্গ॥ দুহুঁ জন পূজব, রতি রস যাগ। মনমথ দারুণ কুঞ্জ সোঁ ভাগ॥ সখিগণ পুলক, জলধি অবগাই। পরসাদ গাওত ললিতা বাধাই॥ ৭৩। ৩২৭।

—*:*:*—

ধানশী।

পরশিতে সরস উরজ গিরি নাগরি, বিলুবধি বসন উতার। ফুটিল কলেবর, চাপই ভুজে কুচ, থরহরি করে কর বার॥ ধনি মুখ দরশ লুবধ মতি নাগর, ঝাঁপলি÷ মুখ রস সিন্ধু। অন্তরে* পুলক শরদ ঘন জাগল, নাহি বরিখজল বিন্দু॥ লহু লহু বিকশত তরুণি সরোজিনি, পরশিতে মধুকর রঙ্গে। মদন মগন হরি, করে কুচ পীড়নে, সুরত রসাগম অঙ্গে॥ অবশল অঙ্গ, ভঙ্গ ধনি চাতুরি, হরিণি ধয়ল হরি কান। কাতর লোচনে, নহি নহি নাগরি, বোলত পরসাদ ভাণ॥ ৭৪। ৩২৮।

—:**:—

যথা রাগ

দশইতে বয়ন দরশ রতি জাগল, দরশিতে চুম্বনে

ভাবার্থ।

÷ ঝাঁপলি মুখ ইত্যাদি— ধনী রস সিন্ধু রূপ নিজ মুখ আবরণ করিলেন।

* অন্তরে পুলক ইত্যাদি— শরৎ কালীয় ঘন ঘটা যেমন জল বিন্দু দান করে না, তদ্রূপ ধনীর আন্তরিক পুলক ঘটা বাহ্যে প্রকাশ পাইতেছে না।

মাতি। চুম্বন সময়ে, তিষিত অধরামৃত, কো কহু ঐছন ভাঁতি॥ তহিঁ পুন নিরখিতে হসিত বদন ধনি, আরতি চিত মাহা ঝাঁপি। দরশিতে ঐছন, হারে হুরল মন হেরত কুচে কর আপি॥ চারু দশন লোচন নিল চোরি। তহিঁ পুন শ্রবণ ঝুমক লুবধায়ল, নয়ন পিছুলি অনিবারি॥ কটি মনমথ তহিঁ, মতি উছলায়ল, ধায়ল তহিঁ পুন চাহ। প্রসাদ দাস কহ, এ সখি দেখ দেখ, থেহ না পায়ত নাহ॥ ৭৫। ৩২৯।

—::****::—

ধানশী।

অধর সুধা রস মুখ পরিপূরল, নাগর পুলক বিভোর। ভেটিতে নয়নে, নয়ন বর সুন্দরি অবহসি মুখ নিল মোর॥ এ সখি× দেখ দেখ, রাইক রঙ্গ। নাগর হারি, দেখি মুখ মোরল, ডারল রস মহি সঙ্গ॥ ভুজ ভুজ বন্ধনে, হৃদি হৃদি যোরল, ঐছন রসহিঁ বিশেষ। কোমল কোমল, পহিল আলাপন, দৃঢ় পরিরম্ভনে শেষ॥ রাধা মাধব, নব নব সঙ্গমে, পূরল সখিগণ আশ। পামরি পরসাদ, আনন্দে হেরল, অনুপম দুহুঁক বিলাস॥ ৭৬। ৩৩০।

ভাবার্থ।

× এ সখি দেখ দেখ ইত্যাদি— কুঞ্জের অন্তরালে দণ্ডায়মান সখীগণ মধ্যে কোন্ সখী কহিতেছেন যে, হে সখীগণ! রাইর রঙ্গ দেখ, রস পানে নাগরের পরাজয় রোধে ধনী মুখ ফিরাইয়া উচ্ছলিত রস, ধরণীকে ঢালিতেছেন।

—:******:—

অথ প্রার্থনা।

সুহই।

না জানি ভকতি ভজন গতি পামর, জনম বিফল মঝু গেল। না মঝু মন গুরু চরণ আরাধল, বিষয় গরলে করু কেল॥ যুগল+ ভজন ধন, রতন সুখাম্বুধি, ভব ঔ-খদি সুখ সেব। দেয়ল নাথ, করুণ অবলম্বনে, কব পুন আরতি দেব॥ হাঁ হা বিহি মঝু করম অভাগি। না মঝু আরতি, পরম সুধা রসে, না মঝু মন অনুরাগি॥ অনুনয়ে রসিক, ভকত পদ বন্দিয়ে, যাহে ঘুচব পরমাদ। দেহ(১) পতিত জনে, প্রেম বিন্দু ধন বিপতি পড়ল পরসাদ॥ ৭৭৭ ৩৩১।

ভাবার্থ।

+ যুগল ভজন ইত্যাদি—সুখ সাগরের রত্ন স্বরূপ ও ভবসিন্ধুর সুখ সেব্য ঔষধি স্বরূপ যুগল ভজন ধন।

(১) দেহ—দেও।

অষ্টম মণি।

শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্ব রাগ।

সাক্ষাত দর্শনে যথা

শ্রীগৌরচন্দ্র

মঙ্গল।

শ্রীমদ্গৌর চন্দ্র গুণ সাগর, অনুখন গদ গদ ভোর। গর গর রভস রসাকুল মুরতি, ডগ মগ নট দিঠি যোর॥ সুধই সুধাময়, মুখ শশি শারদ, অবিরল অনিমিখ পেখি। রাধা রাধা, কহত বিলাপত, গৌরি* দাস মুখ দেখি॥ পতিত অধম জনে সঘনে হি কোল। নাচি নাচায়ত, গাই গাওয়ায়ত, পিরিতি পিরিতি কহ বোল॥ জগত গগনু, রস সিঞ্চে টলায়ল, সচি সুত পরম পরাণ। বিন্দু না পরশল, পরসাদ দাসক, তনু মন সবহুঁ পাষাণ॥ ১। ৩৭২।

---:*****:---

শ্রীকৃষ্ণ উক্তি।

কেদার।

অভিনব রঙ্গিনি, প্রেম তরঙ্গিনি, চললহুঁ কতি বিধু ছাঁদ। অলখিতে যনু মঝু, নয়নেহিঁ লাগল, বিমল কিরণ নিশি চান্দ॥ সচকিতে নিরখিতে হেরল গোরি। মনমথ +

ভাবার্থ।

* গৌরি দাস—— ব্রজলীলার সুবল সখা।

+ মনমথ উদধি ইত্যাদি— কানু নিজ সখীকে কহিতেছেন সে ধনীর ঈষৎ কুটিল নিরীক্ষণ মদন সাগরের তরঙ্গ বিস্তার করিল।

উদধি, তরঙ্গ পসারল, বঙ্ক বিলোকন থোরি ॥ আধ পয়োধর, কনক কমল বর, নাগরি কয়লি উদাস। নয়ন কিরণ মঝু, পরশিতে ঝাঁপলি, দগধই আশা পাশ ॥ খনে× পরসন, খনে বিরস বিলোকন, না সমঝলুঁ মন লেহ। প্রসাদ দাস ভণ, মেলব মাধব, ধরি রহু নিজ চিতে থেহ ॥ ২ । ৩৩৯

—:*****:—

মল্লার।

অলখিতে যাইতে পেখলু গোরি। দামিনি+ কর, লহরায়ল থোরি ॥ বয়নে= বিহাসিতে, অধর উদাস। চান্দ কিরণে, নব অরুণ বিলাস ॥ শুন শুন রে সখি কঞ্চুক(।) ভাগ। ঐছে পয়োধরে, আছত লাগ ॥ কুটিল বিলোকনে, মনমথ ভোর। সেহ রমণি সখি, মঝু চিত চোর ॥ তেউ নবুয়া রূপ, হৃদয়ে ধেয়ান। অনুখন দগধি মনোভব বাণ ॥ চকিতে(॥) নিরাশ, চকিতে পুন আশ। যো যব জাগত হৃদয়

ভাবার্থ।

× খনে পরসন ইত্যাদি— ধনীর ক্ষণে প্রসন্নতা ক্ষণে বিরস অবলোকন হওয়াতে তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারি নাই।

+ দামিনি কর ইত্যাদি— সৌদামিনী কিরণ কিছু কাল লহরী বিস্তার করিল।

= বয়নে বিহাসিতে ইত্যাদি— মুখে হাসা করিতে করিতে অধর প্রকাশ পাইয়া চন্দ্র কিরণে নব অরুণ বিলাস ন্যায় শোভিত হইল।

(।) কঞ্চুক ভাগ ইত্যাদি— কাঁচুলির ভাগ্য।

(॥) চকিতে নিরাশ ইত্যাদি— আমার প্রতি ধনীর প্রসন্নতা বিষয়ে ক্ষণে নিরাশ ক্ষণে আশা উদয় হইতেছে, কিন্তু এই উভয়ের যেই যখন উদয় হয় তখনই হৃদয়কে উদাস করে।

উদাস ॥ প্রসাদ দাস কহ, নমু মুরারি। পহিল দহব, পর শীতব নারি ॥ ৩। ৩৩৪।

—::***::—

কামোদ।

সজনি* হেরিতে মনমথ হরল গেয়ান। নিরখিতে বয়ন, চরণে পড়ু লোচন, এক নহল সমাধান ॥ দরশিতে আধ, নয়ন রুচি মাধুরি, কুচ পঙ্কজে রহু আশ। আধ অধিক যব না দিঠি ভেটল, ধাবল কটি অভিলাস ॥ সঙরিতে সজনি, হৃদয় অনুতাপিত, বেথিত সবহুঁ পরাণ। মরমক+ আশা, দীপ তরঙ্গিত, উন্নত অধহি বিধান ॥ শুনইতে ঐছন হরি পদ পঙ্কজে, কহতহিঁ দাস প্রসাদ। এবর যুবতি, প্রেম ময় মূরতি, সব× তনু সম মরিযাদ ॥ ৪। ৩৩৫।

—:*****:—

গোরী।

চরণ+ নখর কুমুদিনি কুল নাথ। বেকত= সরুজ,

ভাবার্থ।

* হেরিতে—— ধনীকে দেখিতে।

+ মরমক আশা ইত্যাদি— ধনীর সহিত মিলন জন্য আমার মর্ম্মের আশা দীপ তরঙ্গের ন্যায় ক্ষণে উন্নত ক্ষণে অবনত হইতেছে।

× সব তনু ইত্যাদি— ধনীর কলেবরের প্রত্যেক স্থানই মনোহারিত্বে তুল্য মর্য্যাদাপন্ন।

+ চরণ নখর ইত্যাদি— হে সখি ধনীর চরণ নখর সকল চন্দ্র স্বরূপ।

= বেকত ইত্যাদি— বিকশিত কমলে যেরূপ মধু রস কেলি করে সুন্দরীর মুখ প্রসাদও সেইরূপ মনোহর কেলি করিতেছে।

মধুর রস কৌতুকি, সুন্দরি মুখ পরসাদ ॥ সতরল(*) নীল, নলিনি যুগ লোচন, ঈঙ্গিতে উপজি অনঙ্গ॥ তরুণ(+) ঘনাকৃতি, রুচির চিকুর চয়, কানন মদন কুরঙ্গ ॥ হাসিতে(+) মঝু মন, রজনি উজরোল, হেরিতে হৃদয় বিভোর। চলইতে(×) রমনি, বিকল গতি ধাবল, মঝু অনুরাগ চকোর॥ মনমথ(=) সায়রে, মরম বিলাসয়ে, দোলত কতিবিধ রঙ্গ। বিদ্যাপতি(?) যব, গিনইতে হারল প্রসাদ কি গিনব তরঙ্গ ॥ ৫। ৩৩৬।

ভাবার্থ।

(*) সতরল নীল ইত্যাদি— ধনী চঞ্চল নীল নলিনী ন্যায় নয়নী যুগলে ঈঙ্গিত করা মাত্র মদন সমুদ্ভুত হয়!

(+) তরুণ ঘনাকৃতি ইত্যাদি— ধনীর নব মেঘের ন্যায় অতি মনোহর কেশ সমূহ মদনরূপ হরিণের নিবিড় কানন স্বরূপ অর্থাৎ কেশ কাননে মদন কুরঙ্গ সতত বিহার করিতেছে।

(+) হাসিতে ইত্যাদি— ধনী হাস্য করিয়া আমার চিত্তরূপ তিমির ময় রজনীকে যে জ্যোৎস্না ময়ী করিয়াছে। তাহা দেখিতে আমার হৃদয় বিভোর হয়।

(×) চলইতে ইত্যাদি— ধনী যখন চলিয়া গেলেন তখন তাঁহার পদ নখর চন্দ্রের প্রতি আমার অনুরাগ রূপ চকোর, অতিব্যস্তে ধাইয়া চলিল।

(=) মনমথ সায়রে ইত্যাদি— হে সখি মদন সাগরে আমার মর্ম বিলাস করিতেছে এবং নানাবিধ ভঙ্গিতে আন্দোলিত হইতেছে।

(?) বিদ্যাপতি ইত্যাদি— দাস কহিতেছে যে বিদ্যাপতি ঠাকুর যখন ধনী নিষ্ঠ শ্যামসুন্দরের উচ্ছলিত মদন সাগরের তরঙ্গ সংখ্যা করিতে পারেন নাই, তখন প্রসাদ দাসের কি সাধ্য আছে।

—::***::—

তথা রাগ।

সজনি, * মোহে কি দারুণ মদন আগোর। চলইতে চরণ, গমন গতি মন্থর, হেরিতে ভৈ গেলুঁ ভোর॥ নিরখিতে মঝু মুখ, কুটিল বিলোকন, রোপল মনমথ বাণ। হসিত † বদন যনু, পূঠ মহৌখধি দ্রাবিত কয়ল পরাণ॥ গলিত পটাঞ্চল, উরজ উদাসল, সো যনু ফালহি মোর। বেদনে অব সখি, মরম বেয়াকুল, জীবনে আশহিঁ থোর॥ হা হা + নাগরি বয়ন নেহারলু, ইহ দিন দরশন লাগি। প্রসাদ দাস ভণ কাহে রমণি বর মাধবে নহ অনুরাগি॥ ৬৩৩৭।

—:*****:—

সুহই।

চরণক যাবক, পাবক ভেল। হেরিতে সজনি হৃদয় দহি গেল॥ ধনি তনু অনল, দগধ পর অঙ্গ। পরশিতে নিজ তনু, নহ পরসঙ্গ॥ চমকই কাণক, কাঞ্চন ফুল্। বিন্ধই সো যনু অনুখন শুল্॥ হারে হরল মন, আকুল রীৎ। কাঁ-

ভাবার্থ।

* সজনি ইত্যাদি হে সখি! কি নিদারুণ মদন আমাকে বেষ্টন করিয়াছে।

† হসিত বদন ইত্যাদি— ধনীর মুখের হাস্য, পূট মহৌষধি হইয়া আমার প্রাণকে দ্রবীভূত করিয়াছে।

+ হা হা নাগরি ইত্যাদি— হে সখি আমি কি এই দুর্দ্দশার দিন দেখিবার জন্য সেই নাগরীর মুখ নিরীক্ষণ করিয়াছি;

পাত থরহরি, মাঘক শীত॥ হৃদয়× সরোবরে রস ভরিপূর। মোতিম হার, বান্ধ শত পূর॥ সো= তনু গুণ সখি, সমঝি কি পার। পরশিতে সবহুঁ মদন পরিবার॥ প্রসাদ দাস কহ, নব অনুরাগ। সয়ন সপনে ঘন মনমথ জাগ॥ ৭। ৩৩৮

—:❋❋:—

অপরাহ্ণ দর্শনে যথা।

গুঞ্জরি।

মন্দির রতন কুসুম কুলে শোভিত মৃদু মৃদু মলয় বিহার। দিন* অসকালে, সজনি সঞে সুন্দরি, উলসিত করত সিঙ্গার॥ কাঞ্চন কমল, বয়ন বর মাধুরি, উপবেশলি পরিযঙ্কে। সখিগণ নিজ নিজ, পুলকে সিঙ্গারই, আগোর÷ চন্দন পঙ্কে। খুললি কবরি যব সো বর নাগরি, ধরণি পড়ল পরচূরে। বেশ বনায়ত খনে খনে নিরখত, মূরতি রতন মুকুরে॥ কুসুমিত সাজ, বাজ+ মৃদু কিঙ্কিনি,

---

ভাবার্থ।

× হৃদয় সরোবরে ইত্যাদি — হে সখি ধনীর হৃদয় সরোবর রসে পরিপূর্ণ, পাছে ঐ রস বহির্গত হয় এই জন্যই যেন শতলহরী মুক্তাহার, শতস্তরের বান্ধ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

= সো তনু গুণ ইত্যাদি— হে সখি সেই ধনীর তনুর গুণ তোমাকে কি বলিব আভরণ বসনাদি যে দ্রব্যই সেই তনুকে স্পর্শ করে সেই দ্রব্যই মদনের পরিবার হইয়া দহন শীল ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়।

* দিন অসকালে— অপরাহ্ণে।

÷ আগোর— সৌগন্ধি কাষ্ঠ বিশেষ।

+ বাজ মৃদু কিঙ্কিনি— কিঙ্কিনি মৃদুস্বরে রব করিতেছে।

ভালেছি সিন্দুর বিন্দু। পরসাদ দাসে, সঙ্গে ধরি মাধব, দরশি বয়ন রস সিন্ধু ॥ ৮ । ৩৩১ ।

—:**:—

তথা রাগ।

অতমিত অরুণ, বেলি ধনি বাহির হসি হসি সখি সঞে বোল। দশ দিশ জোতই, কিরণ কলেবর, হার× কুসুম কুচ ডোল ॥ যনু কুচ শুভ ঘট থাপল সাজি। নীরদ বরণ চুচুক বর কান্তিম, রোপল পল্লব মাঁজি ॥ পঙ্কিত চন্দনে, অঙ্কিত কুচ যুগ, দধি মঙ্গল যনু সোয়। মদন= অনুগামিনি, ধনি কুল কামিনি, নিকসলি দগধিতে মোয় ॥ নিজ

ভাবার্থ।

× হার কুসুম ইত্যাদি— নাগর ধনীর কুসুম হার স্তন মণ্ডলে বিহার করা দর্শন করিয়া নিজ সখীর নিকট উক্তি করিতেছেন যে, সেই ধনী নিজ স্তন যুগল যেন যাত্রিক শুভ ঘট স্থাপন করিয়াছেন, ঐ ঘটের মালা উক্ত কুসুম মালা হইয়াছে, জলদ শ্যাম বর্ণ চুচুক অর্থাৎ কুচাগ্র ভাগ, মার্জ্জিত পল্লব রূপে রক্ষিত হইয়াছে এবং স্তন যুগল যে, চর্চ্চিত চন্দনে অঙ্কিত করা হইয়াছে তাহাই মাঙ্গলিক দধির রূপ ধারণ করিয়াছে।

= মদন অনুগামিনি ইত্যাদি— সেই ধনী এই শুভ যাত্রা করিয়া রাজ নন্দিনী বিধায়, মদনকে অগ্রে করিয়া আমার জীবন দগ্ধ করার উদ্দেশ্যে বহির্গতা হইলেন এবং নিজ উদ্দেশ্য সত্বরেই সাধিত হওয়াতে ধনী নিজ নিকেতনে প্রত্যাগমন করিলেন। হে সখি এক্ষণে আমার কলেবর যে দেখিতেছ ইহা জীবন শূন্য, প্রসাদ দাসই তাহার প্রমাণ আছে।

অভিলাষ, তুরিতি ধনি সাধলি, পালটি কয়লি পয়ান। জী-
বন শূন, কলেবর হেরসি, প্রসাদ দাস দৃঢ় জান॥ ৯। ৩৪০

—:******:—

যথা রাগ।

মরি* মরি নাশা, চন্দন কলিকা। বারিধি রস যনু, তাকর কণিকা॥ হাটক÷ টিপ যনু, টীপনি রূপ। কিয়ে পুন থাপল, মদনক যূপ॥ বিদলিত অঞ্জনে, ভূষিত নয়না। তাম্বুলে শোভিত অধরহুঁ ললনা॥ কাঞ্চন কিঙ্কিনি, মধুরিম+ কণনা। মুনিহিক মানস অনুখন রমণা॥ রূপকু সায়রে মঝু মন মগনা। অনুখন অন্তর করু গুণ যপনা॥ প্রসাদ দাস করু দুহুঁ গুণ গণনা॥ চণ্ডি দাস পদে নেয়ল শরণা॥ ১০। ৩৪১।

—*:*:*—

ধানশী।

পেখলুঁ অপরূপ, কবরিক রঙ্গ। মোতিম× মানিকে

ভাবার্থ।

* মরি মরি ইত্যাদি— নাশার চন্দন কলিকা অর্থাৎ তিলকের নিকট, রস সাগর ও কণিকার ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

÷ হাটক টিপ ইত্যাদি— গ্রন্থের টিপ্পনি যেমন, সেই গ্রন্থের ভাবার্থ প্রকাশ করে, তন্ন্যায় ধনীর ললাটস্থিত স্বর্ণ টিপ ভূষণ ধনীর রূপ লাবণ্যের ভাবার্থ প্রকাশ করিতেছে। অথবা ঐ টিপ ভূষণ মদন রঞ্জনের স্তম্ভ স্বরূপে স্থাপিত করা হইয়াছে।

+ মধুরিম কণনা— ললিত শব্দায়মান।

× মোতিম মানিকে ইত্যাদি— মণিমুক্তা জড়িত কেশ কবরী যেন চিত্র সর্প কুণ্ডলি করিয়া রহিয়াছে।

কবরি বেশ বনি, কুণ্ডলি চিতিয়া ভুজঙ্গ॥ কটি তটে কা-মিনি, কাঞ্চন কিঙ্কিনি, কতি বিধ মণি ময় সাজ। নয়ন কুটিল যনু বিহরত শায়ক, অতনু= তছুক পুন মাঝ॥ হস-ইতে চান্দ, কিরণ পরকাশল, দন্ত বিজুরি যনু খেল। অঙ্গু-লে(!) মরকত, অঙ্গুরি বিলশই, চম্পক বৃন্তক মেল॥ থোরি দরশি চিত আশ অপূরণ, মদন তুষানল জারি। প্রসাদ দাস ভণ, হের জনম ভরি, ক্ষণে নব নৌতুন নারি॥ ১১। ৩৪২।

-:*:-

তুড়ি

চরণ কমলে, যাবক রেখা, রতন জোড়ল সোহে। মাজার মেখলা, কত ঝলমলা, মুনি জন মন মোহে॥ সুন্দর কপালে, চন্দনের বিন্দু, বহিছে রসের সিন্ধু। চিবুকের কূপে, মৃগমদ শোভে, সুরভি কুসুম নিন্দু॥ করের কা-ঙ্কিনি, কতয়ে মোহিনি, কনক বলয় কোলে। কবরি উপ-রে, ফুলের মালা, দেখিয়া পরাণ দোলে॥ কাণেতে মকর, কুণ্ডল দুলিছে, মণি মকুতার রেখা। আকর্ণ লম্বিত, তার ঘোর ভুরু, মকর ভুজঙ্গে দেখা॥ গলার উপর, মোতির মালা, নাশা তিল ফুল রূপ। বদন তিলক, নথের নলক,

---

ভাবার্থ।

= অতনু তছুক পুন মাঝ— সেই ধনীর মাঝ অর্থাৎ কটিদেশ অতনু অর্থাৎ কামদেব স্বরূপ অথবা অতনু তনুহীন অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম।

(!) অঙ্গুলে মরকত ইত্যাদি— সেই ধনীর অঙ্গুলীতে যে মর-কত মণির অঙ্গুরীয়, তাহা যেন চম্পক পুষ্পের বৃন্তের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

মদন রসের কুপ ॥ বসন পিন্ধিতে, পাশ দেখিলুঁ, মদন অনল তথা। পরসাদ কহে, সখি না জানহ, কানুর জলন ব্যথা ॥ ১২। ৩৪৩।

—:*****:—

বালা ধানশী।

নীল বসন ছান্দা। কটিতট আঁখি বান্ধা। শারদ ঋতু, জলদ উদয়, ঝলকই যনু চান্দা ॥ সুন্দর নিতম্ব ছন্দ। ধরা সম অনুবন্ধ। বহিতে চরণ, কাতর সঘন, গমন মন্থর মন্দ ॥ সখি করু অবধান। অব না রহে পরাণ। কমল নয়নি, কুটিল চাহনি, খরতর ফুল বাণ ॥ পরসাদ দাস ভণ, শুন নন্দ নন্দন। যতহুঁ আকুলি, ততহুঁ বিকুলি, কভু না হইবে উন ॥ ১৩। ৩৪৪।

—::***::—

স্নানবতি দর্শনে যথা।

মায়ুর।

পুলক পুলক মুখ, চললি সু রঙ্গিনি, সখি মিলি যমুনা সিনানে। লোচন চপল, গতিহুঁ গজ মন্থর, নীল বসন পরিধানে ॥ কিয়ে কহু সখি গলে পাণি পসারি। অবহসি করু কত, রভস আলাপন, সহচরিগণ বর নারি ॥ কেলি* কদম্ব, বিপিন ঘন হেরত, করতহিঁ কুসুম নেহার। পুন পুনু তু-

ভাবার্থ।

* কেলি কদম্ব ইত্যাদি— ধনী কদম্ব বিপিন ও তাহার কুসুম দর্শন করিতেছেন।

লত,+ নিজহুঁ কুচ কাঞ্চনে, অনুখন পুলক বিহার ॥ পুলকিত বয়ন, নহকি কছু বেদন, বোলি বিহসি সখি মন্দ। দাস প্রসাদ, সঙ্গে চলি যায়ত গায়ত রস গুণ ছন্দ ॥ ১৪।৩৪৫

—::***::—

ভূপালি।

কালিন্দি কূলে, সলিল থোরি থোরি। ধিরি ধিরি বৈঠলি গরবিনি নারি ॥ উরু উরু যোরি, পসারলি পাদ। সখি সঞে কহত বিরল সম্বাদ ॥ হৃদি মণ্ডল তহিঁ, কয়লি উলাস। রতন মুকুর কয়ল পরকাশ ॥ মঝু মুখ হেরিতে ঝাঁপল গোরি। হৃদয়ক+ রঞ্জন নেয়লি চোরি ॥ হসি মুখ মোরলি সখি সঞে ভাষ। আশা বিরল তরল নৈরাশ ॥ প্রসাদ দাস কহ শুন বর নারি। ইঙ্গিত পাইলে জিয়য়ে মুরারি ॥ ১৫। ৩৪৬।

—:**:—

বালা ধানশী।

নহুয়া রমণি মণি, যমুনা সিনাইতে, মঝু মন পড়লহুঁ ফান্দে। আধ× আধ করি, উর পরিবেশলি, চিকুর মনোহর ছান্দে ॥ এ সখি শুন শুন ঐছন সাজ। দুহুঁ দিশি নীরদ

ভাবার্থ।

+ তুলত— ধনী তুলনা করিতেছেন।

+ হৃদয়ক রঞ্জন— নিজ সখীকে কানু কহিতেছেন আমার হৃদয়ের রঞ্জন।

× আধ আধ করি ইত্যাদি— ধনী মস্তকের কেশ গুচ্ছ সম] দ্বিভাগ করিয়া বক্ষের উভয় পার্শ্বে মনোহর ছন্দে লম্বিত করিয়াছেন।

পটল বিহারল, মুখ শশি বিলসই মাঝ ॥ ঘসিটিতে (১) কু-ন্তল কণন বলয় যনু, জলদ ললিত গরজাই। পাণিক কিরণ বিজুরি জুতি খেলল, মঝু দিঠি ঘন চমকাই ॥ অবিরল পু-লকে, ভাঁও ধুনি নাচই, মোর নটন নিল চোরি। পরসাদ দাস, বয়ন কানু হেরই, সজল নয়নে তনু ভোরি ॥ ১৬। ৩৪৭

—:*****:—

তথা রাগ।

উলসিত চপল, চরিত গতি নাগরি, যমুনা সলিল সোহনাই। কুটিল নয়নে খনে, মঝু মুখ হেরিয়ে, সখি মুখ লখি মুচকাই ॥ সরজ* উরজ কটি, আঁচরে বান্ধলি, সহচরি করে কর যোর। উঝালিতে সলিল, উঝালনি মঝুচিত অ-বিরল চপল বিভোর ॥ থারি রহলি যব পদ যুগ চাপি। হেম পুতলি যনু, নীরে ভাসায়ল, নীল বসনে তনু ঝাঁপি ॥ হেরিতে রমণি রভস রস চাতুরি, অনুখন মঝু মন ভোরি।

ভাবার্থ।

(১) ঘসিটিতে ইত্যাদি— উভয় হস্ত দ্বারা কেশ ঘর্ষণ কালে বলয়ের যে ধ্বনি হইতেছিল তাহা যেন মেঘের মধুর নাদ। আর সেই কালে ধনীর হস্ত কিরণ বিদ্যুদাভার ন্যায় আমার নয়ন চমকিত করিতে ছিল। অপিচ মেঘামদী ময়ূরের নৃত্যকে, ধনীর ভ্রূভঙ্গী, অপহরণ করিতেছিল।

*সরজ উরজ ইত্যাদি-- ধনী স্তন পদ্ম বেষ্টন পূর্ব্বক কটিদেশে অঞ্চল বন্ধন করিলেও সখী সহ মণ্ডলাকারে পরস্পর কর ধারণ করিয়া ক্রীড়ার নিমিত্ত জল আলোড়ন করিতে আমার চিত্ত আলোড়ন করিলেন। হে সখি! আমার সেই আন্দোলিত চিত্ত আর স্থির হইতেছে না।

প্রসাদ দাস ভণ, করত আয়োজন, ভুহুঁ মিলইতে বর গো-রি ॥ ১৭ । ৩৪৮ ।

—:******:—

সুহই।

নাহিতে+ পেখলু গো বর বালা। তথধরি মানসে মনমথ জালা ॥ আধহিঁ+ অধরে, মিলায়ল দশনা। লহু লহু হসইতে, কত করু রচনা ॥ দরশিতে মোহন আপনা না জান। দশন ধয়ল যনু মঝুক পরাণ ॥ হৃদয়× সরোবর, দু দিশি বিরাজ। চারু পয়োধর, যুগ যুবরাজ ॥ ভুজ যুগ পাশ, সরোবর আধ। বেপিয়া নেয়ল জাগল বাদ ॥ দুহুঁ দুহুঁ। ঠেলিয়ে করত বিলাস। তন্তু মৃনালক, নহ অবকাশ ॥ বিদ্যাপতি কবি পদ মরিযাদে। উরজ (!) 'আয়তন' কহ পরসাদে ॥ ১৮। ৩৪৯।

ভাবার্থ।

+ নাহিতে—স্নান করিতে।

+ আধহি ইত্যাদি—কানু কহিতেছেন ধনী অধরের অৰ্দ্ধ ভাগ দশনে ধরিয়া, ছলে মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন, আমি সেই শোভা দর্শন করিয়া আত্ম বিস্মৃত হইয়াছি হে সখি আমার এই বোধ হইতেছে যে ধনী দশন দ্বারা নিজ অধর ধরেন নাই আমার প্রাণকেই যেন ধরিয়া রাখিয়াছেন।

× হৃদয় সরোবর ইত্যাদি—ধনীর হৃদয় সরোবরের উভয় পার্শ্বে পয়োধর রূপ যুগল যুব রাজ একদা বিরাজ করিতেছেন এবং প্রত্যেকে ভুজ পার্শ্ব অবধি হৃদয় সরোবরের অৰ্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত স্বত্ব অধিকার ব্যাপ্ত করিয়া একে অন্যের সীমা লঙ্ঘন আশয়ে বিবাদারম্ভ করিলেন।

(!) উরজ আয়তন ইত্যাদি—প্রসাদ দাস কহিতেছে ইহা দ্বারা স্তনের আয়তন বর্ণিত হইল।

সুহিনী।

যমুনা* শুতলি, বর গোরি। ভাসই পুতলি, বি-জোরি॥ কো÷ কহু বয়ন, উপাম। বারিধি মন্থনে, উঠি হিমধাম॥ নিজ+ তনু তরি অভিমান। ক্ষেপই কর যুগ লেত উজান॥ দুহুঁ দিশি চিকুর, বিলাস। ভুজগহি খেলত, তরণিক পাশ॥ তরণি বোঝ পরচূর। কনক যুগল ঘট রস পরিপূর॥ অনুখন× মানস ধাব। মঝু হৃদি সরসি কবহুঁ তরি আব॥ মদন রহব, কাণ্ডার। মঝু করে সোঁপব, রস ভাণ্ডার॥ মলয় বহনে ডরি ভোর। মঝু গলে বান্ধব ভুজ যুগ

ভাবার্থ।

* যমুনা শুতলি ইত্যাদি— সেই ধনী যমুনা জলের উপরে উত্তান ভাবে অর্থাৎ চীৎ হইয়া শয়ন করিলেন।

÷ কো কহু ইত্যাদি— ঐরূপ জলের উপর শয়ন কালে ধনীর মুখের উপমা আমি কি বর্ণনা করিব, বারিধি মন্থনে চন্দ্র উত্থিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

+ নিজ তনু ইত্যাদি— সেই ধনী ঐরূপ শয়ন করিয়া নিজ তনুকে তরি কল্পনা করিয়া নিজ করক্ষেপন দ্বারা স্রোত বৈপরীত্যে যাইতে লাগিলেন, আর তনু তরীর উভয় পার্শ্বে ভুজঙ্গের ন্যায় কেশ গুচ্ছ খেলা করিতে লাগিল। ঐ তরি রস পূর্ণ স্তন রূপ কনক ঘট যুগলে প্রচুর বোঝাই হইয়াছে।

× অনুখন ইত্যাদি— হে সখি ঐ তরী কখন যে, আমার হৃদয় সরোবরে আসিবে তাহাই সতত ভাবিতেছি। কবে মদন স্বয়ং কাণ্ডারি হইয়া ঐ তরী আনয়ন করত তরীস্থ রস ভাণ্ডার আমার হস্তে সমর্পণ করিবে। এবং কখনই বা মলয় পবন সঞ্চালনে ভীত হইয়া ঐ কাণ্ডারী তনু তরীর ভুজপাশ আমার গলদেশে বন্ধন করিবে।

ভোর ॥ পরসাদ(!) কহ তরি কন্যা। মিলব বহব যব রাগহুঁ বন্যা ॥ ১৯ ॥ ৩৩০।

——*****——

তুড়ি।

ভুবন তিমির, নাশয়ে সঘনে, কিরণ গগন শশি। ধনি মুখ বিধু, সলিল মাঝারে, আলোক করল মসি ॥ পাণি চরণ, উরজ নয়ন, পরশি সলিল পাশে। ফুল উতপল, ইন্দ্রিবর দল, জলের উপরে ভাসে॥ সখি কিয়ে বা কহব আর। মধু লোভি অলি, করে হুলাহুলি, ভরম না ঘুচে তার॥ কাণের কুণ্ডল, করে ঝলমল, মকর সলিল কোরে। কিবা আচম্বিতে, দেখিতে দেখিতে, তটে যে গিলিল মোরে ॥ যে হতে দেখিলুঁ, সব পাশরিলু, ভাবিতে গুণিতে মরি। পরসাদ ভণে, নহ উচাটনে, পিরিতি রতন তরি ॥ ২০।৩৩১

—:*****:—

শ্রীরাগ।

নাহি(=) উঠলি বর গোরি। হেরিতে মোরি, প্রাণ গেয়ো চোরি ॥ চিকুরে* বহয়ে জল ধার। দেয়ত যমুনাক,

ভাবার্থ।

(!) পরসাদ ইত্যাদি— দাস কহিতেছে হে কানু, তোমার অনুরাগ বন্যা বৃদ্ধি হইয়া হৃৎ সরোবর প্লাবিত হইলে ঐ কন্যা রূপা তরী তথায় আসিয়া লাগিবে।

(=) নাহি উঠলি— স্নান করিয়া উঠিলেন।

* চিকুরে বহয়ে ইত্যাদি—ধনীর কেশাগ্র হইতে জল ধারা যে পতিত হইতে ছিল তাহাতে এই বোধ হইতে লাগিল যেন ধনী স্নানাবগাহনে যমুনা প্রতি প্রীতিলাভ করিয়া মুক্তাহার অর্পণ করিতেছেন।

মোতিম হার॥ ভিতল বসন তনু লাগি। অতনুক পুতলি উঠলি যনু জাগি॥ তিতল + পয়োধর রামা। কনক কদমে কেশর অনুপমা॥ ভীগল + সিন্দুর সিথা। মেহ। উদিত অরুণ যনু সন্ধ্যা॥ মোছিতে × হৃদয় উদাস। মন্দির রসক দ্বার পরকাশ॥ পরসাদ (!) কহ রস ঠাট। ঝাঁপিতে মাধব পুলকে কবাট॥ ২১। ৩৫২।

—:*****:—

গান্ধার।

নাহি উঠলি তব, কামিনি তীর। মোতিম হার নিঃসাড়িতে চীর॥ নীরে নিমজ্জল লোচন রাতা। "সিন্দুরে মণ্ডিত, নীল পঙ্কজ পাতা"॥ তেজল* সলিল, সরজ কুচ

ভাবার্থ।

+ তিতল পয়োধর ইত্যাদি— ধনীর স্তন যুগল অভিষিক্ত হইয়া যে রোমাঞ্চিত হইয়াছিল তাহা কেশর যুক্ত কনক কদম্ব কুসুমের ন্যায় অনুভূত হইতেছিল।

+ ভীগল সিন্দুর ইত্যাদি— কেশ সীমন্তগত আর্দ্র সিন্দুর, মেঘ যুক্ত অরুণ সন্ধ্যার ন্যায়।

× মোছিতে ইত্যাদি— ধনী গাত্র মার্জ্জন কালে হৃদয় অনাবৃত করাতে রস মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল।

(!) পরসাদ ইত্যাদি— দাস কহিতেছে যে, ধনী হৃদয় কুঞ্চনান্তে আবরণ করাতে মাধবের পুলকের কবাট রুদ্ধ হইল।

* তেজল সলিল ইত্যাদি— ধনী নিজ কুচকে কমল বিবেচনায় তাহা জল ভ্রষ্ট হওয়াতে পাছে শুষ্ক হয় এই আশঙ্কা করিয়া আর্দ্র বসনে ত্বরায় আবরণ করিয়া রাখিলেন।

শঙ্কা । ঝাঁপলি তিতল বসনে, ধনি বঙ্কা ॥ পিছু+ দিশি হালি, নিঙ্গাড়ই কেশ । কুচ যুগ মেরুক চূড়ক বেশ ॥ ঢালিতে অঙ্গ, পসারলি জঙ্ঘা । সিন্ধু সুধারস, দেব অলঙ্ঘা ॥ অধহিঁ+ বয়ান, পয়োধর জাগ । শশধর অস্তমিত, পঙ্কজ রাগ ॥ হেরত পামর, পরসাদ চাহ । মাধব মরম সিন্ধু অবগাহ ॥ ২২ । ৩৫৩ ।

—::***::

তথা রাগ ।

মোছিতে× মুখ, অনুরাগ । চান্দ হরিণি যনু, যায়ল ভাগ ॥ মোছল কুচ কর ভাঁজি । কাঞ্চন কুম্ভ ধয়ল যনু মাঁজি ॥ রমণি+ অধরে অনুরাগি । প্রাত সময়ে কিয়ে, অরুণহি জাগি ॥ মোছল বাহুক নীর । বিজুরি লতা যনু লোচন= গীড় ॥ চরণহু উতপল রাতা । কতি সঞে রূপ

ভাবার্থ ।

+ পিছু দিশি হালি ইত্যাদি— ধনী দণ্ডায়মান হইয়া চিৎভাবে অঙ্গ যষ্টি পশ্চাৎ দিকে হেলাইয়া কেশ জল যখন ঝাড়িতে লাগিলেন তখন স্তন যুগল সুমেরু চূড়ার বেশ ধারণ করিল ।

+ অধহিঁ বয়ান ইত্যাদি— ঐরূপে কেশ ঝাড়া কালে বদন পশ্চাৎ দিকে নত ও স্তন যুগ বক্ষস্থলে উন্নত হওয়াতে যেন শশধর অস্তমিত ও কমল, রুচি বিশিষ্ট হইয়াছিল ।

× মোছিতে মুখ ইত্যাদি · অনুরাগের সহিত ধনী, মুখ মুঞ্জন করিলে চন্দ্র যেন কলঙ্ক শূন্য হইল ।

+ রমণি অধরে ইত্যাদি— অনুরাগের সহিত ধনী, অধর মুঞ্জন করিলে, প্রাতঃকালে যেন অরুণ জাগরিত হইল ।

= লোচন গীড় - চক্ষু গরিয়া দেওয়া ।

মিলায়ল ধাতা॥ পরসাদ, কহ তুহুঁ তৈছে। নহত তুয়া হৃদি বিলসব কৈছে॥ ২৩। ৩৫৪।

—::***::—

তিবোতা।

হসিত বদনে, সহচরি সঙ্গে, নাহিয়া রমণি যায়। ভ্রুযুগ কামানে, নয়ন পাতিয়া, আমা পানে ঘন চায়॥ নিতম্ব তটিতে চিকুর দুলিছে, দেখিয়া পাগল পারা। মল্লিকা মালতি, রোপল তেমতি, আন্ধারে ঝলকে তারা॥ তপত ধরণি, মরাল গমনি, কমল চরণ তায়। হেরি মোর চিত, হয়ে আকুলিত, পদ তলে বিছি* যায়॥ বয়নে ছরম, ঘরম দেখিয়া বীজয়ে† পরাণ মোর। মুখ দরশিতে, যবে না পাইনু, তিমিরে নয়ন ঘোর॥ সুধাময় তনু, নয়নে দেখিনু, কহিবার সে যে নয়। পুন না দেখিলে, পরাণ সংশয়, পরসাদ দাস কয়॥ ২৪। ৩৫৫।

—:*****:—

তপা রাগ।

যাইতে হৃদয়ে, কেশের গোছা, পবন বহনে দুলে। ঈষত হাসিয়া, মো পানে চাহিয়া, শোভিত করয়ে ফুলে॥ তপন আতপে, মরকত সম, চমকে চিকুর রাশি। মন্থর

ভাবার্থ।

* বিছি— বিস্তৃত হইয়া।

† বিজয়ে পরাণ মোর— আমার প্রাণ বায়ু ধনীকে ব্যজন করিতে লাগিল।

গমনে, চরণ তোড়ল, পরাণ সমান বাসি॥ কমল নয়নে, কুটিল চাহনি, মদন রসের ফান্দ। শোষণ বিশিখে, হৃদয় শোষল, চরণে যাবক ছান্দ॥ সখি, না পারি বুঝিতে ছলা। বদন মোরিয়ে, করহু খসায়ে, দেখালে উরজ কলা॥ আমা-মুখ হেরি, হৃদি নীল সাড়ি, পসারি আগুলি ঘন। হে পহুঁ তব, মানস সফল, পরসাদ দাস ভণ॥ ২৫। ৩৫৬।

---*:*:*---

শ্রীশ্যামসুন্দরের অভুৎকণ্ঠা।

কেদার।

হা হা কব সখি, শুভ পরভাতব, গোচরে বিলসব সোয়। চরণ কমল যুগে, করহুঁ পসারিতে পরশ না দেয়ব মোয়॥ কাকুতি করইতে, বচন না বোলব, অঞ্চল পরশে তরাসা। সাধ পরাভবে, কব কর যোরব, গলহুঁ লগনি কৃত বাসা॥ কব মুবে মেলব ঐছন সেবা। দরশিতে মৃদু হসি বয়ন ফিরায়ব, ইহ কি মিলায়ব দেবা॥ মঝু মুখ নিরখিতে, লাজে লাজায়ব, চকিত মরম অবলম্ব। পরসাদ দাস ভণ, শুন পহুঁ মাধব, সহচরি গমন বিলম্ব॥ ২৬। ৩৫৭।

—:**:—

শ্রীকৃষ্ণের নিজ সখির উক্তি।

গান্ধার।

৬ শুন শুন এ বর নাগর কান। সো ধনি গুরু জন পু-তলি নয়ান॥ না করু সো সব লোচন দূর। মাধব কৈছে মনোরথ পূর॥ যৌবন গরবিনি মুখ শশি মালা। রাজ সু-নন্দিনি, কুলবতি বালা॥ না অব পুরুখ, পরশ রস সঙ্গ।

শুনি ধনি রোখব ইহ পরসঙ্গ॥ কৈছনে দেই, অনল মাহা হাত। সাধসে অনুখন কাঁপই গাত॥ না বুঝি মাধব কিয়ে তুহুঁ বোল। পৈঠব কো জন ভুজগ কবোল॥ প্রসাদ দাস কহ, সখি মুখ চাই। জানলুঁ আদর, অবহুঁ বাঢ়াই॥২৭।৩৫৮

—:******:—

তথা রাগ।

অরুণ কিরুণ কিয়ে অঙ্গন দেশ। না রহু রমণিক, পরিচয় লেশ॥ একহি অনুভব, আছয়ে মোর। সো যদি সফল, মনোরথ তোর॥ মাধবি ললিত লতাবলি কুঞ্জ। তাঁহা বিহরি, বিপিন সুখ ভঞ্জ॥ যায়ব অব বর সুন্দরি পাশ। যতন বিধানব অনুমত আশ॥ পহুঁ কহ কি কহব না মিলি ওর। তুয়া করে সোঁপলু জীবন মোর॥ বোলবি + বচন সুধা রস সাঁচি। ইহ জীবন যনু রহে পুন বাঁচি॥ সখি কর ধরি কত, রোয়ত কান। দেখলি যৈছন, অথির পরাণ॥ প্রসাদ দাস ভণ না রহু ভোরি। দোতি মিলায়ব, মোহিনি গোরি॥ ২৮। ৩৫৯।

—:******:—

শ্রীকৃষ্ণস্য উক্তি।

পঠ মঞ্জরী।

অঙ্কুশ × সখিনি পঙ্কু মঝু আশ। রস তরু ফল সম,

ভাবার্থ।

+ বোলবি বচন ইত্যাদি— কানু কহিতেছেন হে সখি! ধনীর নিকটে তুমি এমত সুধারসাভিষিক্ত বাক্য কহিবা যেন তাহা আমার জীবন ধারণ হওয়ার অনুকূল হয়।

× অঙ্কুশ ইত্যাদি— হে সখি! আমার প্রত্যাশা পঙ্গু প্রায়,

প্রেম মিলায়ই, বিরহ কলুষ করু নাশ ॥ অভিনব+ ফলক, বৃন্ত নহ কোমল, বৈরিণি গুরু জন সাথ। তুহুঁ বর চতুরিণি, ভেটবি সমঝিয়ে, কিয়ে বোলব পুন ভাখ॥ তুয়া সঞে দগধ চপল চিত যায়ত শূন রহল মঝু দেহ। বিরহ= অনল পুন, পরশ না পায়ব, অনুখন সঙরবি সেহ॥ শুনি পরসাদ দাস বহু ব্যাকুল, অবিরল বিগলিত লোর। হা হা প্রেম বিন্দু নাহি পায়ল, যো বিনু জগ পতি ভোর॥ ২৯। ৩৬০।

—::***::—

তথারাগ।

দারুণ* বিরহ, গহন গুরু কানন, মানস বিহরই

ভাবার্থ।

তোমরা অঙ্কুশ অর্থাৎ আঁকুশী স্বরূপে, ধনীর অনুরাগ রস রূপ তরুবরের প্রেমরূপ ফল মিলাইয়া বিরহ দুঃখ দূর কর।

+ অভিনব ফলক ইত্যাদি –হে সখি! একেত অভিনবত্ব জন্য ঐ ফলের চিত্ত রূপ বৃন্ত অতি কঠিন, তাহাতে আবার গুরুজন রূপ শাখা এরূপ বেষ্টিত হইয়া শত্রুতা করে যে, ফল লাভ হওয়াই সুকঠিন।

= বিরহ অনল ইত্যাদি – হে সখি! বিরহানল আর আমায় স্পর্শ করিতে না হয় তাহা স্মরণ করিও।

* দারুণ বিরহ ইত্যাদি— হে সখি! দারুণ বিরহ রূপ গুরুতর গহন কাননে আমার মন বিচরণ করিতেছে ঐ কাননে পদে পদে যে, মদন কণ্টক ব্যাপ্ত রহিয়াছে তাহা সততই আমার ব্যাকুলতার হেতু। ঐ কাননের নানারূপ কুটিল পথ বিধায় তাহা হইতে বহির্গত হওয়ার উপায় রহিত বিশেষতঃ লালসোদ্বেগাদি রূপ ভীষণ পশুগণের যে গতি হইতেছে তাহাতে নানা প্রকার ভয় জাগরুক হইতেছে। আবার আশারূপ লতা সমূহ বেষ্টন করিয়া ধরাতে আমার বহির্গমনের প্রতিবন্ধকতা জন্মিতেছে।

মোর। পদে পদে মনমথ কণ্টক বেপিত, অনুখন আকুল ভোর॥ তহিঁ পুন কতি বিধ পন্থহি বঙ্কা। বিরহ নিদান, পশব গতি ভীষণ, জাগত কতহু আতঙ্কা॥ আশা বলিত লতাবলি বেঢ়ল, নিকশিতে রোখই মোয়। বেদন নিশি দিন, মঝু তনু জারত পুন অব কিয়ে কহুঁ তোয়॥ রাইক মন্দিরে সজনি সমাগমি পাতি জটিল রসজাল। পরসাদ দাস, শ্রবণ যুগ থারই, শুনইতে বচন রসাল॥ ৩০। ৩৬১।

—:*****:—

শ্রীরাধা প্রতি শ্রীকৃষ্ণের দূতি উক্তি।

—:*****:—

বড়ারি :

এ ধনি পেখিতে আয়লুঁ পাশ। নিরখিতে বয়নু উপজি রস ভাষ॥ যৌবন পায়লি জাগল রঙ্গ। অঞ্চল ধরু কুচ, লোচন ভঙ্গ॥ মৃদু হসি আধ উদাশশি দশনা। লাজ আগোরল চন্দ্রিম বয়না॥ কব † সঞে মেলল, যৌবন বেলি। কালিহি শৈশব, আজুহি কেলি॥ হেরি + না হেরসি, মোহন ঠাট। লোচন অঞ্চলে খঞ্জন নাট॥ সুন্দরি × মদন,

ভাবার্থ।

† কব সঞে মেলল ইত্যাদি— নাগরের দূতী কহিতেছেন হে ধনি কোন্ দিন হইতে তোমার যৌবন বেলা উপস্থিত হইয়াছে!

+ হেরি না হেরসি ইত্যাদি— হে ধনি তুমি আমাকে দেখিয়াও দেখিতেছ না এই মোহন ঠাট করিতেছ।

× সুন্দরি ইত্যাদি— হে সুন্দরি তুমি কি মদন সাগরে অবগাহন করত মনে মনে রসিক বর নাগর প্রার্থনা করিতেছ।

উদধি অবগাহ। মাঁগত হৃদয় রসিক বর নাহ॥ শুনি অবহা-
সই সখিগণ রাই। প্রসাদ দাস হসি বয়ন ফিরাই॥৩১। ৩৬২

—*****—

তথা রাগ।

কাহে+ বনায়সি মোরসি মুখ্ রে। ইহ সব বচন
কি, দেয়ত দুখ্ রে॥ কো সঞে গোপসি, আপন মরমা।
অলখিতে সমঝিয়ে, মনসিজ ধরমা॥ সরস বচন যব শ্রব-
ণক কোর। মনমথ দেত, তরুণি মুখ মোর॥ কুচ যুগ রতন
চোরায়ব জানি। করেছে ধরসি বুঝি মুহু মুহু পানি॥ বিধু
মুখ ঝাঁপসি কোন্ তরাস। মন্দিরে রাহু কি করব গরাস॥
পিন্ধসি (=) দৃঢ় করি, পট কটি ছান্দি॥ দশল মদন ফণি
গরল হিঁ বান্ধি॥ শুনি (!) মুখ গোই, বিহসি বর রামা।
পরসাদ কীর্ত্তয়ে সখি গুণ গামা॥ ৩২। ৩৬৩।

ভাবার্থ।

কাহে বনায়সি ইত্যাদি—হে ধনি তুমি কেন ভঙ্গী করিয়া
মুখ ফিরাইতেছ, আমার এসকল কথা কি তোমাকে দুঃখ দিতেছে?
তুমি কাহার নিকট নিজ মর্ম্ম গোপন করিতেছ, আমরা মদন ধর্ম্ম
অলক্ষিত রূপে অর্থাৎ তদ্ধর্ম্মী না বুঝিতেই অগ্রে বুঝিয়া থাকি। বি
শেষতঃ সরস বচন শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিবা মাত্র, মদন যুবতীগণের
মুখ মোরিয়া দেয়।

(=) পিন্ধসি দৃঢ় ইত্যাদি—হে ধনি তুমি কটি দেশে বস্ত্র
দৃঢ় বন্ধন করিতেছ, বোধ করি মদন ফণী তোমাকে দংশন করিয়াছে
তাহাতে তুমি সেই দংশন চালিত বিষ বন্ধন করিয়াছ।

(!) শুনি মুখ গোই ইত্যাদি—সখীর কৌতুক বাক্য শ্রবণে
ধনী মুখ গোপন করিয়া মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন।

শ্রীরাগ।

পূরব* পূরব সময়ে নেহারলুঁ গোচরে আয়লি ধাব। অব তুহুঁ বিনিমুখে বিহসি বিলাসসি, বেরি না পুন পালটাব॥ তব তুহুঁ সরল নয়নে মুঝে হেরলি কুটিল তুলহ অব ভেই। হৃদয়ক বসন উতারি বিহারলি অব কছু দেখি না দেই॥ হাম কি চোরিণি বালে। দরশিতে বিধু মুখ, সকল চোরায়ব, ঐছে কি জানলি ভালে॥ অনুগত সজনি, জানি বর সুন্দরি, অকপট÷ রস কত কেল। কহ পরসাদ, দাস অবহাসিয়ে, সোসব দিন বহি গেল॥ ৩৩। ৩৬৪।

—:***:***—

শ্রীরাধার সখি ও শ্রীকৃষ্ণের দূতির পরস্পর উক্তি।

সুহই।

নাগরি+ সজনি, কহত মৃদু হাসত শুন শুন সহচরি

ভাবার্থ।

* পূরব পূরব ইত্যাদি— হে ধনি পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেখিয়াছি আমাদিগকে দেখিবা মাত্র ধাবমানা হইয়া সম্মুখে আসিয়াছ এখন দেখি সেই তুমি মুখ ফিরাইয়া হাস্য ও বিলাস করিতেছ একবার ফিরিয়াও দেখিতেছ না। পূর্ব্বে যে সরল নয়নে আমাদিগকে দেখিয়াছ এখন সেই নয়ন কুটিল হইয়াছে। পূর্ব্বে বক্ষের বসন তুলিয়া বিহার করিয়াছ এখন সেই বক্ষস্থল কিছুই দেখিতে দেও না।

÷ অকপট রস কত কেল— অকপট চিত্তে কত রস করিয়াছ।

+ নাগরি সজনি ইত্যাদি— ধনীর সখী মৃদু হাস্য করতঃ কানুর সখীকে কহিতেছেন যে হে কানুর সখি তোমার মুখের বাক্য রচনা যেরূপ বঙ্কিম তাহাতে ধনীকে সহজেই অন্যরূপ হইতে হয়। সখী তোমাকে আরও বলিতেছি, যৌবন সময়ে আপন জন পর ও পরজন আপন হইয়া থাকে।

কান। বয়নক বচন রচন বহু বঙ্কিম, সহজেই সুন্দরি জান॥ শুন পুন সহচরি বোলব তোয়। পর জন আপন, আপন পর জন, যৌবন সময়েহি হোয়॥ কানুক× সজনি, কহত ধনি দারুণ, সেহ বচন অগেয়ান। পরজন ব্রজপতি নন্দন আকুল বেরি না করুণা নয়ান॥ সখি পদ পঙ্কজে প্রসাদ দাস ভণ, তুহু বড়ি কথকি সুজান্। মানস কহিতে, উচিত খন পায়লি, ধনি ধনি বচন বাখান্॥ ৩৪। ৩৬৫।

—:*****.—

অথ সখি উক্তি দশ দশা।

—:****:—

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রস্য

গৌরী।

কুসুম কদম্ব, লুবধি ঘন হেরত গৌর প্রেম রস কন্দ। ঘন ঘন, চপল বেয়াকুল, অন্তর অনুখন রহতহিঁ ধন্দ॥ নির-জনে নয়ন, লোর ঝুরি যায়ত, প্রেম অনল হৃদি জাত। মরমক বেদনে, উহু উহু বোলত, জাগরে নিশি পরভাত॥ অপ-রূপ পেখলু, ভাব বিভঙ্গ। কনক কলেবর, পিরিতি মহো-দধি, লহরত রাধা রঙ্গ॥ পতিত অধম জন তারণ কারণ, প্রকটল সচিক কুমার। শ্রীগুরুপরসাদ গুপত দীনবর, গাওয়ে করুণ অবতার॥ ৩৫। ৩৬৬।

ভাবার্থ।

× কানুক সজনি ইত্যাদি— কানুর সখী ধনীর সখীকে কহিয়েছেন, হে সখি কঠিনা ধনীত তাহাতে অজ্ঞান নচেৎ পর জন যে, ব্রজপতি নন্দন তাহাকে একবার সকরুণ দর্শনও করে না।

অথ লালসা।

কামোদ।

এ ধনি কব তুহুঁ, বারি ভরণ ছলে, হেরলি নটবর কান। তবধরি রসিক চতুর বর মাধব, রাধা রগ করু গান॥ আকুলে অনুখন ঝর ঝর রোয়। রাধানামে নিশসি দিগ হেরত, ঘন ঘন মাধব ফোয়॥ মনমথ অতল, উদধি অবগায়ল, জাগত আশ নিরাশ। জাগিতে আশ, পুলক মতি নাগর, রোয়ত নুরহিঁ নিরাশ॥ কানুক চিত অনুরাগ বচন ধনি, কহইতে না জানি এক। দাস প্রসাদ সজল যুগ লোচনে, সুন্দরি মুখ মুহু দেখ॥ ৩৬। ৩৬৭।

—:*****:—

অথ উদ্বেগ।

—*:*:*—

ভিরোঠা।

যে পথে দেখিল, এ বিধু বদন, সে পথ তাহার কাল্। বিরলে বসিয়া, একলি হেরিয়ে, বিন্ধয়ে বিশিখ জাল্॥ কোই কোই বলি, কান্দিয়া বিকুলি, সঘনে ঝুরয়ে লোর। নাসাতে সঘনে, দীঘল শ্বাস, আশা না তেজয়ে তোর॥ ধনি, শুন লো আমার ভাষ। কয়লি বিহারি, পথের দু ধারি, পাতলি মদন ফাঁস॥ তোমার যৌবন, আদর, লাগিয়া, বধিলি রসিক কান। বেয়াজ বাঢ়াতে, পুঁজির নাশ, পরসাদ দাস ভাণ॥ ৩৭। ৩৬৮।

—:***::—

অথ জাগরণ।

মল্লার।

মুঁদইতে লোচন, যব চিত সাধ। দারুণ মনমথ, করই বিবাদ॥ অভিনব শীতল, কুসুমিত সেজ। অলখিতে মনসিজ, শর পরিতেজ॥ ধরণি শয়নে ধনি যব চিত জাগি। তাঁহি মদন পুন, বরিখত আগি॥ ধনি ধনি রঙ্গিনি কুহুক বিলাস। নিশি দিন নাগর, মরম উদাস॥ মুরলি বয়ানে, জপই গুণ গাম। অনুপম আদর তুয়া বর নাম॥ অচপল ধৈরজ, মাতল বালে। জানত পরসাদ, দাসহিঁ ভালে॥৩৮। ৩৬৯।

—:※※:—

অথ তানব।

তথা রাগ।

চলইতে পদ যুগ থরহরি কাঁপ। অনুখন সখি সঙ্গে, বিরহ বিলাপ॥ কহইতে কহ পুন, আধহি বাণি। নাহি পসারয়ে, নিমিখ নয়ানি॥ কেবল নিশি দিন, বহ ঘন লোর। রাধা কহইতে আকুল ভোর॥ যমুনা সিনাইতে, দেখল তোয়। তবধরি যমু যমু, কহি কহি রোয়॥ এ ধনি পদুমিনি হৃদয়পাখান। বেরি না হেরসি, কানু নিদান॥ প্রসাদ দাস ভণ, শুন বর রাই। ঐছে নিদারুণ, তুহুঁ না যুয়াই॥ ৩৯। ৩৭০।

—:※:—

অথ জড়িমা।

সুহিনী।

নব জলধর বর কান। শরদ পুনিম শশি তছুক ব-

য়ান॥ রাতা উতপল পাণি। সিন্দুরে মণ্ডিত, নীল নয়ানি॥ কি কহব বিরহ নিদান। জাগল মনমথ, তনু মৈলান॥ বসন না পিন্ধয়ে ছান্দে। মানস পড়ল, তুয়া মুখ ফান্দে॥ হৃদয়ে তুয়া অভিলাস। বঞ্চিত চারু অধরে অবহাস॥ নাহি মনো-রথ ছুট। পিয়ব সুধা কি, পিবই কাল কূট॥ পরসাদ দাস হিঁ ভাণ। সাধ কি জাগল বধইতে কান॥ ৪০। ৩৭১।

—:*****:—

অথ বিয়োগ।

—:**: –

তথা রাগ।

মলয়* পবন বহ ভাল। পৈঠত হরি তনু যনু শর জাল॥ সুরভি বিকচ ফুল ধায়। উহ শরে সুন্দরি, গরল মিলায়॥ চান্দ কিরণে তনু ভোর। অনুখন জারত সলিল হিলোর॥ দগধই পঙ্কজ নামা। জলদ গরজ ঘন, উপজই কামা॥ সলিল কণাতনু লাগি। মনমথ পাপ, দহন মনে জাগি॥ ঝার ঝার করু তরু মালা। শুনইতে বাঢ়য়ে, দ্বিগুণহি জালা॥ কতহুঁ তুয়া অনুরাগ। শুনি পরসাদ, দূর রহু ভাগ॥ ৪১। ৩৭২।

ভাবার্থ।

* মলয় পবন ইত্যাদি— কানুর সখী কহিতেছেন হে ধনী উত্তম রূপে যে, মলয় পবন বহে তাহা কানুর হৃদয়ে মদনের শর জালবৎ প্রবেশ করে, আবার ঐ পবন, বিকশীত কুসুমামোদে সুর-ভিত হওয়াতে যেন সেই প্রবিষ্ট শর সকল বিষাক্ত হইয়া যাইতেছে।

অথ ব্যাধি।

গান্ধার।

অনুখন নাগর করত সমাধি। বরণহি পাণ্ডুর, জাগি বেয়াধি॥ তিবিত চকোর, রসিক বর কান। মানস আকুল ঝুরত নয়ান॥ তাপিত সো তনু বিরহ নিদানে। মনমথ বেদন হৃদয় বিমানে॥ শেজ বিহারত, গোরত পাশ। সখিগণ দেয়ত, তহিঁ আশয়াস॥ আশা পাপ কতহুঁ দুখ দেল। এ তনু পরশ, দুলহ তহুঁ ভেল॥ বেদনে যামিনি জাগিয়ে ভোর। ধনি পদ পঙ্কজ প্রসাদ আগোর॥ ৪২। ৩৭৩।

:**:

অথ উন্মাদ।

সুহিনী।

কৈছন সো তনু দাহ। অনুখন ধাবই সো বর নাহ॥ দূরহি হৃদয়, বিবেক। আনহি কহ ঘন, কহইতে এক॥ হসিতে ছটা পড়ি যাওয়ে। শেষ নহত পুন রোই রোলাওয়ে॥ বেদনে নিশি দিন যাপ। এ ধনি মাধব, কয়ল কি পাপ॥ সহইতে কো ইহ পার। হেরি বেয়াকুল সখি পরিবার॥ অনুখন চমকই অঙ্গ। দশ দিশ হেরই আকুল ভঙ্গ॥ শুনি কহ পরসাদ দাস। ইহ কিয়ে সুন্দরি রস পরিহাস॥ ৪৩। ৩৭৪।

—:****:—

অথ মোহ।

তুড়ি

শুন শুন ধনি রাধে। ভূতল পড়ি, কান্দি বিকলি অ-

মিয়া পরশ সাধে ॥ গিরি ধরাবপু, ভেল অধর, বিরল বিরল শ্বাস। কাঁপি সঘন, মুদিত নয়ন, মুরছি হরত ভাষ ॥ আলি বিকলে, শ্রবণ কুহরে, ফুকরি তোঁহারি নামা। মোহিত তনু, মিলি চেতন, অদভূত অনুপামা ॥ রস সাগর, বর নাগর, মনমথ মথ ধামা। গোপিনি কুল, বল্লভ হরি, ঘাতিত অবকামা ॥ মাধব্র বধি, কিয়ে সাধবি, কহু সো রস গামা। ভণ পরসাদ, না ইহ সহ, তুরি মিল বর রামা ॥ ৪৪। ৩৭৫।

—:*****:—

অথ দশমি দশা।

যথা রাগ।

এ ধনি শুন শুন দশমি নিদান। কহইতে কাঁপই সঘনে পরাণ ॥ জীবন নাশ, লাগি বর নাহ। এ মুখ হেরল, সো জন চাহ ॥ সাধি সমাধি, হিয়ে অনুমান। চেতন নারহুঁ চিত অগেয়ান ॥ শিরে কর হানি সজনি গণ ধাই। ঘন ঘন কাণে, তুয়া গুণ গাই ॥ কেবল কবহু নয়নে পড়ু ধার। আশা ধরি ধনি ইহ উপকার ॥ কহইতে দিঠি জলে, ভাসল গাতি। পরসাদ দাস, কুটত নিজ ছাতি ॥ ৪৫। ৩৭৬।

—::****::—

অভিসার।

কামোদ।

কানুক পরশ ইছুই বর নাগরি, তনু মন অনুখন ভোরি। হৃদয় সরজে, মধু পিরিতি বেয়াপিত, নিশি দিন

লুবধ চকোরি॥ দূতি কহল পুন কানু নিদেশ। নীর বিদলিত, ঠামে জল ঢারল, পঙ্কক রঙ্গ বিশেষ॥ আকুল তরল, নয়নে মুখ হেরিতে, সখিগণ অনুমতি দেল। সিন্দুর বিন্দু ভালে বনি দেয়ল সাজি সজনি সঞে গেল॥ কত শত সংশয়ে কুঞ্জে মিললি ধনি, দোতি দেলি সম্বাদ। পুলকিত কানু, আগুসরি নেয়ল, কহতহিঁ দাস প্রসাদ॥ ৪৬। ৩৭৭

-:*****:-

সখি সমর্পণ।

তথা রাগ।

কোরক কমল, কুসুম অব গোপলু, শুন শুন নাগর কান। যতনেহি কর তুহুঁ, পরশি বিকাশবি, করবি তুলহ মধু পান॥ তুহুঁ বর রতি মত্ত কুঞ্জর নাগর, এ অব মুগধিনি নারি। সমবাই করবি রভস রস চাতুরি সুন্দরি রতিক বিথারি॥ পুরুখ পরশ ভাবিতে মুরছাই। কুসুম সিরীস কলেবর কোমল, অভিনব নাগরি রাই॥ তুহুঁ নব মনমথ, কালহি দংশল, সঙরিতে লাগি তরাস। সোঁপহু নাগরে, সংশয় না করু, কহতহিঁ পরসাদ দাস॥ ৪৭। ৩৭৮।

—:***:—

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ

ভূপালী

আরাধিত ধন, কুঞ্জক মাহ। মনমথ নেয়ল ধৈরজ নাহ॥ দরশিতে ডরসই, লাগই ভিৎ। পরশিতে কর করু করুণ চরিৎ॥ বসন উতারিতে, পুন পুন কাঁপ। কানু পা-

সারল, রভস আলাপ॥ ছল করি বিধু মুখ নিছুই মুরারি। বান্ধোহি পৈঠয়ে, শীকর বারি॥ মানসে কুতহলি, নহি নহি বোল। বারই পরশিতে উরজ নিচোল॥ রাধা মাধব, পহিলহি সঙ্গ। পরসাদ দাসক পুলক তরঙ্গ॥ ৪৮। ৩৭৯।

:*****:

মায়ূর।

সুর নর সুরত সমাগমে আকুল, তুহুঁ করু মুগধি বিলাস। নিমিখক আধ নয়ন মুঁদি যাপবি, দেখবি পরশ উলাষ॥ কাণক কুসুম, দরশ ছলে নাগর, চুম্বয়ে কমল বয়ান। মৃগমদ ভানে, চকিতে বর মাধব, অধর সুধা করু পান॥ মাধব বহুত মিনতি করুঁ তোয়। দিন দুই চারি, সহিয়া করু কৌতুক, তবুহিঁ করুণ মুখে হোয়॥ প্রসাদ* দাস ভণ, মনমথ লহরল, কল্লোল কতহুঁ বিশালে। নাগর শ্রবণে, করুণ বচ নাগরি, না পশি একহিঁ ভালে॥ ৪৯। ৩৮০।

——*****——

বিহগড়া।

মোহন সজিত সমর ভুমি নাগরি, দিশইতে উলষি মুরারি। সাজল অভিনব রণ মত কুঞ্জর, হৃদয়ক বসন উ-

---

ভাবার্থ।

* প্রসাদ দাস ভণ ইত্যাদি— দাস কহিতেছে যে, কানুর মনমথ সাগর লহরীর কল্লোল ধ্বনি এমত উচ্চ হইয়াছে যে, ধনীর করুণা বচন একটীও কানুর শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হইতে পারিতেছে না।

তারি ॥ রতি পতি ধজহুঁ, উরজ কনকাম্বুজ, পীড়ই অনুরত পাণি। তনু তনু পরশি, বিবশ চিত মাধব, ঘাতই মদন পরাণি ॥ দগধল মনমথ রসময়ি নারি। রতি রস মিলিত, নয়ন যুগ মেলিয়ে, কানুক বয়ন নেহারি ॥ কিঙ্কিনি রণ জয়, শবদ ফুকারত, অনুমত রচন বিলাস। জয় জয় সখিগণ, কহত নিরন্তর, নাচত পরসাদ দাস ॥ ৫০। ৩৮১।

:*****:—

প্রার্থনা।

সুহই।

কব গুরু চরণ, রজহুঁ নব কাঞ্চন, ভূষণ পহিরব গাতে। আরতি হৃদয়, বিষয় রস তেজব, উলটি পড়ব কব নাথে ॥ সো পদ বিরহে, কবহুঁ হৃদি রোয়ব, পরশে কবহুঁ পুলকাব। জাগর শয়ন, সপনে পদ হেরব, নাচি নাচি গুণ গাব ॥ হা হা প্রতি পলে জীবন গেল। ভকতি কুসুমে, কব গুরু পদ সেবব, মরণ নিকট অব ভেল ॥ শুন পরসাদ, দাস মন, পামর তোঁহ পতিত জগ মাঝে। রসিক ভকত পদ, আশ্রয় লেয়বি, তবহিঁ সিধায়বি কাজে ॥ ৫১। ৩৮২ ॥

পূর্ব্বরাগ-রস সম্পূর্ণ।

প্রথম মণি

অথ রসোদ্গার। তত্র প্রথমে।

শ্রীবৃষভানু কুমারী।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাস

লহু লহু হাস, ভাষ বিরলাইত, থর থর সচিস্মৃত অঙ্গ। অরুণিম লোচনে, কুটিল নেহারত, নিন্দই মনমথ রঙ্গ॥ চকিত চপল চমকিত গতি চাহ। আলসে নয়ন পলক মণি ঝাঁপল, পুলক সিন্ধু অবগাহ॥ নিজ* গুণ সঙরি, ভাব ভরে ভোরই, মঙ্গল যছু অবতার। রভস× লুবধ মতি, করুণ অলঙ্কৃতি, অনুখন নটন উদার॥ কলি যুগ পতিত, হীন অবলম্বন, সো পহুঁ কয়ল উধারে। হা হা ভকতি, ভজন বিনু যায়ল, পরসাদ জনম অসারে॥ ১। ৩৮৩।

ভাবার্থ।

* নিজগুণ সঙরি— ব্রজধামের নিজ নামা অনুস্মরণে।

× রভস লুবধ মতি ইত্যাদি— রহস্যে প্রলুব্ধ মতি বিশিষ্ট এবং করুণারূপ অলঙ্কারে ভূষিত গৌরসুন্দর সর্ব্বদা ভাবশীল নৃত্যে মহত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীরাধা প্রতি সখ্যুক্তি।

ধানশী।

নিশি পরভাতে, সবহুঁ সখি মেল। লহু লহু হসই, নিরখি ধনি কেল॥ আজু নেহারিয়ে অভিনব ছন্দ। নিরস অধর পুন, হস মৃদু মন্দ॥ ঢুলু ঢুলু চাহসি, অরুণিম নয়না। হেরিতে ঝাঁপসি, তুরিতহিঁ বয়না॥ পুলকিত অন্তর, চমকিত চাহ। তরসসি÷ নিরখিতে, নিজ তনু ছাহ॥ পুছইতে না কহু, বিমুখে বিলাস। অঞ্চল করে করি, লহু লহু হাস॥ ভণ পরসাদ, শুনহ, সখি রঙ্গ। অমিয়া সুরভি যনু দেয়ত অঙ্গ॥ ২। ৩৮৪।

—*******—

বিভাষ।

চৌদিশি চমকি, হরিণি সম হেরসি, গোপসি হসি নিজ অঙ্গ। সখি মুখ নিরখি চপল দিঠে চাহসি, ধনি ধনি রভস তরঙ্গ॥ অন্তরে* রস, গজরাজ গরজি ঘন, নিজ জনে বরজি বিহার। কেলি অলস অব, বিলস কলেবরে, দেয়ত

ভাবার্থ।

÷ তরসসি ইত্যাদি— নিজ তনুর ছায়া দেখিয়া কেন চমকিত হইতেছে। আভাস এই কৃষ্ণের বর্ণ সাজাত্য ছায়াতে থাকায় ধনী চমকিতা হইবার হেতু ঘটিতেছে।

* অন্তরে রস ইত্যাদি— হে ধনি! তোমার অন্তরে রস গজরাজ ঘন ঘন গর্জ্জন করিতেছে; যদিও তুমি নিজ জন আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া বিহার করিয়াছ, তথাপি তোমার কলেবরে কেলি জন্য আলস্য যে বিলাস করিতেছে তাহাই রসের উপহার প্রদান করিতেছে।

রস উপহার ॥ নয়নে বয়নে ধনি, ফলিত আলিঙ্গন, কৈছনে বসন নিবারি। ভগযোগিনি কিয়ে, চাঁন্দহুঁ ঝাঁপব, হৃদয় যতন বলিহারি ॥ নাহি পরশ অব চরণ ধরণি ধনি, পুলক গরাসিত কায়। প্রসাদ দাস ভণ, কেলি বলিত তনু, হেরি মদন মুরছায় ॥ ৩। ৩৮৫।

-*******-

শ্রীরাগ।

নিতি নিতি দেখিয়ে, ঐছন ভাঁতি। অনুভবে সমঝিয়ে, জাগসি রাতি ॥ না পুছি এধনি, অভিনব কাযে। পুছইতে পায়বি, তুহুঁ বড়ি লাজে ॥ বিলুঠল ধরণি লবঙ্গ লতা। তরুবর নিকট মিলায়ল ধাতা ॥ প্রাতরে × কাহে, চপল বর অঙ্গ। রসালে গিরল পুন, উড়ল বিহঙ্গ ॥ বহি ÷ চলি যায়ত, মলয় সমীর। নব কিশলয় নহ তুরিতি সুথীর ॥ ছাপসি নাহি, করসি পরসঙ্গ। ঐছন কাজক, ঐছন রঙ্গ ॥ প্রসাদ দাস কহ কাহে পুছার। মোড়ল মুখ, পরিচয় পুরচার ॥ ৪। ৩৮৬।

ভাবার্থ।

× প্রাতরে কাহে ইত্যাদি— হে ধনি! প্রাতে তোমার অঙ্গ চপল দেখিতেছি কেন? বোধ করি, বিহঙ্গ রসাল ফলে পতিত হইয়া উড়িয়া গিয়া চপলতা জন্মাইয়াছে।

÷ বহি চলি যায়ত ইত্যাদি— মলয় পবন বহিয়া দূরে গেলেও অভিনব কিশলয় শীঘ্র স্থির হয় না।

বিভাষ।

লটপট বসন, ঝটিতি লপটায়সি, কেলি অলসে নহ থেহ। ঝাপল তনু পুন, অলখিতে ঝাঁপসি, নিরস বয়ন পুন দেহ॥ এধনি আজুহি কৈছন পেখি। বেদন + বিনুয়ে, নয়ন দুহুঁ কাতর, হোত নিচয় পরতেকি॥ নিরস* অধর, ঘন রসন মিলায়সি, ভজসি ভুজঙ্গম কেল। সারথি মনমথ, মিলল মনোরথে, রজনি সুসঙ্গ কি দেল॥ কহ কিয়ে না কহ, সখিগণ দুখ নহ, শুভ শিব পূরল আশ। এসখি শুনি যব, মন্দ হসই ধনি, সমঝল পরসাদ দাস॥ ৫। ৩৮৭।

—********—

কদাচিদ্দিবসে শ্রীরাধা একাকিনী সম্ভোগাঙ্কং সখি নিকটে আগচ্ছতি।

ইতি দৃষ্ট্বা সখী পৃচ্ছতি।

ধানশী।

চঞ্চল গমনে চমকি চলি যায়সি, পুন পুন হেরসি ফেরি। অলখিতে কো উহ, কাননে ছাপল, কিয়ে তুহুঁ, কয়ল পুছেরি॥ শ্যামর বরণ কিরণ চমকায়ল, জনু নব জলধর রেহা। আধপীত পট ধরণি লোটায়ল আধ রহল

ভাবার্থ।

+ বেদন বিনুয়ে ইত্যাদি— হে ধনি! তোমার নয়ন, বিনা বেদনায় কাতর হওয়া নিশ্চয় প্রত্যয় হইতেছে।

*নিরস অধর ইত্যাদি— শুষ্ক অধরে পুনঃ পুনঃ রসনা মিলাইয়া ভুজঙ্গ চিহ্নে ক্রীড়া করিতেছ।

যনু দেহা ॥ এধনি গোপন সব পরকাশ। অভিনব÷ অ-ক্কুরে, পত্র জাত যব, দশ দিনে হোত উদাস ॥ পরিজনে বাঁচি, × সাঁচি (*) রস অন্তরে, ভাঁলেহি জানলি ধরমা। পরসাদ দাস, কহই সখি বিরমহ, কাজক ঐছন নিয়মা ॥ ৬। ৩৮৮।

—*********—

কামোদ।

এ রস রঙ্গিনি সমঝলু বাত। পূরল বহু দিনে হৃদয় মনোরথ, মেললি কানুক সাথ ॥ বিরহ* দগধ হৃদি সঙ্গম পায়লি, পিয়ল সবহুঁ রস রাই। শূন× ঘটহু যনি, উলটি মজায়বি, কতহুঁ রহব অবগাই ॥ অনুপম মনসিজ, রাজ চতুর বর বিদগধ রসিক সুজান। নব÷ বন্ধনে কলি, সখিনি

ভাবার্থ।

÷ অভিনব ইত্যাদি – অভিনব অঙ্কুরে নবজাত পত্র প্রথমে সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকে শেষে কিছু দিনেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

× বাঁচি—বঞ্চনা করিয়া।

(*) সাঁচি— সঞ্চয় করা।

* বিরহ দগধ ইত্যাদি— শ্যামসুন্দরের বিরহ দগ্ধ হৃদয়, তোমার মিলন রূপ রস প্রাপ্ত হইয়া এককালে সমুদায় শোষণ করিয়া লইয়াছে।

× শূন ঘটহু ইত্যাদি— শূন্য ঘটকে বিপর্য্যস্ত করিয়া জলে নিমগ্ন করিলে যেমন অল্পক্ষণেই ভাসিয়া উঠে; তদ্রূপ তোমার তনুর রস হীনতা কতক্ষণ গোপন থাকিতে পারে।

÷ নব বন্ধনে ইত্যাদি—শ্যামসুন্দর নব প্রেম বন্ধন দ্বারা পুরাতন সখী আমাদিগকে তোমার নিকট আজ নব পরিচিতা করিয়া তুলিয়াছে।

পুরাতনে, নব পরিচিত যমু আন ॥ সখিগণ সদনে প্রসাদ দাস ভনে, আজকাল সুখ মেলা। পার উতরি চলি, যায়ত জন সব, বিছুরি সমাদর ভেলা ॥ ৭। ৩৮৯।

—*********—

পাঠ মঞ্জরি।

আজু কেন ধনি এমন আঁখি। হৃদয়ে নাচিছে, পুলক পাখি ॥ মরি মরি ধনি, রসের সাজ। বয়নে বিহাসি, নয়নে লাজ ॥ কালিয়া বরণ, মূরতি ছায়া। চমকি হেরসি, পরাণে মায়া ॥ শুনিতে কানুর, নাম প্রসঙ্গ। রাঙ্গা আঁখি পুন পুলক অঙ্গ ॥ কবরি খুলল, ফুয়ল কেশ। বান্ধিতে সম্ভেদ, নহল শেষ ॥ কিবা অপরূপ বয়ন ছন্দ। রাহু উগারল শরদ চন্দ ॥ অব না রহয়ে, গোপন লেহা। মনের মরম কহয়ে দেহা ॥ চকিতে সুন্দরি, হেরয়ে গাত। প্রসাদ সমঝ, গোপন বাত ॥ ৮। ৩৯০।

—*********—

ইত্যাদি সখ্যুক্তি তত্র শ্রীরাধা উক্তি।

ধানশী

ওহে সজনি, রসহুঁ রমণি, সবহুঁ তোঁহরা সঙ্গিনি। নহল যবহুঁ, কহসি তবহুঁ, ভালে হি প্রিয় বাদিনি ॥ বিদগধ মতি, কৌটিল গতি, অরসে রসহুঁ ভাষসি। জোতি অরুণ, নিরখি সঘনে, শশিক কিরণ মানসি ॥ কামিনি রত, সুরত লুবধ, মুরহর চিত মাধুরি। পুন মঝু ইহ নব যৌবন, নহত উচিত চাতুরি ॥ কহত সজনি, তুহুঁ চতুরিণি, কাহেক করসি বঞ্চনা। পিয়ব সুরস, গায়ব যশ, এহ সবহুঁ কামনা ॥

কোটি শতহুঁ, মিনতি রমণি, বিকশ রসহুঁ যামিনি।
বোলব ধনি, বানি সজনি, পরসাদ মন হারিণি॥ ৯। ৩৯১।

—*********—

শ্রীরাধা উক্তি।

সুহই।

কুঞ্জ সমাগমে, তনু ঘন কাঁপি। গজবর ধয়ল করিণি যনু ঝাঁপি॥ মধুরিম ভাবে, কয়ল মুঝে কোর। হৃদি উপচক্কিত, নয়নেহি লোর॥ নামহি যাক, অবশ করু অঙ্গ। সো সঞে উপজল, রতিরস রঙ্গ॥ হৃদি থরহরি সখি, কিয়ে কহুঁ তোয়। কতহুঁ করুণ হট, না তেজ মোয়॥ করে ধরি চিবুক, চুম্ব রসে নেল। মৃদু মৃদু হাসি ধয়ল হৃদি চেল॥ মোহিত মঝু চিত অবশহি অঙ্গ। কো কহু শ্যামর রস পরসঙ্গ॥ শুনি সহচরিগণ, লহু অবহাস। হৃদি পরসাদ, দাস রস আশ॥ ১০। ৩৯২।

—*********—

বালা ধানশী।

পহিল নেহারলুঁ বয়ন বিলাস। কুতহলি বাঢল তরল তরাস॥ থারই ভিত মুখি রহলম মৌন। সাধসে থরহরি তনু পুন পৌন॥ অতি রস তিবিত, রসিক মত কানে। কৌতুক কেলি অধর রস পানে॥ সাধিতে সখি মঝু রতি অনুরাগ। মুচকি মুচকি হসি, কতয়ে সোহাগ॥ না কছুঁ বোলব, কহি করু কোর। বৈঠি বৈঠায়ল, নিজহুঁ নিয়োর॥ বিরস বয়নে কহ চতুর মুরারি। কো উহ আয়ত চিহ্নই না পারি॥ চমকি পয়ানে হোই অভিলাসি। পরশি হৃদয়

দিলি, সাহস হাঁসি॥ হৃদি কর পরশ, যবহু সখি ভেল। না জানি কতহুঁ, কয়ল পুন কেল॥ প্রসাদ দাস ভণ, সখি বলিহার। মুগধিনি করু অব সব উদগার॥ ১১। ৩৯৩।

—**********—

সুহই।

মধুর সুমধুর, চতুর বর আকৃতি, মোহন অনুপম বেশ। মুগধিনি মঝু চিত ধিরজ তিরোহিত, হেরিতে মুখ লব লেশ॥ নিশি* রস হরতি বরণি মঝু সঙ্গিনি, কাহে পুছসি বেরি বেরি। রতি পতি হরি কর, পরশে বিমোহিত, চিতহুঁ অচেতন মোরি॥ যো বরু বরণি পরশ রস কেলি। ধনি ধনি সো ধনি, রমণি সিরোমণি, বারিধি উতরব হেলি॥ গঙ্গ অগাধে, বুড়ল মঝু মানস, না জানি সখি পরিমাণ। প্রসাদ দাস ভণ, সখিনি পদাম্বুজে, মঝু শত শত পরণাম॥ ১২। ৩৯৪।

—:*******:—

ধানশী।

মদনক পরশে, সুরত রস আতুর, অনুপম নাগর রঙ্গ। মারুত বহনে উদধি উছলাইত, শত শত লহরি তরঙ্গ॥ লোচন যুগ মঝু লাজে লাজায়ল, অনিমিখ অঞ্চল থোর। নাগর বিধু মুখ, কিরণ বিলোকনে, তনু মন দুহুঁ মঝু ভোর॥ যো ধনি মাধব, পরস বিনোদিনি, সো যনি বুঝ রস অংশ।

ভাবার্থ।

*নিশি রস হরতি ইত্যাদি—ধনী কহিতেছেন হে সখি! নিশীর রস, বর্ণনাকে হরণ করিতেছে;

সো বর রসিকিনি, নিছনি পদাম্বুজ, এমঝু শির অবতংশ ॥ শ্রীবিদ্যাপতি চরণামৃত রস, পিই ভণ দাস প্রসাদ। ঐছন রীত, নহত যানি রাইক, রসবতিরস পরিবাদ ॥ ১৩। ৩৯৫।

——:#:——

সখ্যুক্তি।

ধানশী।

ধনি ধনি সুন্দরি তুয়া রস সাজ। জীবন বিহগ নীড় তরু যো জন, তাহে কয়লি ভয় লাজ ॥ কুসুম রতনে ধনি অঙ্গে বনায়সি, বেশ বিবিধ পরকার। চঞ্চল উতকণ্ঠিত চিত আশসি, অতমিত দিন অনিবার ॥ মাধব পরসে, স্ত-রসি তনু ঝাঁপবি, কাহেক ইহ রস ছন্দ। পহিলক+ সাজ, অপর অবলম্বন, শুনি শুনি লাগই ধন্দ॥ "যব হোয়ে নাহ, রতন রত অবিরত, বারত মনি অভিলাস।" অপর যুবতি রতি ভাজন হোয়ব, দৃঢ় কহ পরসাদ দাস ॥ ১৪। ৩৯৬।

——::****::——

বড়ারি।

তুহুঁ ধনি জানলুঁ, বহুত সেয়ানি। করম কয়লি সব, অতি অবমানি ॥ নিজ ঘরে সখি সঞে, চতুরসি রঙ্গ। রতি রণ অঙ্গনে কম্পিত অঙ্গ ॥ নামহি যাক, শুনিতে ঝরু লোর। সো বর রসিক যতনে করু কোর ॥ আরতি অনুমত, না

ভাবার্থ।

+ পহিলক সাজ ইত্যাদি— সখী কহিতেছেন, হে ধনি! নাগরের জন্য প্রথমতঃ তোমার উৎকণ্ঠা ও শেষে সেই নাগরের নিকট তোমার লজ্জা ও ভয় অবলম্বন করা শুনিয়া ধন্দ লাগিতেছে।

কলি কাজে। বেশ বনাই, আলিঙ্গলি লাজে॥ অঞ্জনে রঞ্জলি, লোচন দ্বন্দ। সো ÷ দিঠি মুঁদলি, সুরত দিঠি অন্ধ॥ বসনেহি ঝাঁপি, বয়ন নিলি মোর। শশি বিনু নিশি যনু, নহত উজোর॥ শুনি ধনি মুচকি, বয়ন ফিরি নেল। প্রসাদ দাস ভণ মুগধিনি কেল॥ ১৫। ৩৯৭।

—**********—

ধানশী।

মেলি নাগরে, লাজহুঁ কয়লি, কোন কাজে তুয়া গমনা। যায়লি ধনি, কিয়ে বা সাধলি, যদি বারলি রস রতনা॥ ঝাঁপলি* সুখ, কুন্তল তুহুঁ, না দিলি মাধবে নেহারি। কয়লি সুরত, শির মুণ্ডন, ভালে তুহুঁ রস বিচারি॥ মুদিত × অধর, অতি অবেকত, ঝাঁপল রুচির দশনা। রস অধিবাসে, কয়লি যতনে, সুরতে দশন নগনা॥ রোখলি কাহে, নাগর কর, পরশিতে কুচ সাধে। সুরত রতন, মন্দির তুহুঁ, হরি যে নেয়লি রাধে॥ নিজ † সুখ কানু, কানু সে জানয়ে,

---

ভাবার্থ।

÷ সো দিঠি ইত্যাদি—সেই চক্ষু মুদিয়া তুমি মূর্ত্তিমান সুরতের নয়ন অন্ধ করিয়াছ।

* ঝাঁপলি সুখ ইত্যাদি—হে ধনি! তুমি সুখ জনক নিজ কেশপাশ বসনে আবৃত করত কানুকে দেখিতে না দেওয়াতে সুরত মূর্ত্তির শিরো মুণ্ডন হইয়াছে, তোমার এরস বিচার মন্দ নহে।

× মুদিত অধর ইত্যাদি—হে ধনি! তুমি অব্যক্ত অধর, দ্বারা দশনপংক্তি যে ঝাঁপিয়া রাখিয়া ছিলা, তাহাতে রসাধিবা সেই তোমা দ্বারা যত্ন পূর্ব্বক পূজনীয় সুরত দন্তহীন হইয়াছে।

† নিজ সুখ কানু ইত্যাদি—সখীরা কানুর রসানুভব না হওয়া

প্রসাদ দাসহি ভাণ। আধহি আধ বিন্দ হোয়ত, উখোদধি রস মান॥ ১৬। ৩৯৮।

—*********—

স্বয় মুক্তি। বিভাষ।

রে সহচরিগণ, কি কহব তোয়। নিরজনে মাধব, যো করু মোয়॥ ভাওঁরি চাপ, নয়ন যনু বাণ। হেরিতে সাধসে, কাঁপি পরাণ॥ পুন হস মৃদু মৃদু, সমঝসি সজনি। সাহসে রহব কি, মুগধিনি রমণি॥ লম্পট লপটি ধরয়ে বেরি বেরি। যতহুঁ মিনতি করি, লুবধ মুরারি॥ বারিয়ে কর, পুন পুনহি পসার। কুচ যুগ লাগিয়ে করই পুছার॥ সো করু কাকুতি কাঁপই অঙ্গ। জিউ পুন আয়ত যব করু ভঙ্গ॥ বচন সুধাময়, লাগি কুঠার। তুয়া সব ভেট, বিহিক উপকার॥ প্রসাদ দাস ভণ, রস ব্যবহার। তুহুঁ রস মুগধিনি, সো মাতওয়ার॥ ১৭। ৩৯৯।

—*******—

বিভাষ।

রে সখি কি কহব, মাধব কাজ। অতিহু নিঠুর মতি, না রহু লাজ॥ বচন নিশেধক, অনুমতি জান। মঝু দুখে বেরি, না মেলি নয়ান॥ একে নব যৌবনি, পুন কুল নারি।

ভাবার্থ।

শঙ্কায় ধনীকে যে অনুযোগ উক্তি করিলেন, তদুত্তরে প্রসাদ দাস কহিতেছে, হে সখি! ধনীর মিলনোত্থিত রসের অর্দ্ধমাত্র বিন্দুও সুধা সাগরের সমান বিস্তৃত অতএব কানু যে সুখ অনুভব করিয়াছেন তাহা তিনিই অনুগম করিতেছেন।

বিদগধ কানু, রসিক শত সারি ॥ মঝু তনু বসন, ব্যাধি তছু অঙ্গ। মোচন লাগি, কয়ল কত রঙ্গ ॥ সো নব মদন, পুতলি যনু কাল। পরশিতে অনুভব, ভুজগ করাল ॥ রস সঞে নব, পরিচয় মঝু ভেল। না জানি রঙ্গ, না জানিয়ে কেল ॥ প্রসাদ দাস ভণ, সমঝলু মুঞি। ঝাঁপসি লেপি, কুলালক পুঞি ॥ ১৮। ৪০০।

—:********:—

রাম কেলি।

দিঠি দিঠি ভেটি, রসিক বর নাহ। নিজ তনু হেরিয়ে, মঝু মুখ চাহ ॥ হসি হসি আয়ত, নিকটে বিলাস। অতিহুঁ লুবধ চিত, মঝু ভুজ পাশ ॥ যত তনু সম্বরি, সো করু ঝাঁপ। চিত পুন দেহক, থরহরি কাঁপ ॥ নহি নহি কহিতে, স্বরিত মত কান। দেই আলিঙ্গন, অধরহুঁ পান ॥ তাকর কেলি, আলিঙ্গন বেলি। কৈছে কহব সখি, থেহ না মেলি ॥ আপন সমঝিয়ে করবি বিচার। প্রসাদ দাস ভণ, রস উদগার। ১৯। ৪০১।

—:**::**::—

ইত্যাদি নিজোক্তি। স্বয়ং দৌত্যেন মিলনং যথা।

কামোদ।

অভিনব একহি, দেব দেয়াসিনি, আয়ল নগরহি রাব। জটিলি বেশ ধরি, দ্বার দ্বার ফিরি, ভীখ বিরিতি সমঝাব ॥ পতিবশ মন্ত্র, ইছুই সব কামিনি, ধায়লি জটিলি নিয়োর। কাহুক কতিহুঁ, মন্ত্র পড়ি ঝাড়ই, কাহুক ঔখদি বোল ॥ অরুণ বসন পরি জটিলি মুরারি। যাকর লাগিয়ে বেশ

বনায়ল, আয়ল তছুক দুয়ারি ॥ ভীখ্ ভীখ্ করি, জটিলি ফুকারল, জটিলা সমুখি বিলাস। প্রসাদ দাস ভণ, দেখি দরশি মুখ, জন রবে করু বিশয়াস ॥ ২০। ৪০২।

—:******:—

তথা রাগ।

গদ গদ চিত জটিলা তহিঁ ভেল। কহি মঝু বহু মতি, কবহুঁ আন গতি, জটিলিক মন্দিরে নেল ॥ অনিমিখে বহু মুখ জটিলি নেহারই, সোই বচন অনুসার। কহ তব অতনু, দেব ইথে পাওল; ইহ মতি নিচয় বিচার ॥ না কলি অঙ্কুরে, সমুচিত ঔখদি, হৃদি মাহা বৈঠল কাল। নিরজনে সাধু চরিত জন ঝাড়ব, তব বহু হোয়ব ভাল ॥ ইহ কহি গমনক অনুমতি মাঁগত, ফেরব দসক দুয়ারি। প্রসাদ দাস ভণ, রসিক ভকত জন, শুন শুন রভস মুরারি ॥ ২১। ৪০৩।

—:******:—

তথা রাগ।

সুন্দরি জটিলা, বহুত করি কাকুতি, বোলি জটিলি ভগবান। দ্বার সমাগমে, পুলকিত মানস, মানিয়ে নিজ কল্যাণ ॥ যদি বহু ব্যাধি লখলি করুণা করি, দেয়বি তুহুঁ পুন ঝারি। বোলিয়ে দুহুঁ জনে, নিরজন মন্দিরে, নেলি জটিলা বর নারি ॥ সব জন নিকসল, দুহুঁ এক ঠাম। বিজনে চন্দ্রমুখি, সঙ্গ মিলল সুখি, পূরল কানুক কাম ॥ নাহ কি চাতুরি, সমঝি সুনাগরি, পুলকিত অন্তর মাহ। ইহ রস পরশ, দরশ করু কৌতুকে, প্রসাদ দাস হৃদি চাহ ॥ ২২। ৪০৪।

যথা রাগ।

অধর সুধা রসে, করত আচমন, নাগর চতুর মুরারি। বহুধন অতনু, মন্ত্র তব ঝাড়ত, ঘন ঘন নিরখি ছুয়ারি॥ মনমথ কুসুমিত, পঞ্চবাণ তথি, পঞ্চ দেব অধিঠান। কুটিল বিলোকন, মন্ত্র গোটি যনু, পূজক জপক বর কান॥ ধনি ধনি অনুপম সেবা। উরজ শকর গিরি নবিদে পূজায়ল, মুরতি-মান তহিঁ দেবা॥ ভকত কৃপা বলে, প্রসাদ দাস ভণ, মোহন নাগর রঙ্গ। প্রেমক গরিম চরিত অবলোকনে অনুখন গর গর অঙ্গ॥ ২৩। ৪০৫।

—********—

বিভাষ।

ব্যাধি ক্ষেত্র গত, মন্ত্র পঢ়ল যব, অতনু দেব তহিঁ ভাগ। এবহু পুছত, হসিত মুখে নাগর, ছোড়ল ব্যাধি কি লাগ॥ ঝাড়ল ভাগল, অতনু দেববর, জটিলি নিকসি তহিঁ গেল। বোলত বহুত, ছরগ করি ঝাঁড়লুঁ, ব্যাধি দূর অব ভেল॥ জটিলা ভকতি করি, বহুত ভীখ তহিঁ দেল। ততহিঁ দেয়া-সিনি, পুলকিত অন্তরে, ভীখ লেই চলি গেল॥ ভকত পদাম্বুজে প্রসাদ দাস অব, প্রণতি করত তনু দীঘে। প্রেম অধীন্, ভুবন পতি মাধব, গ্রহণ করল মুঠি ভীখে॥ ২৪। ৪০৬।

—:******:—

অথ দেয়াসিনী মিলন রসোদ্গার শ্রীপদ কল্পতরু হইতে উদ্ধৃত।

শ্রীরাধা উক্তি।

ধানশী।

কহ সখি কিয়ে ভেল। দেয়াসিনি কাঁহা গেল॥ হাম

মুগধিনি নারি। না শুনি অতনু ঝারি॥ ঐছন লুবধ কান। কত না চাতুরি জান সহজে আমরা বালা। কে জানে এতহুঁ কলা॥ পহিল পিরিতি তায়। বহুঁ দিন নাহি যায়॥ ইথেই ঐছন কেল। কুহুক সমান ভেল॥ অপরে কি সুখ পাব। কত না হোয়ব লাভ॥

-::***::

দ্বিতীয় মণি

পুনশ্চ শ্রীরাধা রসোদ্গার প্রকারান্তরং।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাষ।

গৌর পুলক মণি, প্রেম রসক খনি, মরি মরি ধরণি বিলাস। মৃদু মৃদু অবহসি, গোই বসনে তনু, মধুর পিরিতি পরকাশ॥ রসিক রমন রসে, চুম্বিত যনু অব, বিম্বিত অধরক কাঁতি। শশধর নিকর করম্বিত মুখ বর, খচিত মদন মণি ভাঁতি॥ অনুপম গৌর ভাব গুণ গাম। পুলক অলস বপু, পুলক অলস দিঠি, পুলক অলস সব ঠাম॥ হরি হরি শুনিতে, হসই মুখ মোরই, পিরিতি বলিত পুন আশ। ভকত পদাম্বুজ, রজহুঁ শিরে ধরি; গাবই পরসাদ দাস॥

১। ৪০৭।

—*******—

শ্রীরাধা প্রতি সখ্যুক্তি।

সিন্দুড়া।

কাহেক ঘন ঘন, নব ঘণ শ্যামর, নাগর রসিক মুরারি। নির অবলম্বিত আয়ত যায়ত, ফিরি ফিরি নয়ন নেহারি॥ কো যনু কয়ল নয়ন সন্ধান। করত গতাগতি, বিকল লুবধ মতি, নন্দ সুনন্দন কান॥ মোহন মুখবর, অতনু উজাগর, লোচন বিশিখ বিশাল। এক নগর, অন্তর মাহা বৈঠত, আত যাত যনু কাল॥ হৃদয় পুতলি যনু, বাহিরে নাচত, মোরা মুকত বহু ভাগে। প্রসাদ দাস ভণ, গোবিন্দ দাস শুন, সখিনি বচন অনুরাগে॥ ২। ৪০৮।

—*********—

শ্রীরাধা প্রতি সখ্যুক্তি।

তথা রাগ।

নাগর যবহুঁ, সমুখি তুয়া মন্দির, লুবধ নয়ন ফিরি চাহ। মন্দির দরশি, পুলকে পরিপূরিত হসিত বয়ন বর নাহ॥ কাহেক আজু করয়ে ইহ রঙ্গ। পুন তুয়া লোচন, ঢুলু ঢুলু বিলসয়ে, অলসে বিভোরল অঙ্গ॥ যামিনি জাগি, নয়ন অরুণাকৃতি, রস চমকিত যনু গাত। এ ধনি বহু দিনে, মিললি রঙ্গ থল, শ্যামর কানুক সাথ॥ সুধা যিনি সুমধুর, কমল পয়োধর, পরশি উনত অনুরাগ। প্রসাদ দাস ভণ, ধনি ধনি বন্ধন, ধনি ধনি প্রেমক লাগ॥ ৩। ৪০৯।

——******——

শ্রীরাধার স্বয় যুক্তি।

শ্রীরাগ।

বোলত নাগরি, না কর ঠাট। অনুখন বয়নে বচন রগ

নাট ॥ না কহ না কহ শুনই না পারি। হামহি যৌবনি, পুন কুল নারি ॥ মাধব লম্পট, রতি রস রসিয়া। রূপ মদন জিতি হৃদি বন মালিয়া ॥ অপরূপ নগর রমণিগণ ছান্দ। অনুখন দেত, পবন গলে বান্ধ ॥ তুহুঁ সব করু অব, রভস আলাপ। নগর রমণি শুনি, তহিঁ পাতিয়াব ॥ মুখ ফিরি হসি ভণ, দাস প্রসাদ। কাহেক সখি করু, মিছু পরিবাদ ॥ ৪। ৪১০।

—:******:—

স্বয় মুক্তি।

ভাটিয়ারি।

সখি পরসঙ্গে, রহলুঁ নিশি জাগি। পূরল আলসে, তনু তছু লাগি ॥ সখিনি কহল কত, বচন বিলাস। সঙরিতে পুন পুন উপজই হাস ॥ জাগরে যামিনি, অরুণ নয়ান। কাহে করসি তুহুঁ, আরহি ভাণ ॥ সো সব গেলিহুঁ, নিজ নিজ গেহ। তব মঝু নিন্দে, ভরল সব দেহ ॥ সপনে পুরুথ সখি, আয়ল জাগে। হসি হসি কহত, কাম অনুরাগে ॥ কোপে ভরল তনু, থরহরি কাঁপ। বেরি হটত পুন, পুন করু ঝাঁপ ॥ চকিত চপল তনু, খনে ইহ লাগি। রঙ্গিনি তুয়া চিতে, রঙ্গহি জাগি ॥ এ ধনি সপন, কি জাগর বানি। পরসাদ হেরত সখিনি বয়ানি ॥ ৫। ৪১১।

—:********:—

সখ্যুক্তি।

মঙ্গল।

এ ধনি কাহেক, গোপসি লেহ। মিলন সোহাগে, হৃদয় পুলকায়িত, কপটে না মেটব সেহ ॥ রতি রস মাধুরি, যব

তনু পূরত, কিরণ উপজি নব জাতি। অরুনিম লোচন, অলস কলেবর, মনমথ সেবিত ভাঁতি॥ হে নব যুবতি, অঙ্গ জুতি নৌতুন, সো করু রতি পরমাণ। বরিখত জলদ, কিরণ তরু জাগত, লাবনি করত বিধান॥ রস শুনইতে সখিগণ, উৎকণ্ঠিত, ভাণয়ে পরসাদ দাস। উচিত নহত অব, গোপন সুন্দরি, কহইতে রজনি বিলাস॥ ৬। ৪১২।

—::***::—

সখ্যুক্তি।

ললিত।

ঢর ঢর লোচন, পুলকিত তনু মন, পুন রি কপটে অনুরাগ সুরত তরুণ রস, পিবইতে সুন্দরি উছলত পুলকক লাগ। নিশি রস তনু তনু, বিহরি বিলোলই, মদ গরবিত কমলাঙ্গ॥ কপট করসি যত, ততহুঁ লপেটত, মোহন কানুক সঙ্গ॥ গোপন* বাণি, লতা সম ভাব! তরু অবলম্বি, লতা যত বাঢ়ত, তরুক বেঢ়ি চলি যাব॥ শুনি শুনি পরসাদ, হৃদয় সুশীতল, বোলত তব ইহ ভাখ। গোপন দূর, করহ বর সুন্দরি, সখিগণ রস পিট কাক॥৭। ৪১৩।

ভাবার্থ।

* গোপনবাণি ইত্যাদি— গোপনবাণী লতার সহিত সমপ্রকৃতিক; লতা যেমন বৃদ্ধি সহকারে ক্রমে অধিকতর রূপে আশ্রয় তরুকে বেষ্টন করিয়া ধরে, গোপন কথা [গোপন করিবার বাঞ্ছিনাস] ও সেইরূপ যত বর্দ্ধিত হয় ততই গোপনাশ্রয় বস্তু (প্রণয়ীকে) আবদ্ধ করিয়া আনে।

শ্রীরাধার স্বয় মুক্তি।

ভৈরবি।

তুহুঁ সব সহচরি, রস মাতয়ারা। এক বচন মঝু, নহ পাতিয়ারা॥ কহইতে না পারি, সখিনি সমাজ। পুন পুন মঝু মুখ, রোখত লাজ॥ অতত্র কহি শুন, সখি মরিযাদে। রজনি গোঙয়ালু, বহু পরমাদে॥ পীড়ল কুচ যুগ, নিঠুর মুরারি। "কেশরি যনু, গজ কুম্ভ বিদারি"॥ মনমথ আতুর, নাগর ভেল। কহইতে নহি নহি, চুম্বন নেল॥ সুরত চতুর মতি, অথিঁরহি কান। দৃঢ় পরিরম্ভনে, চমকি পরাণ॥ প্রসাদ দাস ভণ, সখিনি নিয়োর। কহত বচন ধনি চিত্ত মহা ভোর॥ ৮। ৪১৪।

—::##::##:—

তথা রাগ।

কাকুতি করইতে, লহু লহু হাস। মোরিতে মুখ পুন, সমুখিঁ বিলাস॥ কটি ভূষণ মঝু, মণিময় গোট। পুন পুন নিরখি, সোই সব লোট॥ চিত অতি ভীত, বসন তনু দেল। নাগর যনু, মত কুঞ্জর ভেল॥ কবহু পরশ পদ, কভু কর যোর। ঈষত নিরখিতে, পুলকিত ভোর॥ মনমথ ঘন ঘন, করু পরহারি। না সহু কহি, করু কোরে মুরারি॥ বেরি কৃপা করি, কহ তুহুঁ বাত। কহি কহি, পরিধি বসনে দেই হাত॥ হট করি অঙ্গ, কয়লু কত মোরি। উনমত গজ তৃণে বারব থোরি॥ ধরি পরিরম্ভন, করু রস রাজ। চমকি চমকি উঠি, মঝু হিয়া মাঝ॥ দশনক দংশনে, অধর বিদার। প্রসাদ দাস ভণ, পহিল বিহার॥ ৯। ৪১৫।

সখ্যুক্তি।

বড়ারি।

হসি হসি সখি কহ, কানুক দোখ। নব অভিসারিণি সো পর রোখ॥ ঝাঁপল রহ কুচ, নহ পরকাশি। পীড়ল কর যুগে বসন উদাসি॥ মরি মরি হেরি কি বয়ন সুছান্দে। লাগল চঞ্চু চকোরক চান্দে॥ নিশি মুখে ধনি করু, কুসুম শয়ান। রজনি জাগায়ল, অরুণ নয়ান॥ না করু সুরত আশে অভিসার। বলে ধরি কয়ল, নিঠুর পরহার॥ সো রস ভুঞ্জল, চমকল রাই। কো সহু তাকর, ইহ চতুরাই॥ এ ধনি পায়লি, বহুত তরাস। না পুন যায়বি কানুক পাশ॥ প্রসাদ দাস ভণ, ইহ অনুভাব। নিশি অভিসারল, দিন অব যাব॥ ১০। ৪১৬।

—*********—

শ্রীরাধার স্বয় মুক্তি।

বালা ধানশী।

পুছমো এ সখি, পুছমো বেরি। তাকর কুসুম, কমল মুখ হেরিতে, লাগল যনু মঝু বৈরি॥ কুঞ্জর করহুঁ, পহিল পরহারল,নাগর কুচ যুগ কাম। ভয়ি উপচঙ্কিত কম্পিত তনু মঝু,পুলক পুলক চিত ঠাম॥ অধরক দংশনে,অথির কলেবর, অন্তরে কুতহলি ধার। কুসুমিত পুলক, নিরস অনুমানিয়ে, বিস্ময়ে যব পরহার॥ সহচরি কহয়ে মদন ময় আময়, কটি কুথি মুখ তিন দোখ। প্রসাদ দাস ভণ, পীড়ন ঔখদি, সুখ উপশামই রোগ॥ ১১। ৪১৭।

—*******—

তৃতীয় মণি।

অথ পুনশ্চ রসোদ্গার প্রকারান্তর মাহ।

তত্র শ্রীরাধিকায়াঃ

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রস্য। রাগ বিভাস।

দেখহ সজনি গৌর বর ধীরে। অতনু বিজয়ি গতি চকিত প্রফুল্লিত, বিলসই রস নিধি নীরে॥ চকিত পুলক মতি, কাম বিভঞ্জন, ভুবন সুরঞ্জন ধাম। গঞ্জিত শরদ বিমল বর চন্দ্রিম রমণিয় মুখ অনুপাম॥ মরি মরি গৌর চুলহ অবতারণ, বিদগধ রসক সেয়ান। কীর্ত্তনে জাগি রজনি অবসানত, প্রাতরে মিলন নিসান॥ ভুঞ্জিত রতি রস, দিঠি যুগলাকৃতি, মোহন মৃদু মৃদু হাস। কলি জন কুশল, করুণ কনকাচল, ভাণত পরসাদ দাস॥ ১। ৪১৮।

—*********—

ভূপালি।

রাইক মন্দিরে, সব সখি মেলি। থারই দূরে, নিরখি ধনি কেলি॥ কুটিল বিলোকনে, হেরই রঙ্গ। সখিনি সমাজে, বচন পরসঙ্গ॥ নিতি নিতি না দেখি, ঐছন সাজ। আজু পুলকে, করু ধনি গৃহ কাজ॥ চেতন না মিলি, রবি পরকাশে। জাগলি আজি, দিনহুঁ অবিকাশে॥ করত ভকতি বহু, গুরুজন পাশ। ঘন ঘন ননদি, চুয়ারি বিলাস॥ রজনি গোঙায়ল, শয়নে হি নাহ। মনমথ নীরে, কয়ল অবগাহ॥ অনুভবি ঐছন বাঢ়ল আশ। হসি হসি আয়ত, মুগধিনি পাশ॥ প্রসাদ দাস ভণ, হৌয়ল কাজ। সখি লখি চুর্ চুরি, ধনি হৃদি মাঝ॥ ২। ৪১৯।

সখি উক্তি।

বিভাষ।

আয়ত সব সখি, নিরখি সুধা মুখি, চমকি উঠল তনু গোরি। চকিতে নিতম্ব, বসন ধরি নাগরি, নিরখই সীমন্থ মোরি॥ সখি কহ কাহে বিনোদিত ছন্দ। নয়ন কাঁপাই, অধরে * ধরি অঞ্চল, হসসি মধুর মৃদু মন্দ॥ নিজ বধূঁয়া সঞ্জে, রজনি গোঙায়লি, নব নব রস সুখ ভাগি। কবোলে কবোলে, পিয়লি অবলেহন, আনলি কিয়ে মঝু লাগি॥ নাগর সঞ্জে শুভ রজনি বিলাসলি মঝু চিতে পুলক বিথার। প্রসাদ দাস ভণ, কি কহসি সখিগণ, ধনি কব কলি অভিসার॥ ৩। ৪২০।

রামকেলি।

নিশি রস মাধুরি, অনুভব ভেল। বিদগধ রসিক সোহাগে সোহাগিনি, মন মাহা আনন্দ কেল॥ সো নব গরব, মনহি উছলায়ত, যামিনি নিন্দহুঁ দূর। রজনি বুঝলুঁ, কানু মন মোহলি, নিখিল মনোরথ পূর॥ ধনি কহ না কহু, ঐছন অনুচিত, ঐছে বচন নহ ভাল। যব যব তুয়া সঞ্জে ভেটহি হোয়ত, পাতসি নব জনজাল॥ হসি হসি কহ সখি, বেরি বয়ন লখি, নিরস অধর যুগ বিম্ব। প্রসাদ দাস ভণ, সখিক বচন মঝু, নাগরি চিত প্রতিবিম্ব॥৪।৪২১।

ভাবার্থ।

* অধরে ধরি অঞ্চল— অঞ্চল দ্বারা অধর ঢাকিয়া।

শ্রীরাধাপ্রতি সখ্যুক্তি।

গান্ধার।

হেই মা হেই মা আয়লুঁ বাজ। শুনিতে কপট লা-গয়ে লাজ॥ কালি যে আছলি সহজ নারি। রজনি মাঝারে রস পেয়ারি॥ সাঁঝোতে + উঠালি শুন হে বলি। হিয়ার আঁচরে, কৃষ্ণ কলি॥ সুরত রোদন, ধারার রেহা। না মুছি উঠসি; ঝাড়িয়া দেহা॥ বাসিত কুসুম বয়ন ছন্দ। বচন কহিতে অলস মন্দ॥ রস উলট দি, আট পিঠি। সাঁচি শকর, আন্ধারে মিঠি॥ গোপন করিতে লাগয়ে ধান্ধা। চোরিণি পড়য়ে, আপনে বান্ধা॥ সখিতে ধনিতে, রস প্রসঙ্গ। পুলকে অধর, প্রসাদ অঙ্গ॥ ৫। ৪২২।

——::***::——

শ্রীরাগ।

নিতি নিতি না দেখি, এ নব রঙ্গ। নিশসি নেহারি, দহিল সখি অঙ্গ॥ নিশি যাহা পুলক, উদধি বহি গেল। লহরি না ঠাহরি, মঝু সভে ঠেল॥ কতহুঁ ছলা করু, মঝু সব আগে। সব তনু ভরল, সুরত রস দাগে॥ গত নিশি বেপিয়ে, যাগহি কেল। আহুতি পড়ল, সরস সুখ মেল॥ পদ লুণ্ঠন পুন, কাকুতি কান। সঙরি সঙরি, জাগয়ে অভিমান॥ প্রসাদ দাস পুন কত সমুঝাব। নিজ জনে বঞ্চি, কতয়ে রস পাব॥ ৬। ৪২৩।

ভাবার্থ।

। সাঁঝোতে ইত্যাদি— হে ধনি! গত সন্ধ্যাকালে তুমি হৃদয়লগ্ন অঞ্চলে কৃষ্ণকলি (সন্ধ্যামালতী) কুসুম উঠাইয়া ছিলা। আভাস এই যে, গত রজনীতে ধনী শ্যামসুন্দরকে হৃদয়লগ্ন করিয়াছিলেন।

তথা রাগ।

এ ধনি বেরি হৃদয় দিশি দেখ। কুচ যুগে ভুখল, নাহ নখ রেখ॥ অলক লম্ভাবলি. বিগলিত ভেল। মৃগমদ চিবুক, ভালে করু কেল॥ পালটি পহিরলি, বসন নিচোর। মোতিম হারা, টুটল তোর॥ হেরিয়ে সুন্দরি, অধরে বি-রাগ। অভিনব পরিচয়ে, দৃঢ় রতি রাগ॥ বিজনে মিলল ইহ, রস ভাণ্ডার। লুটল সকল নিশি, রসিক গোঁওার॥ তিমিরিত যামিনি, চৌর বিলাস। ধরম পহরি রহি, করু পরকাশ॥ প্রসাদ দাস ভণ, সখি মুখ হেরি। ধনি পুন মুরহর, হৃদয় লুটেরি॥ ৭। ৪২৪।

——:*:——

পরস্পর সখি উক্তি।

বালাধানশী।

এক সজনি শুনি, হসি হসি বোলত, এ সখি কৌতুক ভাখি। কোন হি চিহ্ন, কলেবরে আছত, কানু আলিঙ্গন সাখি। হৃদি মাহা ঝলকে জলদ মুখ বঙ্ক। ঘরমে ভিগায়ল, হৃদি নীলাঞ্চল, সো করু ঐছন অঙ্ক॥ বিদগধ নাগর, দশন বিদারল, দেয়সি মিছু অপবাদ। বুলবুলি অধর যুগলে নির-ঘাতল, বিম্ব ভরমে গত রাত॥ বিগলিত বসন, শয়নে বর রাইক, জাগলি রবি পরকাশে। পহিরিতে ভুরিতি, বসন উলটায়ল, প্রসাদ দাস শুনি হাসে॥ ৮। ৪২৫।

—:*******:—

বড়ারি।

যামিনি উনমুখে, জল ভরি রাই। বন পথে মুগ-ধিনি, আয়লি ধাই॥ বেত্রক কণ্টক, না ধনি দেখ। লাগি

পয়োধরে, কয়লহুঁ রেখ॥ সখি দিলি মৃগমদ, তিলক কপোল। সো সঞে বাঝল, কলহ কি রোল॥ কোপিনি অনিমিখ, লোচন পলকা। ঘসিটি নিটায়লি, মৃগমদ তি-লকা॥ মুঝে ধনি তৈখনে, রাখলি সাখি। হসসি, কিয়ে সখি মিছু নহ ভাখি॥ এ ধনি রাখলি তুহুঁ পরমাণ। কাহেক ঐছন, লাজ বিধান॥ প্রসাদ দাস শুনি, ঐছন বাত। হসি কহ সখি করু, দিবসক রাত॥ ৯। ৪২৬॥

—********

স্বয়মুক্তি।

তিরোতা।

ভালে হে সখি মঝু আপন ভেল। ধনি ধনি মধুর, বচন রচনামৃত, ধনি ধনি চাতুরি খেল॥ শুন শুন সজনি, বরণি কিয়ে হোয়ত, তাকর রস শৃঙ্গার। কহইতে সো রস, গঙ্গ তরঙ্গিত, আয়ত বনি শত ধার॥ মদ মত কুঞ্জর, হৃদয় সরোবরে, কয়ল কতহুঁ সখি কেল। যুগল পয়োধরে, করহুঁ পসারল, ছীন ভীন ভৈ গেল॥ মাধব বহুত, নিঠুর মতি সঙ্গিনি, আয়লুঁ পূরব ভাগে। বিনু দুখে সুখ মুখ, নহ অবলোকন, পরসাদ কহ অনুরাগে॥ ১০। ৪২৭।

—*********—

দেশ বড়ারি

নব জলদ কাঁতি তনু, কমল কুল সৌরভি, বিধু বয়ন ভাঙরি ভুজঙ্গ। রস চতুর নাহ বর, বাহু যুগ গজহুঁ কর, সরস মতি লোচন কুরঙ্গ॥ মুগধ× চিত নারি সখি, লাজ

ভাবার্থ।

× মুগধ চিত নারী ইত্যাদি - ধনী কহিতেছেন আমি মুগধ চিত্তা নারী ইত্যাদি।

অনুরাগিনি, ভীত অতি মানস চকোর। নীবি দিশি নিরখি যব, লুবধি রস রাজ বর, ততহি হৃদি মোদিত বিভোর॥ কেলি রস রঙ্গ যত, কহব কত নায়রি, উছল রতি পিচ্ছল গেয়ান। সখিক মন কাম অব, নাহি পরিপূরয়ে, সমঝি তুহুঁ করহ অবধান॥ দাস পরসাদ কহ, তুলহ ইহ প্রেম রস, অখিল সুখ আকর বিশেষ। নহল মঝু সুদৃঢ় রতি, ভকত চরণাম্বুজে, নহল কুসুমিতহুঁ উপদেশ॥ ১১।৪২৮।

—**********—

অথ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগস্য খণ্ড মিলন।

প্রকার নাহ।

চুম্বনে যথা।

শ্রীরাগ।

কালিন্দি সঞে ধনি কয়লি পয়ান। ঐছন দরসি তুরিত গতি ধাবই, দুর পন্থে রহু কান॥ হের কি নাহি হের বর কামিনি, সংশয় কতহুঁ মুরারি। বিহি অনুকূলে, কুটিল অবলোকনে, হেরলি অভিনব নারি॥ নাগর নিজ কর ভুরিতি পসারল, কতহুঁ পুলক পরকাশি। অঙ্গুলে * ততহিঁ বনায়ল চুম্বন, আপ অধরে ধরু হাসি॥ নিজহুঁ

ভাবার্থ।

* অঙ্গুলে ইত্যাদি— ধনী কানুকে দুর হইতে ঈক্ষণ করিতেছেন এমত সময়ে কানু নিজহস্ত ধনীপ্রতি প্রসারণ পূর্ব্বক পঞ্চাঙ্গুলে চুম্বন বান্ধিয়া নিজ অধরে রাখিলেন। পুনশ্চ আত্ম কপোলে ঐরূপ চুম্বন বান্ধিয়া ধনীকে তাহা সাধিতে লাগিলেন।

কপোলে, চুম্ব পুন বান্ধল, সাধই ধনিক দেখাই। ধনি অবলোকি, পুলকে মুখ মোরল, পরসাদ চিতহুঁ মুদাই॥ ১২। ৪২৯।

—*********—

স্পর্শনে। যথা।

ধারণ রূপ।

ভূপালি।

সহচরি সঙ্গে ধনি বিপিনে পয়ান। কানন কুসুম সুরভি করু পান॥ কাঞ্চন অভরণ পহিরলি নারি। দৈবি মিলল বর রসিক মুরারি॥ মেলল মেলল কহতহিঁ কাণ। সচকিত সখিগণ চমকি পরাণ॥ নন্দ + রাজ গৃহে পৈঠল চোর। নেয়ল অপহরি কঙ্কন মোর॥ পহরি সবহুঁ মিলি কুট নিজ মাথে। সো কঙ্কন ইহ নাগরি হাথে॥ নাগরি কর ধরি কহ সুকুমার। যায়ব লেই নৃপতি দরবার॥ সখিগণ বোলত কিয়ে কহু বাত। কাঢ়িয়া নেয়ল, পদুমিনি হাত॥ হসি হসি সব জন আকুল ভেল। প্রসাদ দাস ভণ অভিনব কেল॥ ১৩। ৪৩০।

—*********—

স্পর্শমিলন।

প্রকারান্তর।

তথা রাগ।

দিন অসকালে চললি বর গোরি। সখি পরসঙ্গে

যুগবার্ত্তা

+ নন্দরাজ গৃহে ইত্যাদি—ধনীকে স্পর্শচ্ছলে শ্যামসুন্দরের কৌতুকোক্তি।

চিত্তহুঁ বহু ভোরি॥ হসি হসি আয়ত রস করি পান। মন্থর গামিনি গজহুঁ পরান॥ দূরে নিরখি বিদগধ রসরাজ। ধাবত যনু আহুত ভিনু কাজ॥ নত মুখ ঝাঁপল তনু রসবন্তী। নাহি নিরখ যনু কো রহু পন্থ॥ নাগরি ভুজ নিজ ভুজে পরশাব। অঙ্গুলে অঙ্গ দাবি চলি যাব॥ সচকিত চিত্তহুঁ নিরখ বর নারি। প্রসাদ দাস ভণ রসিক মুরারি॥ ১৪। ৪৩১।

—:*:—

অথ বস্ত্রাপকর্ষণে। যথা।

রামকেলি।

যায়ত সহচরি সঞে, বর নারি। থারি সমুখি কহ, রসিক মুরারি॥ শুন শুন এ সখি, অপরূপ কাজ। কহইতে বচন, উপজি মঝু লাজ॥ যো ব্রজ রজকে, বসন ধনি দেই। সো জন মলিন বসন মঝু লেই॥ দৈবে বসন, পরিবরতন ভেল। পরিধি বসন মঝু রাইক দেল॥ সোই বসন ইহ নাগরি অঙ্গে। কহি কহি কানু বসন ধরু রঙ্গে॥ চাতুরি রভস, নিরখি ধনি ভোর। অঞ্চল করে ধরি, ধনি কহ ছোড়॥ রোখত নাগরি পুন অবহাস। রস মাধুরি ভণ পরসাদ দাস॥ ১৫। ৪৩২।

অথ বর্ম্ম রোধনে। যথা।

বালাধানশ্রী।

কালিন্দি তীরে, চললি বর রঙ্গিনি, দৈবে দরশি বর কান। চতুর রসাতুর, মধুর সুনাগর, তুরিতি করত

আগুআন॥ পন্থে থারি তহিঁ রহল মুরারি। যো দিশি চলইতে যব ধনি মাগাই, আগোরি ভুজহুঁ পসারি॥ ব্রজ পতি নন্দ, রাজ ভুয় বারল, নারি গমন ইহ পন্থ। রাজন অনুমতি, করু অবহেলন, যৌবন কিয়ে বলবন্ত॥ কহতু বচন মৃদু মৃদু অবহাসই, সো বর রসিক মুরারি। প্রসাদ দাস ভণ, বুঝি নব চাতুরি, বিহসি লাজায়লি নারি॥ ১৬। ৪৩৩।

ইতি তৃতীয় মণি।

মুগ্ধা রসোদ্গার সমাপ্ত।

—*******—

চতুর্থমণি।

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য রসোদ্গার:

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাস।

গৌর গৌর অঙ্গে পুলক তরঙ্গ। হীরক পরশে, সুগঢ় নব কাঞ্চন, পহলে পহলে জুতি রঙ্গ॥ হিয়া মাহা অপরূপ, পিরিতি বিহারত, বাহিরে জুতি পরকাশ। নিরমল নীরে, মিলত যনু দরশন, দীপক রতনু বিলাস॥ মধু রস নিখিল ভুতময় মূরতি, অবিরত খেলত ভাব। পরমানন্দ রসে, অলস কলেবর, ঢুলি ঢুলি কুঞ্জর যাব॥ কাম কলুষ ময় কলি যুগ বারণ, তারণ ইহ দ্বিজ রায়। কাম কলুষ, পরিপূরিত, কেবল, দাস প্রসাদক কায়॥ ১। ৪৩৪।

শ্রীশ্রী রামকেলি।

প্রভাতে নাগর রজনি নাথ। পুলকে অবশ অধর গাত॥ গাবি দোহন আছল ভার। দুগ্ধ ভাণ্ডে না পড়ু ধার॥ সুবল আছল দোহন পাশে। নিরখি নিরখি ঈষত হাসে॥ অনুভবি কহু রজনি লোট। বৎস কয়ল পিছল বোঁট॥ দোহন করিয়া, সুবল সনে। বিরলে মিলল, পুলক মনে॥ পুছল সুবল, রজনি সুখ। লহু হসি কানু, গোরল মুখ॥ সপন কহু কি, জাগর বানি। শুনিতে বচন, কাঁপয়ে প্রাণি॥ নিশি দিন, তুয়া সঙ্গে বাস। কেমনে কহিছ এ হেন ভাষ॥ প্রসাদ কহিছে ভালে হে কান। কত না চাতুরি, রভস জান॥ ২। ৪৩৫।

—******—

যথা টীকা।

বালাধানশী।

না করু মাধব, কপট আলাপ। সুরত বিভূষণ, অঙ্গ সুরঞ্জন, ভঞ্জন কপট কলাপ॥ রমণি আলাপিত, সরস মুখাকৃতি, নারি ভুকত অবলোক। হসইতে দশন, রুচির অব মানিয়ে, বেকত সুরত আলোক॥ রসিক মুকুট মণি, মাধব কহু শুনি, কিয়ে কিয়ে রজনি বিলাস। দেয়বি বাঁটিয়ে, সো রস কিঞ্চিত, না করু পুন পরিহাস॥ মুগধিনি পরশে, তুয়া মতি মুগধিনি, কহইতে লাজে লাজাই। রসিক ভকত, চরণামৃত সেবিয়ে, প্রসাদ কপট রস গাই॥ ৩। ৪৩৬।

—*********—

শ্রীকৃষ্ণোক্তি।

বিভাস।

হসি হসি কহ মিতা, শুন নিশি রঙ্গ। নব অভি-সারিণি, সোংধনি মুগধিনি, ভীত বিকম্পিত অঙ্গ॥ মধুর মধুর মুখ, সুমধুর লাবনি, ঝাঁপি ধরণি নখে লেখি। সমুখে বিমুখি, নব নাগরি থারলি, লুবধ নয়নে খনে দেখি॥ মদন ভুজঙ্গম, দংশল মঝু মন, ধৈরজ জারল গরলা। মিঠি মিঠি নব নব, রঙ্গ ভঙ্গে পুন, ভোরল মঝু চিত সরলা॥ মিঠি মিঠি শবদ, কহিতে বর নাগর, লুবধি রসনে বারু লোলে। ঐছে বচন শুনি, প্রসাদ দাস হৃদে, বাজল আনন্দ খোল॥ ৪। ৪৩৭।

—:********:—

ধানশী।

সুরত লালসে, পহিল নাগরি, আয়লি নিকুঞ্জ মাঝ। সুরত সঙরি, কাঁপি থরহরি, বচন কহিতে লাজ॥ কাতর সুচিত, অবেকত ধ্বনি, আহা উহু কহু নারি। অমিয়ার খনি, নিঙ্গাড়ি সে ধনি, শ্রবণে দেয়ল ঢারি॥ না পারি বিস্মরি সেহ। সে সব বচন কহিতে মিতা হে, নাচি নাচি উঠে দেহ॥ নিতি নিতি কানু, এ হেন মিলন, করত রাধার সনে। প্রসাদ জনম, সফল লাগিয়া, নব আলিঙ্গন ভণে॥ ৫। ৪৩৮।

:******:

শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয় সখ্যা ধনিষ্টা কুন্দলতা বৃন্দাদয়ঃ
কাচিৎ তত্রাগতা পৃচ্ছতি।

সখি উক্তি।

রামকেলি।

কানু সুবল যব, করত আলাপন, সখি তহিঁ উপনিত ভেলি। কহত বিহাসত, হেরি রসিক মুখ, আজু নিরখি নব কেলি॥ মরি মরি বয়নে, মদন সুখ ভাঁতি। জলদ উরহি যাহা, ঝলকে পুনিম শশি, দোলত জনু যনু মাতি॥ মিতা মিতা মেলিয়ে, পুলক চরা চরি, পায়লুঁ শবদ সুরঙ্গ। মঝু মুখ হেরি, চকিত চিতে চাহসি, করলুঁ দুহুঁক সুখ ভঙ্গ॥ প্রসাদ দাস ভণ, না কহ ঐছন, তুহুঁ সব রস পরিবার। বরমপি বেলি, উচিত অব মেলল, কেলি রসক উদগার॥ ৬। ৪৩৯।

—:*****:—

বিভাস।

লোহিত দলিত, বরণ যনু লোচন, শশি মাখি লা- বনি অঙ্গ। কুতুহলি হৃদয়, গরবে উছলায়িত, পায়ল শত চতুরঙ্গ॥ কো জন কটি, কিঙ্কিনি কণনা করু তুয়া হৃদে বর বনওয়ারি। শ্রবণ নিপুন পুন পুন মঝু অন্তর, নাহি কহসি বলিহারি॥ দেখ * দেখ মাধব, নিজ মুখ ফেরি।

ভাবার্থ।

* দেখ দেখ ইত্যাদি— সখী কানুকে পূর্ব্বদিকে উদিত ভানু দেখিতে কহিয়া ভানু নন্দিনীর সহিত কানুর মিলন হওয়া যে বুঝিতে পারিয়াছেন কোশলে তাহার পরিচয় দিতেছেন।

কো উহ কানু, উদিত অব পূরবে, কহ তুহু করিয়ে পুছেরি ॥ কানু ভানু মুখ, নিরখি বিহাসল, পুলকিত সখি পরিহাসে। নাগর নিকট, সজনি রস পরিচয়, কহতহিঁ পরসাদ দাসে ॥ ৭। ৪৪০ ॥

—::**::**:—

ধানশী।

শুনিয়া সুবল, আঁখি ঢল ঢল, কিয়ে কহ পরিণামে। সহচরি মতি সহজই গতি, মুরহর বর প্রেমে ॥ আহা মরি মরি, সখির মরম, কহিতে না পারি থোর। অপরূপ কেলি, নাগর নাগরি, শ্রবণ লালসে ভোর ॥ অদভূত অনুরাগে। যবহুঁ কমলে, মধুর সঞ্চয়, ভ্রমরি জানয়ে আগে ॥ নাগরের চিত, প্রেম অধিকৃত, রহিতে না পারে আর। অমিয়া সিন্ধু মিলব জানিয়ে, পরসাদ যাওয়ার ॥ ৮। ৪৪১।

—*******—

শ্রীকৃষ্ণোক্তি।

কেদার।

মরি মরি কণ্ঠ হার মণি মোতি। বিজুরি বরণি ধনি, পহিরি নীলাম্বরি, অনুপ সাবরণ জোতি ॥ গোরি কলেবরে, হিরণ সুভূষণ, অঙ্গ গঠন অনুমান। আকর্ণিত পুন, দিঠি যুগ পঙ্কজ, কো বিহি কলি নিরমাণ ॥ ঐছন নয়ন, কুটিলে যব হেরলি, শত শত মদন আলাপ। মদন ভুজঙ্গম, দংশল ধৈরজ, ঘন ঘন মন করু ঝাঁপ ॥ মঝু মুখ হেরিতে, লুবধ নয়ন ধনি, দৈবে নেহারলু সোয়। প্রসাদ দাস ভণ, নয়ন বয়ন ধনি, ভুরিতহিঁ নেয়লি গোয় ॥ ৯। ৪৪২।

তথা রাগ ।

মঝু তনু দরশন, পরশ মনোরথে, অভিসারিণি বর নারি। করহু পসারিতে, করে কর বারই; থরহরি কাঁপই থারি ॥ কেলি কুশল তনু, বন নব মৃগি সম, চমকি চমকি উঠি রাই। অঙ্গুলি পরশে, অথির মতি চঞ্চল, লহু লহু রোই লাজাই ॥ কি কহব রে সখি, না মিলি থেহ। জোরি বসন ধরি, করে কুচ ঝাঁপলুঁ, পথিকে মিলল যমু গেহ ॥ অঙ্গ আগোরি, কোরে বৈঠায়লুঁ, লেয়লুঁ নিছুই বয়ান। পরসাদ দাসক, কোটি জনম দুখ, দূরহিঁ ভাগল জান ॥ ১০। ৪৪৩।

—::***:—

শ্রীরাগ।

বাহিরে কতহুঁ, বিরস পরকাশত, নহি নহি অসনতি কহই। নাশা রোদন, করু বর সুন্দরি, বিরল নীর দিঠে গলই ॥ বৈঠি আগোরি, হিয়া হিয়া যোরলুঁ, দুহুঁ মুখ ভিনু ভিনু গীমে। আমিয়া সরোবরে, মেরু সুধাময়, তোড়ল পুলকক সীমে ॥ যো রস যব সখি, মঝু চিতে ঝুল। পহিল হটহুঁ কত করত, সু নাগরি, আরম্ভে নহ প্রতিকুল ॥ উহু উহু না চাহি, না পারি নহি নহি; অনুনাসিক মধু বোল। প্রসাদ দাস চিতে, বাজত অবিরত, শত শত আনন্দ খোল ॥ ১১। ৪৪৪।

——*****——

সিন্ধুড়া।

নীবি নিবন্ধন, পুলকে খসাইতে, করে ধরি উরু উর

যোরি। করে কুচ ঝাঁপিতে, হসি মুখ মোরল, অঙ্গ কয়ল কত মোরি॥ যব রস কৌতুকে, বসন উতারলুঁ, কান্তি নয়ন অভিরাম। গাঢ় আলিঙ্গনে, চমকি চমকি উঠি, নয়ন চপল নঠ ঠাম॥ সখিহে, কো কহু সো ধনি, রতি রস ওর। সো গুণবতি গুণ, বিছুরি না পারিয়ে, সঙরি সঙরি চিত ভোর॥ অধরহুঁ তিযিত, রসনে রস পূরলুঁ, পিয়ল নয়ন মুদি লাজে। পরসাদ দাস, পুলকে অব লোটত, সখিনি চরণ রজ মাঝে॥ ১২। ৪৪৫।

—::****::—

বালাধানশী।

সখিহে, নিশি রস পুলক বরণি বহু দুর। করে কুচ ঝাঁপি, নিঙ্গাড়লু যো রস, হার কয়ল ভরিপূর॥ তিযিতু হৃদয়ে সখি, যো রস ভুঞ্জলুঁ, চুম্বি বয়ন অনুপামা। কামক কনক, কুসুম কুল ভুষণ, পূরণ কলি শুন রামা॥ নীবিহি কাজে, পিয়ল চিত যো রস, কাঞ্চি কয়ল পরচূর। নিরস পোঙার, অধর যুগ দংশনে, বেসর করু পরিপূর॥ মাধব ভনিত, যুবতি গুণ মাধুরি, কহইতে নহত হি ওর। নিরবধি পুলকিত চিতহুঁ সুনাগর, হেরি প্রসাদ রহু ভোর॥ ১৩। ৪৪৬।

—:******: —

তত্র শ্রীরাধাস্নান ছলেন অভিসার।

ভূপালি।

সকালে সিনাইতে, চললি বিলাসি। গদ গদ রতি মদ পুলক বিকাশি॥ সখিগণ নিমগণ, পুলক তরঙ্গে।

বাসিত তৈল, হলুদি করি সঙ্গে॥ প্রেম পয়োধি, উছলি চলি যায়। মন্দ মন্দ গতি, সুমলয় বায়॥ সব সখি ঘেরি, পহরি যনু ভেল। ভূষণ বসন, সজনিগণ নেল॥ হলুদি নেহারি, কহত সখি রঙ্গে। শ্যামরি যায়ব, লেপব অঙ্গে॥ শুনি কহ শ্যামরি, তছুক বালাই। নখরক কোণে শতহুঁ শশি ভায়ি॥ হসি হসি যায়ত, সখিগণ গাত। পরসাদ দাস, শুভ পরভাত॥ ১৪। ৪৪৭।

—********—

ভাটিয়ারি।

নিশি রস যাকর, রহল ধেয়ানে। গণি গণি কানু, পুলক অনুমানে॥ দূরে নিরখি, মুখ, সো রস রাজ। আকুলে আয়ল, ধেনু সমাজ॥ প্রেমে ভরল হিয়া, মোহিত অঙ্গ। গোধন দোহনে, ভ্রম তরঙ্গ॥ ছান্দন রজ্জু, বান্ধে করু রাগে। ছান্দিতে পিছু পদ ছান্দই আগে॥ তেজল নাগর, দোহন কাজ। ধাই চলল তহিঁ, কানন মাঝ॥ সখি কহ সুন্দরি, করু অবগাহ। কালিন্দি আয়ত, বিপিনিক মাহ॥ কুঞ্জর কুঞ্জরি, পায়ল সঙ্গ। দাস প্রসাদ, বিমোহিত অঙ্গ॥ ১৫। ৪৪৮।

—****—

ভূপালি রাগ।

হৃদয়ে আগোরল, কানু অনঙ্গ। দুহুঁ তনু যোরিতে, এক হি অঙ্গ॥ নীল রতনে যনু, হেম রসাল। বিজুরি জড়ায়ল, তরুণ তমাল। কোকিনি কোক হি মিলল বিহান।

কমল কুসুমে মধুকর মধু পান॥ মধুর আলিঙ্গনে, দুহুঁ দুহুঁ কোর। দুহুঁ অধরামৃত, পিই দুহুঁ ভোর॥ দুহুঁ দুহুঁ মিলল, কপোতি কপোত। কালিন্দি নিমগন, কাঞ্চন পোত॥ অনুপম রচন, দুহুঁক রস কেল। প্রসাদ দাস মন, রঞ্জন ভেল॥ ১৬। ৪৪৯।

—:***:—

তথা রাগ।

বিপিনে কমল রতি, চলল সিনানে। নীরে কয়ল রতি অনুপ বিধানে॥ উরু উরু বন্ধনে, দুহুঁ জন ভাস। কালিন্দি দেই, তরঙ্গ বিলাস॥ নাহি মুছল দুহুঁ নিজ নিজ অঙ্গ। মাজি ধয়ল যনু, পুতলি অনঙ্গ॥ বেশ বসন দুহুঁ, পহিরল দেহে। চলল পুলকে দুহুঁ, নিজ নিজ গেহে॥ দবহু রহল দুহু, লোচন লাগে। ফিরি ফিরি হেরত, নব অনুরাগে॥ অপরে হৃদয়ে ভরি, দুহুঁ চলি যায়। প্রসাদ দাস দুহুঁ চরণে বিকায়॥ ১৭। ৪৫০।

ইতি সংক্ষিপ্ত সম্ভোগস্য গো দোহনে মিলনং।

মূল বচনে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ যে কয়েক প্রকার উক্ত হইয়াছে সেই মূল বচন। যথা—

বাল্যে গোষ্ঠোৎ শালিদোহে, চুম্বনে স্পর্শনে তথা।
বস্ত্রাপকর্ষণং বর্ত্ম, রোধনে মিথ সঙ্গমে॥

ইতি সংকীর্ত্তনানুসারে সংক্ষিপ্ত
সম্ভোগ রসোদ্গার
সম্পূর্ণ।

—:***:—

বিহগড়া।

অথ প্রার্থনা।

জয় জয় গোপি চরণ অভিবন্দ। জয় জয় ভানু রাজ বর নন্দিনি, জয় জয় নব সুত নন্দ॥ জয় জয় সখিগণ, সুবল ধীর বর, জয় জয় বটু অনুপাম। জয় যমুনা জিক, জয়হে কুঞ্জবন, জয় বৃন্দাবন ধাম॥ নিত্যানন্দাদ্বৈত কলেবর, জয় জয় গৌর উদার। তুহুঁ সব করুণা কটাখ লবধ জন, পায়ত প্রেম অপার॥ আপন প্রেম ভাগ সব গায়লি, প্রসাদ দাস মুখ যন্ত্র। জনম জনম যনু, জপি জপি নাচত যুগল প্রেমময় মন্ত্র॥ ১৮। ৪৫১।

ইতি চতুর্থমণি।

ইতি পদচিন্তামণিমালা গ্রন্থে প্রথম লহরি সমাপ্তঃ।

—❋❋❋—